উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৩,৫৮০.৫৪ (-১২৪৭.৭১)
নিফটি : ২৩,০৬৩.১০ (-৩৮৩.৭০)

আদানিদের হাসপাতালে হাজার শয্যা দুঃস্থদের জন্য ৫

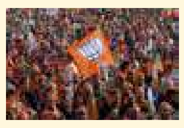

বাংলা দখলে সর্বোচ্চ খরচ বিজেপির ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৭° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন

শিলিগুড়ি ৭ আশ্বিন ১৪৩৩ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 25 September 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 129

ইস্তফা না দিলে যন্তরমন্তর-২

ইমপিচমেন্টের তোড়জোড়

৪৮ ঘণ্টা সময় জ্ঞানেশকে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : আবার যন্তরমন্তরের 'থ্রেট'। ফের ময়দানে ককরোচ জনতা পার্টি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পর নিশানায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগ করার জন্য তাঁকে চরম বার্তা দিয়েছে ককরোচ পার্টি। দুই নির্বাচন কমিশনারের আপত্তি অগ্রাহ্য করে 'যথেচ্ছাচারের' অভিযোগে বিদ্ধ জ্ঞানেশ। ইংরেজি দৈনিক 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এ দু'দিন ধরে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ধাক্কায় কার্যত ভিলেন এখন তিনি। যাঁর বিরুদ্ধে বহু আগে থেকে খাপ্পা ছিল বিরোধীরা।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চেপে ধরার এই মোক্ষম সুযোগ আর হাতছাড়া করছে না বিরোধী শিবির। সংসদের দুই কক্ষে প্রায় সব বিরোধী দল তাঁকে 'ইমপিচমেন্ট'-এর প্রস্তাব পেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। খুব শীঘ্র নোটিশও দেওয়া হবে। বহু আগে থেকে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগে সোচ্চার ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর খবর তাঁর অভিযোগে কার্যত সিলমোহর দিয়েছে।

সেজন্য সুর চড়িয়ে তিনি মুখ্য নির্বাচন

কমিশনারকে 'দেশদ্রোহী' বলে আখ্যা দিয়েছেন। বিরোধীদের সম্মিলিত সমালোচনার পাশাপাশি নজর কাড়ছে ককরোচ জনতা পার্টির ফের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি। নয়াদিল্লিতে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে ওই দলের পক্ষ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জ্ঞানেশের ইস্তফা দাবি করা হয়েছে। দাবি অমান্য করলে দেশজুড়ে ফের আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন দলের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। সেই আন্দোলনের নাম দেওয়া হয়েছে 'যন্তরমন্তর ভার্সন-২'।

বৃহস্পতিবার ঘণ্টাখানেকের ব্যবধানে রাহুল এবং জেন জেড প্রজন্মের প্রতিনিধিরা পৃথক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও বিজেপিকে প্রায় একই ভাষায় আক্রমণ করেন। রাহুলের সুরে অভিজিৎ বলেন, 'মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সবচেয়ে বড় দেশদ্রোহী। তাঁর এখনই পদত্যাগ করা উচিত। কেননা, তিনি দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক।

এরপর দশের পাতায়

শারদ-সুর

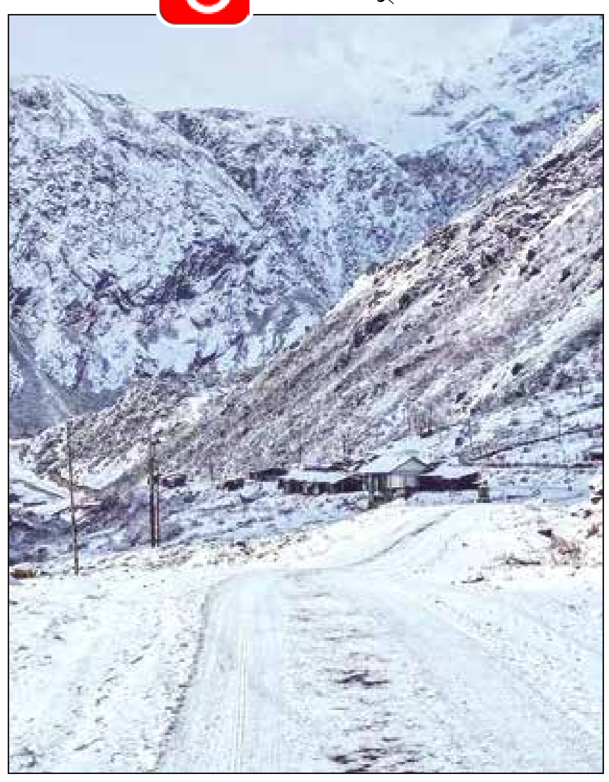

অসময়ের তুষারে ঢাকল সিকিমের মুগুথাং। সমতলের বুকে দোলা লেগেছে কাশবনে। দুই জায়গাতেই এখন আগমনী বার্তা। বৃহস্পতিবার।

সেবকে উন্নয়নের ঝলকানিতে উপেক্ষিত আদিরা

রণজিৎ ঘোষ

সেবক, ২৪ সেপ্টেম্বর : সেবক বাজার দিয়ে প্রতিদিন ছুটে চলেছে সেনার গাড়ি। আসছেন ভিভিআইপিরাও। বদলে যাচ্ছে চারপাশের চেহারা। রেললাইন এসে পৌঁছেছে পাহাড়ের কোলে। সেবক-রংপো রেল যোগাযোগ চালু হতে আর এক বছরের অপেক্ষা। তৈরি হবে করোনেশনের বিকল্প সেতু। সেবক হয়ে এলিভেটেড হাইওয়েরও ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। বাড়ছে বাইরের মানুষের আনাগোনা। হোটেল, রেস্তোরাঁ, হোমস্টে লিজ নিচ্ছেন বাইরের পুঁজিপতিরা।

আর এই বদলে যাওয়া সেবকেরই এক কোণে দাঁড়িয়ে ছোট্ট হোটেল চালিয়ে দিন কাটছে তুলসী প্রধানের। প্রায় ৭৮ বছর ছুঁইছুঁই এই প্রবীণ বাসিন্দার হোটেলও মোটা টাকায় লিজ নিতে চেয়েছিলেন বাইরের লোকজন। দেননি তুলসী। তাঁর যুক্তি, 'হোটেল দিয়ে দিলে আমি কোথায় থাকব? তাই দিইনি।'

তুলসীর এই কথাতেই যেন ধরা পড়ে সেবকের উন্নয়নের অন্য ছবিটা। একদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ঘিরে বড় পরিবর্তনের প্রস্তুতি। অন্যদিকে, সেবকের স্থায়ী বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা সেই তিমিরেই পড়ে থাকা। জমির অধিকার নেই। ফলে ব্যবসা বাড়াতে ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার পথও খুলছে না। পানীয় জল, রাস্তাঘাট, পথবাতির মতো পরিষেবাও সেভাবে নেই।

শিলিগুড়ির খুব কাছে, মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে পাহাড়, নদী আর বনাঞ্চল ঘেরা ছোট্ট জনপদ সেবক। সামরিক কৌশলগত অবস্থানের কারণে এলাকার গুরুত্ব এমনিতেই রয়েছে। সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে রেল ও সড়ক যোগাযোগ। সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের কাজ শুরুর সময় থেকেই এখানে রেলকর্মীদের বসবাস শুরু হয়েছে। প্রকল্প চালু হলে আরও রেলকর্মী এবং তাঁদের পরিবারের বসতি তৈরি হবে।

এর পাশাপাশি সেবকে করোনেশনের বিকল্প ছয় লেনের সেতু তৈরির কাজ দ্রুত শুরু হবে।

এলিভেটেড হাইওয়েও তৈরি হবে। নতুন এলিভেটেড হাইওয়ে ও তিস্তার উপরে সেতু তৈরি হলে সেবক হয়ে ডুয়ার্সের পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে যানবাহন চলাচলও অনেকাংশে বাড়বে। ফলে রেল ও সড়ক- দুই ক্ষেত্রেই সেবকের গুরুত্ব আরও বাড়ার কথা।

কিন্তু সেই বদলের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না স্থানীয় বাসিন্দারা। কেউ জাতীয় সড়কের পাশে ছোট দোকান বা হোটেল চালান। সেই আয়েই সংসার চলে।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

নামটা যেন কী ছিল স্যর, মনে করার সময় দিন

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বারাসত বা উত্তর কলকাতার কোনও পাড়ার ক্লাবের ফুটবল ফাইনাল হচ্ছে হয়তো। জার্সি পরা প্লেয়ার দেখে আপনি প্রশ্ন করলেন, আপনি কোন ক্লাবের ফুটবলার?

উত্তর আসতে পারে, 'দাঁড়ান, আর একটু সময় দিন। আর একটু ভেবে নিই।'

ভেবে নিই মানে! আপনি ম্যাচ খেলবেন, আর জানেন না, কোন টিমের ফুটবলার!

উত্তর আসতে পারে, 'একটু সময় নিয়ে বলব!'

ভাবছেন, এ আবার কী রসিকতা! বাস্তবে এমন হতেই পারে। হয়তো এঁরা সবাই নিজেদের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষদস্তিদারদের দেখে অনুপ্রাণিত।

সুদীপ-কাকলি-শতাব্দী-মালা-সায়নী-জুন-প্রসূনদের দৌলতে ভারতীয় গণতন্ত্রের অভিধানে নতুন একটি শব্দ যোগ করা দরকার। 'রাজনৈতিক পরিচয়পত্র প্রসেসিং টাইম'।

আপনি কোন পার্টির সাংসদ? প্রশ্নটা শুনে এত দিন লোকে ভাবত, উত্তর দিতে বড়জোর এক সেকেন্ড লাগে। তৃণমূল। বিজেপি। কংগ্রেস। সিপিএম। যে পার্টি, সেই নাম।

এরপর দশের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIeT NO-CMOH/CBR/2026-2027/NTEP/27(2nd Call)
E-Tender is hereby invited for various Printing items for NTEP Programme under DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.tenders.wb.gov.in, www.coochbehar.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB.
ICA-T18154(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
Assistant Engineer, Gangarampur Sub-Division, P.W. Dte. is inviting Notice e-Tender no. **WBPWD/AE/GMPSD/NIeT-10/2026-27**. Tender ID: **2026_WBPWD_5074643_1**. Last date of Bid submission on 05.10.2026 up to 12:00 P.M. Intending bidders are requested to visit the website: **https://wbtender.gov.in** and this office notice board. Sd/- Assistant Engineer (P.W. Dte.), Gangarampur Sub-Division, Dakshin Dinajpur.
ICA-T18211(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
The Dy. Commissioner of Police, Siliguri Police Commissionerate, inviting e-Tender reference No. 06/2026-27/SPC (3rd Call), Tender Id: 2026_WBP_1042320_1. Bid Opening Date: 18.09.26 (16:00 Hrs), Bid Closing Date: 09.10.26 (18:00 Hrs). All documents can be seen /obtained from the websites https://wbtenders.gov.in and office notice board. For any subsequent modification /corrigendum, https://wbtenders.gov.in is to be followed. Sd/- Deputy Commissioner of police(H.Q.), Siliguri Police Commissionerate
ICA-T18169(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, Jalpaiguri Highway Division, P.W. (Roads) Dte, Jalpaiguri, invites online e-NIQ for the work of " Construction of RCC single cell (2m x 2m) box culvert at ch. 3.60km of Jalpaiguri to Choulhati road,under Jalpaiguri Highway Division ...... "Tender Ref No :WBPWD/ EE/ JHD/ eNIT-02/26-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5074865_1. Bid submission start date (online) : 08/10/2026 from 6.00 P.M. Bid submission closing date (online) : 28/10/2026 up to 12.00 P.M. *Corrigendum if any will be published in website only . Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, PW(R), JHD, Jalpaiguri, Govt. of WB.
ICA-T18208(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-N.I.T. No. 10 OF 2026-27 of A.E./P.W.D./SCSD I
Tender ID:- 2026_WBPWD_5074622_1
Online e-tenders are invited by the Assistant Engineer, PWD, Siliguri Construction Sub-Division-I, Bagdogra from enlisted Outside Bonafide contractors as per Govt. G.O. for the above said N.I.T. Bid submission start Date: 23.09.2026 from 18.55 Hrs. Bid submission end Date: 01.10.2026 upto 14.00 Hrs. (Online). Details of N.I.T. & other Tender Documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Islam, Assistant Engineer, P.W.D., Siliguri Construction Sub-Division-I, Bagdogra
ICA-T18181(1)/2026

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: **71/W-2/APDJ**, তারিখ: **21-09-2026**। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: 19-AP-III-2026। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ওয়াই লেগ - ময়নাগুড়ী রোড - নিউ চ্যাংরাবান্ধা (এনএল)-টিএসআর (পি)-১৯.১০০ কিমি। টেন্ডার মূল্য: ৭,২৩,৪০,১৭৮.০৮ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ১৪,৪৬,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৩-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ১৩-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender No. 14/BTRW/Tiger Re-introduction Programme/2026-27 & 15/BTRW/Tiger Re-introduction Programme/2026-27. The undersigned invites e-Tenders of i. 14/BTRW/Tiger Re-introduction Programme/2026-27 - Supply of Thermal Camera Drone in connection with Tiger Re-introduction Programme under Buxa Tiger Reserve (West) Division ii. 15/BTRW/Tiger Re-introduction Programme/2026-27 - Procurement of protective gears and wildlife rescue equipments as a part of Tiger Re-introduction Programme under Buxa Tiger Reserve (West) Division: Details also can be seen at the website www.wbtenders.gov.in. &www.westbengalforest.gov.in Last date of Bid submission: 09.10.2026 Up to 03.00 pm Sd/- Deputy Field Director Buxa Tiger Reserve (West).
ICA-T18167(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, Malda Division, SS,PWDte. invites Online e-Tender WBPWD/EE/MD/SS/NI(e)T-04/2026-27(2nd Call) ID:-2026_WBPWD_5074932_1 for Repair and Renovation Works (Civil) of Administrative Building Government ITI Habibpur in the District of Malda. Bid submission Closing Date on 12.10.2026 at 12:00 PM. Iintending bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in and this office notice board. Sd/- Executive Engineer, Malda Division, Social Sector, P.W. Dte.
ICA-T18209(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice
NIT No. JGMCH/MSVP/ eNIT – 03/ 2026-27 (2nd Call) & Tender Id : 2026_HFW_5074072_1
e-Tender (2nd Call) is invited by the MSVP, JGMC&H, Jalpaiguri from the eligible agency/firm for Procurements of 29 (Twenty Nine) Non Cat Medicine for one year at JGMC&H, Jalpaiguri, bid submission closing date 01.10.2026 up to 05:00 p.m. The detail tender notice may be seen in the website www.tenders.wb.gov.in Sd/- Medical Superintendent cum Vice Principal, Jalpaiguri Govt. Medical College & Hospital, Jalpaiguri.
ICA-T18156(3)/2026

আরারিয়া-ঠাকুরগঞ্জ খণ্ডে ৬-কোয়াড ক্যাবলের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৬-কে-৩১ তারিখঃ ২২-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ আরারিয়া-ঠাকুরগঞ্জ খণ্ডে ৬-কোয়াড ক্যাবলের রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার রাশিঃ ৭২,৯৫,১২৫.৪৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৪৫,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৪-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসএন্ডটি),কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

দুই তলযুক্ত টাইপ-II ৮ ইউনিট স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৭২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ২১-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২০-এপি-III-২০২৬। কাজের নামঃ পিএসআরওয়াই (পশ্চাশ্রা) স্টেশনে জরাজীর্ণ টাইপ-I কোয়ার্টারসমূহের প্রতিস্থাপনের বিপরীতে দুই তলযুক্ত টাইপ-II ৮ ইউনিট স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ। টেন্ডার রাশিঃ ২,২১,১৩,৯২৮.৮৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৪,৪২,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৩-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Due to malfunction of e-Procurement System from 11/09/2026 to 20/09/2026, Bid submission end date are extended by 168 hrs. i.e. 7 day of 2 nos. of NIeT mentioned below.
S.E., NBCC-II, P.W.Dte., Jalpaiguri, invites online e-tender for the work of - 1) Tender ID : 2026_WBPWD_5018822_1, Tender Ref No: WBPWD/SE/NBCC-II/NIeT-02/2026-27, And 2) Tender ID : 2026_WBPWD_5019018_1, Tender Ref No: WBPWD/SE/NBCC-II/NIeT-03/2026-27

Sl. No.	Particular/ Description	As Notified IN PLACE OF	TO BE READ AS VIDE DATE CORRIGENDUM
1	Bid submission closing date (online):	15/09/2026 up to 06.00 P.M.	28/09/2026 up to 06.00 P.M.
2	Technical Bid opening date (online):	18/09/2026 up to 11.00 A.M.	01/10/2026 at 11.00 A.M.

Corrigendum if any will be published in website only. Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- SE, PWD, NBCC-II, Jalpaiguri.
ICA-T18180(2)/2026

অ্যাফিডেভিট

আমার কন্যা Rexona Pervin জন্ম শংসাপত্রের ক্রমিক নং 059281, প্রদত্ত তারিখ 04-11-2010, আমার নাম ভুলবশত Rokeya Bibi নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 17.9.2026, J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা এখন আমি কন্যার জন্ম শংসাপত্রে Rokeya Bibi থেকে Rakeya Khatun Bibi সংশোধন করতে চাই। গ্রাম ও পো : কালজানী, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার। (C/123701)

●

আমার কন্যা Moumita Pervin জন্ম শংসাপত্রের ক্রমিক নং 059215, প্রদত্ত তারিখ 03.08.2010 আমার নাম ভুলবশত Nurjahan Bibi নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 17.9.2026, J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা এখন আমি কন্যার জন্ম শংসাপত্রে Nurjahan Bibi থেকে Nurjan Khatun Bibi সংশোধন করতে চাই। গ্রাম+পো : কালজানী, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার। (C/122700)

●

আমার প্রকৃত নাম Goutamsing Das যা আমার রেশন কার্ডে (No:SPHH0061839143) উল্লেখ আছে। ভোটার (No: CQJ2668994) ও আধার কার্ডে (No: 871246964318) আমার নাম ভুলবশত Gautamasing Das উল্লেখ আছে। তাই ০৩/০৮/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার LD. EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা ঘোষণা করা হল যে Gautamasing Das ও Goutamsing Das একই ব্যক্তি। (C/123343)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Mala Mandal আমার নাম এবং লিঙ্গ পূর্বে আমার অফিসিয়াল ও ব্যক্তিগত নথিপত্রে যথাক্রমে Mala Mandal (মহিলা) হিসাবে নথিভুক্ত ছিল, পরবর্তীতে ব্যক্তিগত কারণে আমার লিঙ্গ পরিবর্তন করে পুরুষ হিসাবে আমার নাম Ronit Mandal নথিভুক্ত করা হয়েছিল, সুতরাং গত 16/9/26 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, আমি এখন আমার লিঙ্গ পুনরায় মহিলা পুনর্বহাল করতে চাই, এবং পাশাপাশি আধার কার্ডে আমার নাম Ronit Mandal থেকে Mala Mandal-এ সংশোধন করতে চাই। (C/123914)

●

I, Gour Ch Rajak, son of Naresh Ch Rajak, of village : Baikunthapur, P.O.: Ratua, P.S. : Ratua, District : Malda, Pin No 732205, West Bengal. swore an affidavit on 23rd of September 2026, Sl no. 25254 at the Court of the Executive Magistrate, Chanchal and adopted the name Gour Ch Chowdhry. (গৌর চন্দ্র চৌধুরী) Gour Ch Rajak, Gour Chandra Chowdhury & Gour Ch Chowdhury is the same & one identical person. (C/123924)

●

আমি নিয়তি মিত্র বিশ্বাস W/o সরজিত মিত্র, ঠিকানা দেশবন্ধু পাড়া, W.No - 24. জেলা - জলপাইগুড়ি, থানা - কোতয়ালী, 25.06.2026 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে (জলপাইগুড়ি সদর) অ্যাফিডেভিট বলে এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ইতিপূর্বে আমার বিভিন্ন নথিতে ব্যবহৃত নাম নিয়তি বিশ্বাস, নিয়তি মিত্র বিশ্বাস, নিয়তি মিত্র এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি, এখন থেকে আমি সর্বক্ষেত্রে নিয়তি মিত্র বিশ্বাস নামেই পরিচিত হব। (C/123178)

ট্র্যাকশন মোটর ড্রপ ডিটেকশন সিস্টেম প্রদান

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: টিআরএস-এমএলডিটি-০৬-২৬-২৭ ; তারিখ: ২১-০৯-২০২৬। **অবস্থান সহ কাজের নাম:** ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে "ডিএলএস/মালদা টাউনে ডব্লিউএজি৯ থ্রি ফেস ইলেকট্রিক লোকোমোটিভগুলির জন্য ট্র্যাকশন মোটর ড্রপ ডিটেকশন সিস্টেম (টিএমডিডিএস) -এর ব্যবস্থা" -এর চুক্তি প্রদানের জন্য। এলওএ প্রাপ্তির ছয় (০৬) মাসের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। **কাজের আনুমানিক মূল্য:** ₹ ৯,৯৮,৪১২.৪৭/-; **বায়না মূল্য:** ₹ ২০,০০০/-; টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় : ১৫-১০-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায়। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখুন।
সিনিয়র ডিইই/টিআরএস/এমএলডিটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম

কাটিহার ডিভিশনের নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদান করার জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং.:** RHMP-PARKING-26; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট):** ১২-১০-২০২৬ তারিখের ১০:০০ ঘন্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১২-১০-২০২৬ তারিখের ১২:৪০ ঘন্টা, **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন: ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-টিকেজি-এমএক্স-১৩৮-২৪-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার ডিভিশনের ঠাকুরগঞ্জ স্টেশন-এ দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/২	পার্কিং-কেআইআর-এসইউডি-এমএক্স-১৯০-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার ডিভিশনের সুধানিতে দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/৩	পার্কিং-কেআইআর-এফবিজি-এমএক্স-১৭৮-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার ডিভিশনের ফরবেসগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের গুড্‌স সাইডে দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/৪	পার্কিং-কেআইআর-কেডব্লিউপিআর-এমএক্স-১৮০-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার ডিভিশনের খওয়াসপুর রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/৫	পার্কিং-কেআইআর-আরএইচএমপি-এমএক্স-১৮৩-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার ডিভিশনের রহমতপুর স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/৬	পার্কিং-কেআইআর-ডিএলকে-এমএক্স-১৮৯-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার ডিভিশনের ডালখোলা দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/৭	পার্কিং-কেআইআর-কেএজিজে-এমএক্স-১৮৪-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার ডিভিশনের কালিয়াগঞ্জে দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/৮	পার্কিং-কেআইআর-এআরআর-এমএক্স-১৯৪-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার ডিভিশনের আরারিয়ায় দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/৯	পার্কিং-কেআইআর-বিআইজিজে-এমএক্স-১৮৫-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার ডিভিশনের বিবিগঞ্জ স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/১০	পার্কিং-কেআইআর-পিএকেআই-এমএক্স-১৮৬-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার ডিভিশনের পাওয়াখালি স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/১১	পার্কিং-কেআইআর-এইউবি - এমএক্স-৯৬-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার ডিভিশনের আলুয়াবাড়ি রোড-এ দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/১২	পার্কিং-কেআইআর-এজেডআর-এমএক্স-১৯১-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার ডিভিশনের আজমনগর-এ দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/১৩	পার্কিং-কেআইআর-টিএনপিআর - এমএক্স-১৭৫-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার ডিভিশনের স্থান সার্কুলেটিং এরিয়ায় দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।
এএ/১৪	পার্কিং-কেআইআর-টিইটিএ - এমএক্স-১৮৮-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার ডিভিশনের তেলতায় দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ১৮-০৯-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
1) Bid reference no.- NIT Reference No. :-WBMSCL/NIT-777/2026 Dated–21/09/2026. West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for the work "Comprehensive Maintenance Contract of the existing STP, WTP, Water Supply System and RO plant(including consumables, spares etc.) for Falakata Super Speciality Hospital during the year 2026-27 and 2027-28(2 years)-2nd call" Last date of submission of bid (online) –12.10.2026 upto 3:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.tenders.wb.gov.in on 25.09.2026 at 11:00 A.M. request for Clarification, if any, may be sent to eewbmscl.krishnajit@gmail.com Sd/- Managing Director, WBMSCL & Special Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal.
ICA-T18159(3)/2026

অ্যাসোসিয়েট সিগন্যালিং ওয়ার্কস

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর-এন-২০২৬-কে-৩২; তারিখ: ২২-০৯-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম: এসএসই/ওয়ার্কস/ওল্ড মালদার এখতিয়ারাধীন একলাখি-বালুরঘাটের মধ্যে কিমি ১৩/৯-১০-এ লেভেল ক্রসিং নং ইবি-১২ -এর পরিবর্তে আরইউবি/এলএইচএস প্রদানের জন্য অ্যাসোসিয়েট সিগন্যালিং -এর কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৬৩,৪৩,৩১৩/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,২৬,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৪-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। ওপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৪-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।
ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার জংশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ৭৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২১-০৯-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং: ২৭-এপি-II-২০২৬; কাজের নাম: সালসলাবাড়িতে - প্ল্যাটফর্ম নং ২ ও ৩ -এর উচ্চতা বৃদ্ধি, কম খরচের পিপি শেড, পিপি শেড প্রতিস্থাপন এবং দিব্যাঙ্গজন সুযোগ-সুবিধা, নতুন স্টেশন ভবন। টেন্ডার মূল্য: ৪,৭৪,১৭,২৩৪.৪৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ৯,৪৮,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩-১০-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। ওপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৩-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সম্পূর্ণ ব্রিজ চ্যানেল স্লীপার নবীকরণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৬৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ২১-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২৬-এপি-I-২০২৬। কাজের নামঃ নিউ কোচবিহার-চাপাগুড়ি (এনএল)-টিবিসিএসআর- (এইচ বীম) তোরসা সেতু-১২০৪ এর উপরে-১২০৪ এবং সেতু নং. ১১৬৮১৫ এর উপরে মোকসাডাঙ্গা-সাজেরপার (আপ)-টিবিসিএসআর (এইচ-বীম)। টেন্ডার রাশিঃ ৭,৪১,১৩,১৯১.৬১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১৪,৮২,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৩-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের জরাজীর্ণ অংশের নির্মাণ ও সংস্কার কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: **74/W-2/APDJ**, তারিখ: **21-09-2026**। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: 28-AP-II-2026। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আলিপুরদুয়ার জংশনে- এসএসই (ডব্লিউ)/I/আলিপুরদুয়ার জংশন-এর অধিক্ষেত্রে অধীনে রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের জরাজীর্ণ অংশের নির্মাণ ও সংস্কার কাজ, যার মধ্যে শ্রেণিকক্ষ, সীমানা প্রাচীর, এসি শিট, শ্রেণিকক্ষের ফ্লোর ও দেওয়াল, ল্যাব এবং অভ্যন্তরীণ ড্রেন তৈরি করা রয়েছে। টেন্ডার মূল্য: ৪,১৮,২৮,৪৬৬.০৭ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৮,৩৬,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৩-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ১৩-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

E-Tender Notice
Construction of New Girls' Toilet Block under Sadar-III, Sadar-IV, Satmile, Pundibari, Mathabhanga-II, Mathabhanga-IV, Khagrabari, Baneswar, Tufanganj-I Circle, Cooch Behar. The District Education Officer, PBSSM, Cooch Behar invites E-Tender, vide NIT No.-
(i) PBSSM/COB/GT/01/26-27
(ii) PBSSM/COB/GT/03/26-27
(iii) PBSSM/COB/GT/04/26-27
(iv) PBSSM/COB/GT/08/26-27
(v) PBSSM/COB/GT/30/26-27
(vi) PBSSM/COB/GT/09/26-27
(vii) PBSSM/COB/GT/07/26-27
(viii) PBSSM/COB/GT/11/26-27
(ix) PBSSM/COB/GT/32/26-27.
The details can be obtained from http://tenders.wb.gov.in.
Sd/-
District Education Officer
PBSSM, Cooch Behar

কাটিহার মণ্ডলে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৫৯-২০২৬/কে/১০১১ তারিখঃ ১৮-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ৫৯-২০২৬। কাজের নামঃ "দার্জিলিংয়ে এডিইএন/ডিএইচএআরের অধীনে দার্জিলিং হলিডে হোম, রানিং রুমের মেরামত এবং পেইন্টিংয়ের সাথে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ" এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১৮,৪৬,৫৫৬/-টাকা। বায়না রাশিঃ ৩৬,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১২-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জোষ্ঠ ডিইই (জি এণ্ড সিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এবং আনুষঙ্গিক কাজ পরিচালনা

টেন্ডার নং : ডিওয়াইসিই-সি-এপিডিজে-সার্ভে২০২৬-আর১; তারিখ : ২২-০৯-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম :** চালসা-নক্সাল (১৯.৮৫ কিমি) নতুন লাইন সংক্রান্ত কাজের সাথে যুক্ত টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে পরিচালনা, মাটিতে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করা, এল সেকশন তৈরি, ইয়ার্ড ইএসপি-গুলি, জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব তৈরি, বন পরিবর্তন অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ, গাছ কাটা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পরিকল্পনা ইত্যাদি এবং আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য :** ১,৫৮,৫৭,০০৮.৯২/- টাকা; **বায়না মূল্য :** ৩,১৭,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধ/খোলার তারিখ ও সময় ১৩-১০-২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায়। ওপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।
ডেপুটি সিই (সিওএন)/আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ১। ই-টেন্ডার নং.: DB265510A, তারিখঃ 17-09-2026। আইটেম বিবরণঃ সনরোক ড্রয়িং নং. ১ ইডি-১০১৪ আইটেম নং. ০৩, আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/২০১১/সিজি-০৩ (আরইভি-০১) (নোট ১ সেট =৭ টিপিই স্প্রিং পেড) অনুযায়ী ইলাস্টোমেরিক পেড (টিপিই স্প্রিং পেড) সম্পূর্ণ সেট। স্পেসিফিকেশন/ড্রয়িং রেফারেন্সঃ- আরডিএসও স্পেসিফিকেশন - আরডিএসও/২০১১ সিজি-০৩ আরইভি-০১ সনরোক ড্রয়িং ১ ইডি-১০১৪ আইটেম নং. ০৩। পিএল নং.ঃ ৩৩৫০১৮৫৩। প্রেরক-এসএসই/সিএলএস/ ডিবিডব্লিওএস, এনএফআর (অসম)। পরিমাণঃ ২৪২ সেট, বায়নার ধনঃ ৩,৬১,৬১০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবেঃ ১২-১০-২০২৬ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায়।
বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে https://ireps.gov.in দেখুন।
ডেপুটি চিফ ম্যাটিরিয়াল ম্যানেজার/ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ADVERTISEMENT
ARMY PUBLIC SCHOOL, SUKNA
1. Applications are invited for the following post :-
1.1 Vice Principal & Headmaster/Headmistress on Term Based Contract for four years:-

Ser	Subject Post	Qualification and other Criteria
1.1.1	Vice Principal	Please visit Army Public School, Sukna website www.apssukna.com
1.1.2	Headmaster / Headmistress	

1.2. Teachers on Adhoc Basis till 31 Mar 2027:-

Ser	Subject Post	Qualification and other Criteria
1.2.1	Special Educator (PRT)	Please visit Army Public School, Sukna website www.apssukna.com
1.2.2	PRT (Computer Science)	
1.2.3	PRT (All Subjects)	
1.2.4	PRT (Physical Education Trainer/Karate Instructor) (Preferably Lady)	
1.2.5	TGT (Bengali & Nepali)	

2. For Application forms, qualification and other details please visit school website (www.apssukna.com).
3. **Applications duly completed should be sent direct to Army Public School, Sukna, PO-Sukna, Dist-Darjeeling-734009. Email address of the school is armyschoolsukna@gmail.com.**
4. For any clarification contact School Office 0353-2573419/2573420 (Army No through Military Exchange Extn 2696).

Sd/x x x x x x x x x
(Mrs Dola Sarkar Sinha)
Principal
Army Public School, Sukna

Case No : 155181/AS/Adv
Dated : 24 Sep 2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING E-TENDER
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting electronic bids for providing Facility Management Services at Malda Medical College Super Specialty Block (SSB). A corrigendum-I has been uploaded as per details indicated in below:
Particulars : Corrigendum-I for providing Management Services in Malda Medical College Super Specialty Block (SSB). Bid Ref. No. WBMSCL/NIT-738/2026 Dated-31/08/2026. Last date of submission of online bid 28.09.2026 upto 14:00 hrs. Interested Bidders may download the tender document and Corrigendum-I and / or submit their bids online at the website: https://tenders.wb.gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL.
ICA-T18168(1)/2026

OFFICE OF THE COMMANDANT 18 BN BSF, KADAMTALA, SILIGURI(WB)
AUCTION NOTICE
A Public auction of unserviceable / condemned stores i.e Misc, Comn, Defence, Tentage, Welfare, E.C.C Clothing, MT, Mag, Construction, Ration PM will be conducted on dtd **29.09.2026 at about 10.30 Hrs at Bop :- Fulbari, 18 Bn Kadamtala, Siliguri.**

CONDITIONS:-

1. All the interested eligible bidders/parties are requested to attend the auction on schedule date and time.
2. Before conductiong the auction Every bidder will have to deposit a sum of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand) only in advance as earnest money prior to commencement of bid, which will be refunded/adjusted after finalization of auction (expect the selected / highest bidder).
3. Auctioned money plus GST (18%) has to deposit on the spot by the successful bidders and under their own arrangement after auction. The commandent 18 Bn BSF reserves the right to accept / reject any other bid / all bids without assigning any reason or to withdraw any order before auction.
4. The decision of the commandant 18 Bn BSF in all matters shall be final.
5. Other terms and conditions will be announced by the board of Officers appointed for the purpose of auction on the day of auction.
6. No transport will be provided by this unit for shifting of auctioned stores. Auctioned stores be cleared immediately by concerned parties.

Place:- Bop - Fulbari Dist Jalpaiguri

Sd/-
FOR COMMANDANT
18 BN BSF

সিনেমা

CINEMA সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্রমঞ্চ
শক্তিনগর ৩ নং লেন (শিলিগুড়ি)
The Vvaan Force of the Forrest
Cast-(Sidharth Malhotra, Tamannah Bhatia, Anup Soni & Others)
Show Time : 12:30, 3:30, 6:30 P.M.
AC theatre with Dolby Sound

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
VVAN — SHOW TIME 11.00 AM 4.30 PM HINDI (U/A)
THE PARADISE — SHOW TIME 1.25 PM 7.00 PM HINDI (A)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩০২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩০৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

হাসি, আবেগ, গল্প আর অনুপ্রেরণায় ভরা
মা দ্য বস সন্ধে ৭.৩০ ডিডি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৮.৪৫ মায়াকুমারী, বেলা ১১.৪৫ গোলমাল, বিকেল ৩.০০ অলৌকিক, ৫.১৫ সেন্টিমেন্টাল, রাত ৯.১৫ লভ এক্সপ্রেস
কালার্স বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ পরিবার, দুপুর ২.৩০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৫.৩০ রণক্ষেত্র, রাত ৯.৩০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ স্বার্থপর, বেলা ১১.০০ দিওয়ানা, দুপুর ২.৩০ প্রাণের স্বামী, বিকেল ৫.০০ দেবীবরণ, সন্ধে ৭.৩০ টক্কর, রাত ১০.৩০ ওগো বধূ সুন্দরী
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বউরানি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৩.০৫ জামাইবাবু
জি সিনেমা : দুপুর ১২.০৭ থানল, ২.৪২ টমি-দ্য লাভলি ডগ, বিকেল ৪.৪৩ রাধে, সন্ধে ৭.০০ পুষ্পা টু-দ্য রুল, রাত ১১.২৬ ভোলা
স্টার গোল্ড থ্রিলস : বেলা ১১.৪৫ বাম্বল বি, দুপুর ১.৩০ দ্য উইশ অফ দ্য ফেয়ারি ফিশ, বিকেল ৪.০০ দ্য মার্মেড, সন্ধে ৬.৪৫ অ্যাভেঞ্জার্স-ইনফিনিটি ওয়ার, রাত ৮.৪৫ অ্যাভেঞ্জার্স এন্ড গেম

নল দময়ন্তী
সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

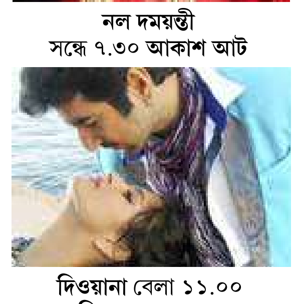
দিওয়ানা বেলা ১১.০০
জি বাংলা সোনার

পুষ্পা টু-দ্য রুল সন্ধে ৭.০০ জি সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আপনার নিকট কোনও আত্মীয়ের জন্য দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবেন। দামি জিনিসপত্র খুব সাবধানে রাখুন। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথি সমাগম। বৃষ : আর্থিক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আজ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন। কোনও আধ্যাত্মিক ব্যক্তির সংস্পর্শে মানসিক শান্তি পাবেন। মিথুন : সময়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করতে না পারায় মাশুল দিতে হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে না পারলে আর্থিক সংকটে ভুগতে হতে পারে। কর্কট : আজ আপনার পছন্দের মানুষের কাছ থেকে দারুণ উপহার পেতে পারেন। পরিবারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দের পরিবেশ। সিংহ : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য নিশ্চিত। খাবারদাবার থেকে পেটে সংক্রমণের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পাবেন। কন্যা : কর্মক্ষেত্রে আপনার কর্মকুশলতার জন্য ব্যাপক প্রশংসিত হবেন। বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া কোনও দ্রব্য ফেরত পেয়ে স্বস্তি। তুলা : ব্যবসায়ীরা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিন। আজ আর্থিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হবে। বৃশ্চিক : আজ টাকাপয়সা বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিন, নইলে সমস্যা হতে পারে। প্রেমে দোলাচল থাকবে। ধনু : আজ পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। পাওনা টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি পাবেন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। মকর : কর্মক্ষেত্রে কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির হস্তক্ষেপে পদোন্নতি হওয়ায় সম্ভাবনা। নতুন বাড়ি নির্মাণে ব্যাংকঋণ মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা। কুম্ভ : আজ আর্থিক সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবেন। পারিবারিক কোনও অশান্তির কারণে একটু মানসিক চাপ থাকবে। মীন : আপনার সামান্য ভুলের কারণে গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ হাতছাড়া হতে পারে। সম্পত্তি কেনাবেচায় লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ আশ্বিন, ১৪৩৩, ভাঃ ৩ আশ্বিন, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ৭ আহিন, সংবৎ ১৪ ভাদ্রপদ সুদি, ১৩ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।২৯, অঃ ৫।২৯। শুক্রবার, চতুর্দশী রাত্রি ১০।২০। শতভিষানক্ষত্র দিবা ১১।৩৫। শূলযোগ অপরাহ্ণ ৪।১১। গরকরণ দিবা ১০।১২ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১০।২০ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১১।৩৫ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ১১।৩৫ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, রাত্রি ১০।২০ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৮।২৯ গতে ১১।২৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।২৯ গতে ৯।৫৯ মধ্যে। যাত্রা-মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১১।৩৫ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণেও নিষেধ। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ১০।২০ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অনন্তচতুর্দশীব্রত। পূর্ণিমার নিশিপালন। অমৃতযোগ-দিবা ৬।২২ মধ্যে ও ৭।৮ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ২।৫১ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৯ গতে ৯।১৮ মধ্যে ও ১১।৪৮ গতে ৩।৮ মধ্যে ও ৩।৫৭ গতে ৫।৩০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মৃত শাবককে মাটি চাপা হাতির পালের

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর : দিনের আলো তখনও ভালো করে ফোটেনি। হঠাৎ হাতির ডাকের তীব্র শব্দে ঘুম ভেঙে যায় রায়ডাক চা বাগানের তিন নম্বর সেকশনের কয়েকজন শ্রমিকের। ঘর থেকে বেরিয়ে দূর থেকেই চোখে পড়ে হাতির পাল। কিছুক্ষণ ধরে চিৎকার করার পর জঙ্গলের দিকে চলে যায় তারা। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, চা বাগানের নালায় মাটি চাপা অবস্থায় পড়ে রয়েছে একটি মৃত হস্তীশাবকের দেহ। পাগুলি বেরিয়ে রয়েছে। দেহটিকে হাতিরাই যে মাটি চাপা দিয়েছে, সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল।

বৃহস্পতিবার সকালে খবরটি পেয়ে ঘটনাস্থলে যান নর্থ রায়ডাক রেঞ্জের বনকর্মীরা। বনকর্মী দেবাশিস মণ্ডল সহ অন্যরা নালা থেকে মাটি সরিয়ে দেহটি উদ্ধার করেন। শাবকটির মৃত্যুর কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলদাপাড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে শাবকটির দেহে কোনও ক্ষতচিহ্ন মেলেনি। এমন ঘটনা এর আগে ঘটলেও এই এলাকায় প্রথম। চা শ্রমিক সোমরা মিনজ বলেন, 'তখনও সূর্য ওঠেনি। হাতির ডাকে ঘুম ভেঙে যায়। আমি এবং আরও কয়েকজন বাইরে বেরিয়ে দেখি দূরে অনেকগুলি হাতি। কিছুক্ষণ চিৎকার করার পর হাতির দলটি রায়ডাক জঙ্গলের দিকে চলে যায়।'

রায়ডাক চা বাগানে শাবকের সমাধি।

পরিবেশপ্রেমী জীবনকৃষ্ণ রায়ের মন্তব্য, 'মৃত শাবককে মাটি চাপা দেওয়ার এমন আচরণ হাতির মধ্যে আগেও দেখা গিয়েছে। হাতিদের সামাজিক বন্ধন ও মৃত শাবকের প্রতি তাদের আচরণ নিয়ে গবেষণাতেও এমন ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।'

২০২২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ডুয়ার্সের দেবপাড়া, চুনাভাটি, ভার্নোবাড়ি, মঝেরডাবরি ও নিউ ডুয়ার্স চা বাগানে হাতিদের দ্বারা মৃত শাবককে সমাহিত করার পাঁচটি ঘটনা নথিভুক্ত করেছিলেন ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের আধিকারিক পারভিন কাশোয়ান ও আইআইএসইআর পুনের গবেষক আকাশদীপ রায়। তাঁদের গবেষণাপত্র ২০২৪ সালে প্রকাশিত হয়। গবেষণায় দেখা যায়, হাতির দল মৃত শাবককে শুঁড় ও পা দিয়ে টেনে চা বাগানের গভীর নিকাশি বা সেচনালায় নিয়ে গিয়ে মাটি চাপা দেয়। পাঁচটি ঘটনাতেই শাবকদের পা ওপরের দিকে থাকা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। শাবককে মাটি চাপা দেওয়ার সময় ও পরে হাতির দল প্রায় ৩০ থেকে ৪০ মিনিট পর্যন্ত উচ্চস্বরে ডাকাডাকি করেছিল বলেও গবেষণায় উল্লেখ রয়েছে। মৃতদেহকে মাংসাশী প্রাণীর হাত থেকে আড়াল করা এবং শাবকের মৃত্যুকে ঘিরে দলের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে এই আচরণের যোগ থাকতে পারে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে।

> মৃত শাবককে মাটি চাপা দেওয়ার আচরণ হাতির মধ্যে আগেও দেখা গিয়েছে। হাতিদের এই সামাজিক বন্ধন গবেষণাতেও উল্লেখ রয়েছে।
>
> **জীবনকৃষ্ণ রায়** পরিবেশপ্রেমী

রায়ডাক চা বাগানের ঘটনায় অবশ্য শাবকটির মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই বিষয়টি পরিষ্কার হবে বলে জানিয়েছে বন দপ্তর।

পাহাড়ের রোপওয়েতে আদানি-জল্পনা

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : পাহাড়ের যানজট কাটাতে প্রস্তাবিত কার্সিয়াং-দার্জিলিং রোপওয়ে কি এবার আদানি গোষ্ঠীর হাত ধরে তৈরি হবে? শিল্পপতি গৌতম আদানির সাম্প্রতিক বক্তব্য ঘিরে এই জল্পনা জোরালো হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের তরফে প্রকল্পটি আদানি গোষ্ঠীকে দেওয়ার কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি। ফলে আপাতত সম্ভাবনার স্তরেই রয়েছে পুরো বিষয়টি।

বৃহস্পতিবার নিউটাউনে আদানি গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ ও গবেষণাকেন্দ্র 'আদানি আরোগ্য মন্দির'-এর ভূমিপুজো এবং শিলান্যাস কর্মসূচির মঞ্চ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন গৌতম। আগামীতে কোন কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে, সেই নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে 'রোপওয়ে' শব্দটি উল্লেখ করেন তিনি।

কার্সিয়াং থেকে দার্জিলিং- প্রায় ৩২ কিলোমিটারের পাহাড়ি পথ। পর্যটনের ভরা মরশুমে এই পথ পেরোতেই চার-পাঁচ ঘণ্টা, কখনও তার বেশি সময় লেগে যায়। অথচ প্রস্তাবিত রোপওয়ে চালু হলে কার্সিয়াং থেকে দার্জিলিং পৌঁছানো যাবে প্রায় ৪৫ মিনিটে। পথে চার-পাঁচটি স্টেশন রাখার পরিকল্পনাও রয়েছে।

কেন গুরুত্বপূর্ণ এই রোপওয়ে? কারণ, এটি শুধুমাত্র পর্যটকদের দ্রুত দার্জিলিং পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্প নয়। কার্সিয়াংয়ের পর দার্জিলিংমুখী পাহাড়ি রাস্তায় যানজটের অন্যতম কারণ বিকল্প যোগাযোগের সীমাবদ্ধতা। শিলিগুড়ি থেকে কার্সিয়াং পর্যন্ত একাধিক রাস্তা থাকলেও তার পরের অংশে যানবাহনের চাপ মূলত সীমিত পাহাড়ি সড়কের উপর পড়ে। ফলে পর্যটনের মরশুমে কয়েক কিলোমিটারের পথ পেরোতেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় লাগে। নতুন করে পাহাড় কেটে রাস্তা চওড়া করারও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেই জায়গায় আকাশপথে বিকল্প যোগাযোগ তৈরি করতে পারে রোপওয়ে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, রোপওয়েটি ঘণ্টায় প্রায় ৮০০ থেকে ১,০০০ যাত্রী পরিবহণের ক্ষমতা থাকবে। অর্থাৎ পর্যটনের ব্যস্ত সময়ে সড়কের উপর নির্ভরতা কিছুটা কমিয়ে একসঙ্গে বিপুল সংখ্যক যাত্রীকে দার্জিলিংয়ে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। গুরুত্ব শুধু যাত্রী পরিবহণেই নয়। রাতে রোপওয়ের মাধ্যমে খাদ্যশস্য, সবজি সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী দার্জিলিংয়ে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। ফলে দিনের ব্যস্ত সময়ে পণ্যবাহী গাড়ির চাপ কমানো সম্ভব হলে পাহাড়ি রাস্তায় যানজট কমানোর পাশাপাশি পণ্য পরিবহণের একটি বিকল্প ব্যবস্থাও তৈরি হতে পারে।

প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা। ফিজিবিলিটি স্টাডি ইতিমধ্যেই হয়েছে।

- কার্সিয়াং-দার্জিলিং ৩২ কিমি পথ পেরোনো যাবে ৪৫ মিনিটে
- ঘণ্টায় ৮০০-১,০০০ যাত্রী পরিবহণের পরিকল্পনা
- প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা

বেসরকারি অংশীদারিত্বে 'বিল্ড, ওন, অপারেট, ট্রান্সফার' বা বুট মডেলে প্রকল্পটি তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। অর্থাৎ বেসরকারি সংস্থা বিনিয়োগ করে প্রকল্প তৈরি ও নির্দিষ্ট সময় পরিচালনার পর তা সরকারের হাতে তুলে দেবে।

এই পরিস্থিতিতেই গৌতম আদানির বক্তব্য ঘিরে নতুন করে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। রোপওয়ে সহ পরিবহণ পরিকাঠামোয় আদানি গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা রয়েছে। ফলে কার্সিয়াং-দার্জিলিং প্রকল্পে গোষ্ঠীটি আগ্রহী কি না, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে সরকারি প্রক্রিয়া, বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন এবং চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার উপর।

জামিন খারিজ

চোপড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর : বিধায়ক হামিদুল রহমানের স্ত্রীর গাড়িতে বুধবার বিকেলে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। বিধায়কের গাড়ির চালক সোনু আনসারীর অভিযোগের ভিত্তিতে গৌতম দাস এবং তাঁর দুই ছেলে গৌরব দাস ও সৌরভ দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনজনই সদর চোপড়া এলাকার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার ধৃতদের ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল জানান, ধৃতদের জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে। শুক্রবার বিচারক পুলিশের কাছে কেস ডায়েরি চেয়েছেন। ঘটনায় সাতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে।

শিলিগুড়িতে দু'দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

পুজোর আগেই উৎসব

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রীর মহালয়ার অনুষ্ঠানের দিনই শিলিগুড়ি সহ রাজ্যের একাধিক শহর উৎসবের আলোয় সেজে উঠবে।

তৃণমূল জমানায় শুরু করা পুজো কার্নিভাল বন্ধ করে নতুন চমক নিয়ে হাজির রাজ্যের বিজেপি সরকার। আগামী ১০ অক্টোবর মহালয়ার শুভ লগ্নে রাজ্যে পা রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ইডেন গার্ডেন্স প্রাঙ্গণে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। সেদিন মোদির আগমনে শুধু কি তিলোত্তমাই সাজবে?

একেবারেই নয়। মহালয়ার সেই মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলায় উৎসবের আমেজ তৈরি করতে ব্লু-প্রিন্ট সাজিয়ে ফেলেছে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ, উৎসবের আলো যেন রাজ্যের কোনও প্রান্তেই কম না পড়ে। রাজ্য মন্ত্রীসভার সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কলকাতা-হাওড়ার পাশাপাশি আসানসোল, দুর্গাপুর এমনকি উত্তরের প্রাণকেন্দ্র শিলিগুড়িতেও এই মহোৎসবের ছোঁয়া লাগবে। প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে সাতটি মহানগর নিয়ে বড় পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এই উৎসবে অন্য শহরও আলোর মালা থেকে বাদ যাবে না।

সবচেয়ে বড় চমক অপেক্ষা করছে শিলিগুড়িবাসীর জন্য! হিলকার্ট রোডের উপর দিয়ে প্রসারিত মহানন্দার দুটি সেতু আলোয় সেজে উঠবে। শহরের সবকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ঝকমকে রঙিন আলোয় সাজবে। রাজ্যের অর্থ এবং পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেছেন, 'শিলিগুড়ির প্রধান প্রধান সড়ককে রঙিন আলোকসজ্জায় মুড়ে ফেলা হবে। বিশেষ করে হিলকার্ট রোডের উপর অবস্থিত মহানন্দা সেতু এবং শহরের ব্যস্ততম পথগুলি সাজানো হবে। হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মানুষকে পুজোমুখী করতে এর গুরুত্ব রয়েছে।' প্রশাসন সূত্রে খবর, সম্প্রতি রাজ্যের ক্যাবিনেট বৈঠকে মহালয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ইডেন গার্ডেন্সে আসার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানেই উৎসবের আনন্দ থেকে রাজ্যের বাকি শহরগুলি যাতে বাদ না পড়ে, সেব্যাপারে আলোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই আলোচনাতেই কলকাতা ও হাওড়ার পাশাপাশি আসানসোল, দুর্গাপুর এবং উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়িকে তালিকার শীর্ষে রাখা হয়েছে। ১০ অক্টোবর থেকে অনুষ্ঠানগুলি শুরু হবে। শিলিগুড়ির জন্য ধার্য করা হয়েছে ১১ এবং ১২ অক্টোবর।

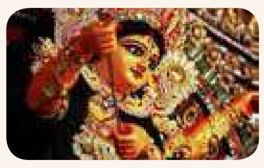

- আগামী ১০ অক্টোবর মহালয়ার দিন রাজ্যে পা রাখছেন প্রধানমন্ত্রী
- সেইদিন শিলিগুড়ির প্রধান প্রধান সড়ককে রঙিন আলোকসজ্জায় মুড়ে ফেলা হবে
- আগামী ১১ ও ১২ অক্টোবর শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

উৎসবে স্থানীয় শিল্প ও ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিতে আগামী ১১ ও ১২ অক্টোবর শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে দু'দিনব্যাপী এক বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই মঞ্চে মূল আকর্ষণ হতে চলেছে বাংলার লোকসংস্কৃতি। লোকশিল্পীদের পরিবেশনায় বাউলগান, ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী নৃত্য এবং বৈরাতি নৃত্যের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের মাটির সুর ভাওয়াইয়া গানে মুখরিত হয়ে উঠবে শহরের একাধিক অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ। তৃণমূলের কার্নিভাল বন্ধ হলেও, প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত শহরবাসীকে উৎসবের মরশুমে নতুন আনন্দে ভাসাবে বলে মনে করছেন অনেকে।

প্রথম দফায় রাজ্যের কয়েকটি পুরসভায় ভোটের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গের মধ্যে রয়েছে পাহাড়ের কার্সিয়াং এবং সমতলের ধূপগুড়ি। এই দুই শহরকে প্রি-পুজো সেলিব্রেশনের তালিকায় গুরুত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই উৎসবের আবহকে ভোট প্রচারে ব্যবহার করতে তৎপর হতে পারবে রাজ্যের শাসকদল বিজেপি। তবে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর বক্তব্য, 'উৎসব উৎসবের মতো। আর পুজো হবে নিয়মনিষ্ঠার।'

শিলিগুড়ি ডিপোয় কর্মীসংকটে ক্ষোভ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : একেই কর্মীসংকট। তার মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ থেকে একাধিক কর্মীকে জলপাইগুড়ি ডিপোতে ট্রান্সফার করাকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)-এর কর্মীদের অন্দরে ক্ষোভ বাড়ছে। অভিযোগ, গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা একাধিক কর্মীকে বদলি করা হলেও নতুন করে কাউকে আনা হয়নি। ফলে কর্মীসংখ্যা কমে গিয়েছে। শিলিগুড়ি ডিপো ও ডিভিশনে এর জেরে প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন নিগমের কর্মীরা। যদিও ফাঁকা পদগুলিতে অন্য কর্মীদের বদলি করে নিয়ে আসা হবে বলে নিগমের এক কর্তা জানিয়েছেন।

নিগমের কর্মীরা জানিয়েছেন, শিলিগুড়ি ডিপো ইনচার্জকে বদলি করে জলপাইগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার জায়গায় ডিভিশনের এক ডিটিপি কর্মীকে নিয়ে আসা হলেও সমস্যা দেখা দিয়েছে সিনিয়ার কনডাক্টরদের মধ্যে। শিলিগুড়ি ডিপোতে তিনজন সিনিয়ার কনডাক্টর ছিলেন। বর্তমানে সেই সংখ্যা এক। তার মধ্যে একজন ছিলেন ক্যাশ সেকশনে। বাকি দুই সিনিয়ার কনডাক্টরের মধ্যে একজনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে লাইনে। কেবল একজন তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে অফিসার ইনচার্জ পদে রয়েছেন। এদিকে এখন ক্যাশ সেকশনে কর্মীসংখ্যা দুই। অন্যদিকে, ডিভিশনে থাকা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারকে জলপাইগুড়ি ডিপোতে বদলি করা হয়েছে।

ওই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ডিভিশনে কাজ করার সূত্রে সাতটি ডিপোতেই কাজ করতেন। বর্তমানে কেন তাঁকে শুধুমাত্র জলপাইগুড়ি ডিপোতে পাঠানো হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ফলে ডিভিশনের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের পদের সংখ্যাও চার থেকে কমে তিন হয়ে গিয়েছে। নিগমের এক কর্মীর কথায়, 'প্রত্যেকটাই গুরুত্বপূর্ণ পদ। তাই যাতে নতুন লোককে বদলি করে নিয়ে আসা হয়, সেই অনুরোধই করব।'

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৬৬, তারিখ: ২৩.০৯.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী ফার্ম/এজেন্সী/ কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: কাজের নাম: ৩ বছরের জন্য মালদা ডিভিশনে লেভেল ক্রসিং গেট সহ আরআরআই/পিআই/ইআই কেবিন/ অন্যান্য লোকেশনে কালার লাইট সিগন্যালিংয়ের জন্য অটো চেঞ্জ ওভার কন্ট্রোল এবং ডিস্ট্রিবিউশন প্যানেল বোর্ডের বার্ষিক মেরামতি চুক্তি। টেন্ডার মূল্য: ৪১,৮৯,৮১০.৫৪ টাকা। বায়নামূল্য: ১৯,৮০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য: শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়: ০১.১০.২০২৬ থেকে ১৫.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড: ওয়েবসাইট: www.ireps.gov.in, নোটিস বোর্ড: সিনিয়র ডিইই(জি)/ পূর্ব রেলওয়ে/অফিস/মালদা টাউন। www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র দেখে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
MLD-198/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Where quality reigns supreme...
e.p.c.®
INDUSTRIAL FANS
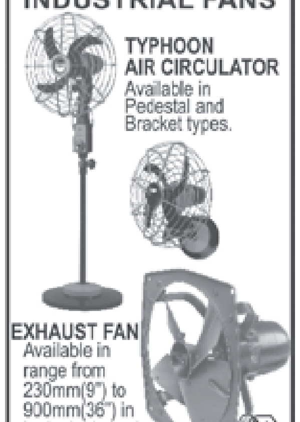
TYPHOON AIR CIRCULATOR
Available in Pedestal and Bracket types.
EXHAUST FAN
Available in range from 230mm(9") to 900mm(36") in both single and three phases.
EPC ELECTRICAL PVT. LTD.
Phone: 7890699103, 7890699104, 7890699105, E-mail: epc@epcfans.com
THE SILIGURI ELECTRIC STORES
Hillcart Road, Siliguri-734001
Phone: 9734953234, 8509334119

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : এসএসকে এবং এমএসকে-র শিক্ষক-শিক্ষিকারা জুলাই মাস থেকে বেতন পাচ্ছেন না। এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার তাঁরা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে বিক্ষোভ দেখান। অভিযোগ, মহকুমা পরিষদের অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, আগে নিয়মিত বেতন হলেও চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে বেতন বন্ধ রয়েছে। মহকুমা পরিষদের অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক মানবেন্দ্র দেবনাথের দাবি, 'কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়নি।' পোর্টালে কিছু সমস্যা থাকায় বেতন আটকে রয়েছে বলে তিনি জানান।

শিলিগুড়ি শিক্ষাজেলায় এসএসকে ও এমএসকে মিলিয়ে প্রায় ৮০০ শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। আন্দোলনকারী রিতা সরকার ও ছন্দা ঘোষদের বক্তব্য, জুলাই ও অগাস্টের বেতন হয়নি। সেপ্টেম্বরের বেতন, বোনাসও অনিশ্চিত। নোডাল অফিসারের সঙ্গে দেখা করার পর আন্দোলনকারীরা অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিকের ঘরে ঢুকে পড়েন। শিক্ষিকাকে ঘরে ঢুকতে দেখে ওই আধিকারিক ক্ষুব্ধ হন। এক শিক্ষিকা মোবাইলে ভিডিও করতে শুরু করেন। ওই মহিলার মোবাইল কেড়ে নিয়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে।

মা।। মালদার ইংরেজবাজারে ছবিটি তুলেছেন অর্ক চক্রবর্তী।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সরকারি আর্ট কলেজের দাবি

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গে সরকারি আর্ট কলেজ ও আধুনিক আর্ট গ্যালারি তৈরির দাবিতে উত্তরবঙ্গ শিল্পী মঞ্চের দার্জিলিং শাখার তরফে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ এবং অর্থ ও পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গে আর্ট কলেজ ও আর্ট গ্যালারি না থাকার ফলে শিল্পীদের দীর্ঘদিন ধরে কী ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে, সেই বিষয়টি তুলে ধরা হয়। আর্ট কলেজ তৈরি হলে উচ্চশিক্ষায় সুযোগ বাড়ার পাশাপাশি শিল্প, সংস্কৃতি ও সৃজনশীল বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে বলে শিল্পীরা জানান।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE
E.NIT NO-CMOH/CBR/2026-2027/NTEP/29
E-Tender is hereby invited for Laboratory materials, reagents for NTEP under DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.tenders.wb.gov.in, www.coochbehar.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB.
ICA-T18158(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice
NIT No. JGMCH/MSVP/ eNIT – 06/ 2026-27 (2nd Call) & Tender Id : 2026_HFW_5074099_1
e-Tender is invited by the MSVP, JGMC&H, Jalpaiguri from the eligible agency/firm for Repairing of various items for JGMC&H, Jalpaiguri, bid submission closing date 01.10.2026 up to 05:00 p.m. The detail tender notice may be seen in the website www.tenders.wb.gov.in Sd/- Medical Superintendent cum Vice Principal, Jalpaiguri Govt. Medical College & Hospital, Jalpaiguri.
ICA-T18155(3)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক), মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) এতদ্বারা মালদা ডিভিশনের মালদা টাউন (এমএলডিটি), শিবনারায়ণপুর (এসভিআরপি), পীরপৈঁতি (পিপিটি) এবং সুলতানগঞ্জ (এসজিজি) স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে প্রকাশিত হয়েছে।
অকশন ক্যাটালগ নং.: পিএনইউ-৩৩-২০২৬
ক্রমিক নং., লট নং., স্টেশন নিম্নরূপ: (১) পিএনইউ-এমএলডিটি-এমএলডিটি-টিওআই-২৫-২৬-১, মালদা টাউন (২) পিএনইউ-এমএলডিটি-এসভিআরপি-টিওআই-৫১-২৬-১, শিবনারায়ণপুর (৩) পিএনইউ-এমএলডিটি-পিপিটি-টিওআই-৩৪-২৬-১, পীরপৈঁতি (৪) পিএনইউ-এমএলডিটি-এসজিজি-টিওআই-৪১-২৬-১, সুলতানগঞ্জ। অকশন শুরুর তারিখ: ০৮.১০.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-197/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আগ্রহ প্রকাশ (ইওআই)
মাল্টি-স্পেশালিটি সহ চ্যারিটেবল হাসপাতাল অথবা প্রাইভেট হাসপাতাল অথবা পিএসইউ হাসপাতালের তালিকাভুক্তিকরণ
এন.আই.টি. নং : মেড/সিএমএস/ জেএমপি/এমপ্যানেলমেন্ট/২৬-২ তারিখ ২৪.০৯.২০২৬
জামালপুরের রেলওয়ের সুবিধাভোগীদের সিটি স্ক্যান/এমআরআই এবং হিমোডায়ালিসিস সহ রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশনের সাথে ক্যাশলেস চিকিৎসা পরিষেবা, সিজিএইচএস- ২০২৫ পাটনার হার (এনএবিএইচ/নন-এনএবিএইচ) অথবা সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের নিজস্ব হার, যেটি কম হবে, সেই হারে প্রদানের উদ্দেশ্যে অ্যাডিশনাল চিফ মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ওয়ার্কশপ রেলওয়ে হাসপাতাল, জামালপুর, পূর্ব রেলওয়ে, প্রাইভেট সুপারস্পেশালিস্ট/মাল্টি-স্পেশালিটি/সিঙ্গল-স্পেশালিটি হাসপাতাল অথবা অন্য কোনো পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং হাসপাতাল অথবা চ্যারিটেবল হাসপাতালগুলির থেকে আগ্রহ প্রকাশ (ইওআই) আহ্বান করছেন। সিজিএইচএস, ইসিএইচএস, ইএসআই তালিকাভুক্ত হাসপাতাল, যদি থাকে, অগ্রাধিকার পাবে।
পারফরমেন্স ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি (পিবিজি) : মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতালের ক্ষেত্রে - ১০,০০,০০০ টাকা (দশ লাখ)। চ্যারিটেবল হাসপাতালের ক্ষেত্রে - ৫,০০,০০০ টাকা (পাঁচ লাখ)। সিঙ্গল-স্পেশালিটি হাসপাতালের ক্ষেত্রে - ২,০০,০০০ টাকা (দুই লাখ)। উপরোক্ত রাশি চুক্তি সম্পাদনের সময় পারফরমেন্স গ্যারান্টি হিসাবে জমা দিতে হবে। তালিকাভুক্তির মেয়াদ : দুই বছর। ইওআই জমা ও খোলার তারিখ ও সময় : বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত। অফিসের ঠিকানা যেখানে ইওআই জমা দিতে হবে : বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে যে কোনো কাজের দিনে দুপুর ৩টা পর্যন্ত চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ওয়ার্কশপ রেলওয়ে হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, জামালপুর, পিন কোড-৮১১২১৪ -এর কার্যালয়ে অথবা ইমেল আইডি : msjmper@gmail.com-এর মাধ্যমে। ওয়েবসাইট : অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য পূর্ব রেলওয়ের নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট থেকে যাচাই করতে পারেন https://er.indianrailways.gov.in/ (Eastern Railway→About us→Workshop→Jamalpur→ Department→ Medical→ EOICT Private Hospital)। ডাকযোগে/নগদে ইওআই-এর মূল্য : শূন্য।
অ্যাডিশনাল চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, জামালপুর
পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর : সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণে একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ তুলে সরব হলেন ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বোলাঞ্চা এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ, ব্র্যান্ডেড লোহার রডের বদলে কমদামি কোম্পানির রড, নিম্নমানের ইট ব্যবহার করা হচ্ছে। মাটির নীচে কলাম স্টার্টার ছাড়াই পিলার তৈরি হচ্ছে। বৃহস্পতিবার কাজ বন্ধ করে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরবর্তীতে ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে ইসলামপুর বিডিও অফিস ও থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বলঞ্চা এলাকার বাসিন্দারা।

স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রায় ৬২ লক্ষ ৬১ হাজার ৫৯৪ টাকা ব্যয়ে ইসলামপুরের বলঞ্চা এলাকায় একটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার পর থেকে এলাকাবাসী বহুবার কাজে অনিয়মের অভিযোগ তোলেন। সেই অভিযোগকে কোনওরকম গুরুত্ব না দিয়েই ঠিকাদার সংস্থা নিজেদের মতো করে

কাজ বন্ধ করলেন স্থানীয়রা

নির্মাণকাজ চালিয়ে গিয়েছে বলে এলাকাবাসী জানাচ্ছেন। গত শনিবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মাণকাজ আটকে দেন স্থানীয়রা। গত মঙ্গলবার থেকে সেই কাজ ফের চালু হয়। এদিন ফের স্থানীয়রা নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেন।

সাব-ঠিকাদার ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণকাজে যুক্ত থাকা শ্রমিকরাও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের বিষয়টি স্বীকার করেন। অন্যদিকে, এই কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদার সুদীপ্ত মহন্ত বলেন, 'এনকোয়ারি হলে আমি সব উত্তর দেব।'

বলঞ্চার এক স্থানীয় বাসিন্দা নুরুদ্দিন বলেন, 'এলাকার বেশিরভাগ মানুষই পাকা বাড়ি তৈরিতে শ্রমিকের কাজ করেন। তাঁরা কিছুটা হলেও নির্মাণকাজ সম্পর্কে বোঝেন। মিস্ত্রিরাও নিজেরাই বলছেন, কাজ ঠিকভাবে হয়নি।' এ প্রসঙ্গে ইসলামপুরের বিডিও পিনাকী দেবনাথ বলেন, 'শুক্রবার ইঞ্জিনিয়াররা পরিদর্শনে যাবেন।' অন্যদিকে, বিএমওএইচ মাসরুর আলি নাইয়ার বিষয়টি নিয়ে বিডিওর সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান।

MALDA ZILLA PARISHAD
32 N.S. Road, Malda-732101
ABRIDGED NOTICE INVITING
NIT No : 06(e)/MZP of 2026-27 (3rd Call) On behalf of Malda Zilla Parishad, one no of work in tender.
Last date for submission of Tender is 01.10.2026 (upto 17.30 P.M.)
For details of the tender pl. contact office notice board & log on to www.malda.gov.in or www.wbtenders.gov.in. maldazillaparishad.in
Sd/- (Arijit Sarkar)
District Engineer

আবাসের টাকা পেতে ‘কমিশন’

প্রাক্তন কাউন্সিলার-ঘনিষ্ঠের নামে নালিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : পুরনিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের পর এবারে ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের আবাস বিড়ম্বনা। উপভোক্তাদের কাছ থেকে কিস্তিপ্রতি কমিশন হিসেবে চার হাজার টাকা করে চাওয়া হত বলে অভিযোগ সামনে এসেছে। শুধু কমিশন চাওয়াই নয়, বাড়ি বানানোর বরাতও কাউন্সিলার- ঘনিষ্ঠ এক ইঞ্জিনিয়ারকে দিতে হত বলে অভিযোগ।

কথার খেলাপ করলেই নাকি পরের কিস্তি পাওয়ার প্রক্রিয়াই বন্ধ করে দেওয়া হত। বৃহস্পতিবার ভক্তিনগর থানায় এমনই অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অমল সরকার নামে বিশেষভাবে সক্ষম ওই ব্যক্তিকে পরিবারের সদস্যরা থানায় নিয়ে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করিয়েছেন। পুলিশের এক কর্তা জানান, তদন্ত শুরু হয়েছে।

অমলের অভিযোগ, তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলার-ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত পেশায় ইঞ্জিনিয়ার রবি ঘোষ তাঁর কাছে কমিশন দাবি করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, ওয়ার্ডে আবাস যোজনার পুরো প্রক্রিয়াটাই রবি সামলাতেন।

রবির কাজে সুবিধার জন্য কিস্তির টাকা ঢোকার পরেই কাউন্সিলারের অফিস থেকে সরাসরি উপভোক্তার কাছে ফোন চলে যেত। ফোনে রবির সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হত। এরপরই রবির কাজ শুরু হত। অমল সরকারের অভিযোগ, ‘প্রথম কিস্তির টাকায় ঘর বানানোর পর দ্বিতীয় কিস্তির টাকার জন্য যাবতীয় কাগজপত্র জমা দিতে রবিকে ফোন করলে তিনি কাউন্সিলার অফিসে গিয়ে জানাতে বলেন।’ অমলের দাবি, প্রথম কিস্তির টাকা ঢোকার পর দাবিমতো ৪ হাজার টাকা চাইলেও তিনি ৩ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তাছাড়া রবির কথামতো তাঁকে দিয়ে ঘর তৈরি করাতে রাজি হননি। সেকারণেই তাঁকে ঘোরানো হতে থাকে।

অমলের অভিযোগের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ধীরে ধীরে এলাকায় আবাস যোজনার সুবিধা পাওয়া অনেকেই মুখ খুলতে শুরু করেছেন। তাঁদের অধিকাংশই জানাচ্ছেন, প্রতি কিস্তির টাকা ঢুকলেই ৪ হাজার টাকা দিতে হতই। সঙ্গে বাড়ি তৈরির কাজ রবিকে না দিলে কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হত।

■ কাউন্সিলার হওয়ার পর থেকেই রবির বাড়িতে অফিস বানিয়ে ওয়ার্ডের কাজকর্ম করতেন শোভা

■ ওয়ার্ডে আবাস যোজনার পুরো প্রক্রিয়াটাই রবি সামলাতেন বলে অভিযোগ

■ বাড়ি বানানোর বরাত কাউন্সিলার-ঘনিষ্ঠ রবিকে দিতে হত বলে অভিযোগ

একই ধরনের অভিযোগের সংখ্যা বাড়তে থাকায় বিগত ওয়ার্ড কমিটি অস্বস্তিতে পড়েছে। তবে প্রাক্তন কাউন্সিলার শোভা সুব্বাকে রাত ৮টা ১৯, ৮টা ৪৬ মিনিটে ফোন করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি। বিষয়টা নিয়ে রবি ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর ফোন বন্ধ থাকায় যোগাযোগ করা যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাউন্সিলার হওয়ার পর থেকেই রবির বাড়িতে অফিস বানিয়ে ওয়ার্ডের কাজকর্ম করতেন শোভা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আবাস যোজনার এক উপভোক্তার কথায়, ‘একবার আমি রবির কথামতো ৪ হাজার টাকা কমিশন দিতে চাইনি। তারপরেই আমাকে হুমকি দেওয়া হয়। ওইসময় ওয়ার্ডে তৃণমূলের দাপট থাকায় মাথা পেতে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম।’

অমলের বক্তব্য, ‘কাউন্সিলার অফিস থেকে ফোন করার পর আমি দেখা করতে চাইনি। তখন আমার বাড়িতে এসে ৩ হাজার টাকা নেওয়ার পর দ্বিতীয় কিস্তির জন্য কমিশন দিতে হবে বলে জানান। আমি সিদ্ধান্ত নিই, রবিকে কোনওভাবেই ঘর বানানোর দায়িত্ব দেব না। তখন রবি হুমকি দিয়ে যান, আমি আর দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাব না। শেষে ঠিক সেটাই হল।’

প্রশ্ন উঠছে, দেড় বছর ধরে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা না পেলেও কেন কোথাও অভিযোগ জানালেন না?

অমলের কথায়, ‘সেসময় আমরা সকলেই চুপ ছিলাম। এখন সরকার পরিবর্তন হয়েছে। তাই ওই দুর্নীতির বিষয়ে মুখ খোলার সাহস পেয়েছি।’ একই কথা শোনা গিয়েছে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওয়ার্ডের আরও এক মহিলার কথায়। তাঁর বক্তব্য, ‘তিনটে কিস্তিতেই আমি ৪ হাজার টাকা করে কমিশন দিয়েছি রবিকে। সে-ই আমাদের ঘর বানাচ্ছে। এখনও ঘর বানানোর কাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি। কী আর করা যাবে।’

সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বিজেপির কোঅর্ডিনেটর রূপেশ সিংয়ের বক্তব্য, ‘গরিব মানুষের ঘর তৈরির জন্য এই টাকা দেওয়া হচ্ছে। এখান থেকে কমিশন নেওয়া অন্যায়। এদের শুধু গ্রেপ্তার করলেই হবে না, কমিশনের টাকা সুদ সহ ফেরত দিতে হবে।’

বিশ্বসেরার তালিকায় টয়ট্রেন

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : হেরিটেজ তকমাধারী টয়ট্রেন এবার বিশ্ব পর্যটনের অনন্য মাইলফলক স্পর্শ করল। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) সূত্রে খবর, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভ্রমণ নির্দেশিকা ও মিডিয়া ব্র্যান্ড ‘লোনলি প্ল্যানেট’-এর প্রকাশিত ‘বেস্ট ইন ট্রাভেল ২০২৭’ তালিকায় বিশ্বের অন্যতম সেরা ভ্রমণ অভিজ্ঞতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ডিএইচআর। বিশ্বের সেরা ২৫টি অনন্য ভ্রমণ অভিজ্ঞতার মধ্যে স্থান করে নিয়েছে দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেন ভ্রমণ। এই খবরে ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ উচ্ছ্বসিত। আধিকারিকদের দাবি, এই স্বীকৃতির ফলে বিশ্বমঞ্চে শৈলশহরের টয়ট্রেনের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত গুরুত্ব কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেল।

পানিট্যাঙ্কিতে অভিযান

খড়িবাড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার পানিট্যাঙ্কিতে যৌথ অভিযান চালাল খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর, ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ। এদিন পানিট্যাঙ্কিতে একাধিক নামী রেস্তোরাঁ ও মিষ্টির দোকানে হানা দেয় দলটি। দেখা যায়, পানিট্যাঙ্কির বহু দোকানের ফুড লাইসেন্স নেই। খাবারে ব্যবহার করা হচ্ছে অননুমোদিত রং। অধিকাংশ দোকানই অপরিচ্ছন্ন।

এদিনের অভিযানে ছিলেন বিডিও দীপ্তি সাউ। তিনি বলেছেন, ‘আজ পানিট্যাঙ্কিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিযান ছিল। প্রথম পর্যায়ে ৫ সেপ্টেম্বর যাঁদের দোকানে নোটিশ জারি করে সতর্ক করা হয়েছিল, আজ সেই দোকানগুলি ফের পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া পৃথকভাবে আরও আটজন দোকানদারকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আগামীদিনেও এই ধরনের অভিযান চলবে।’

গ্রেপ্তার ২ ছিনতাইকারী

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : হিলকার্ট রোড এলাকায় টোটোয় যাতায়াতকারী এক দম্পতির ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত রাজা দাস ও অভিজিৎ যাদব দুজনেই পাতিকলোনির বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার দুজনকে ফের আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

৪ সেপ্টেম্বর ভোর ৬টা নাগাদ ওই দম্পতি এনজেপি থেকে জংশনের দিকে যাওয়ার সময় স্কুটিতে থাকা দুই ব্যক্তি চলন্ত টোটো থেকে ব্যাগ নিয়ে পালায়। ব্যাগে আইফোন, সোনার আংটি-সহ অন্যান্য সামগ্রী ছিল। ৬ সেপ্টেম্বর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর রাজা ও অভিজিৎকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ হেপাজতে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের বাড়ি থেকে ছিনতাই হওয়া আইফোন ও দুটি সোনার আংটি উদ্ধার হয়।

মদ পাচারে পুলিশের জালে

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : মদ পাচারের অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ২৬ বোতল মদ উদ্ধার হয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে শিলিগুড়ি জংশন এলাকার দার্জিলিং অটো সার্ভিসের কাছে অভিযান চালিয়ে রাহুল কুমার এবং মঞ্জেশকুমার সিংকে আটক করা হয়। তাদের তিনটি ব্যাগ থেকে মদ উদ্ধার হয়।

মদ বহন ও রাখার বৈধ নথি তারা দেখাতে পারেনি বলে পুলিশ জানিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা জানিয়েছে, তারা এক সরবরাহকারীর কাছ থেকে গোপনে ওই মদ সংগ্রহ করে বিহারে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। বৃহস্পতিবার তাদের আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। মূল সরবরাহকারীর সন্ধানে তদন্ত চলছে।

রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগে গুদাম সিল

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার অভিনব ফন্দি এঁটে ঘাঁটি গাড়া হয়েছিল নকশালবাড়ি থানা এলাকার রথখোলায়। স্থানীয়দের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার একযোগে হানা দেয় কেন্দ্রীয় রাজস্ব দপ্তর বা ডিআরআই এবং কার্সিয়াং বন বিভাগের টুকরিয়াঝাড় রেঞ্জের আধিকারিকরা। আর তাতেই পর্দা ফাঁস। ২ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের পাশে একটি বন্ধ গোডাউন থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে কোটি টাকা মূল্যের প্লাইউড তৈরির সামগ্রী, ভিনিয়ার। অভিযোগ, লাওস এবং মণিপুর থেকে এনে মজুত করা হচ্ছিল ওই কাঁচামাল। উদ্দেশ্য ছিল, চোরা পথে নেপাল এবং ভারতের অন্য রাজ্যে পাচার করা হবে ওই ভিনিয়ার।

এদিন প্রায় তিন ঘণ্টার অভিযান শেষে গুদামটি সিল করে দেয় ডিআরআই ও বন দপ্তরের যৌথ দলটি। স্থানীয়দের বক্তব্য, এশিয়ান হাইওয়ের ধারে ওই গুদামটির মালিক শোভাচন্দ্র আগরওয়াল নামে এক ব্যবসায়ী। মাসখানেক আগে তিনি গুজরাট থেকে আসা এক ব্যক্তিকে গুদামটি ভাড়া দেন। এরপর থেকে বেশিরভাগ সময় জায়গাটি বন্ধই থাকত। তবে ইদানীং বেশ কয়েকবার রাতের অন্ধকারে কনটেনার ভর্তি মাল এসেছিল ওই গুদামে। এর থেকেই সন্দেহ দানা বাঁধে স্থানীয়দের মনে। তারপর তাঁরা খবর দেন ডিআরআই আধিকারিকদের। এদিকে ডিআরআই এবং বন দপ্তরের আধিকারিকরা মনে করছেন, সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিতে আন্তর্জাতিক স্তরের একটি চক্র সক্রিয় ছিল এলাকায়।

ঘটনাপ্রসঙ্গে গুদামের মালিক শোভাচন্দ্র বলেন, ‘আমি মাসখানেক আগে এক বন্ধুর পরিচিতিতে মণীশ কেজরিওয়াল নামে সুরাটের ওই ব্যবসায়ীকে গুদামটি ভাড়া দিয়েছিলাম। স্থানীয়রা ডিআরআইয়ে খবর দিয়েছেন। নথিপত্র নিয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে। আমরা আদালত থেকে সেটা বের করে নেব।’

■ স্থানীয়দের অভিযোগে বৃহস্পতিবার একযোগে হানা দেয় কেন্দ্রীয় রাজস্ব দপ্তর এবং কার্সিয়াং বন বিভাগ

■ প্রায় তিন ঘণ্টার অভিযান শেষে গুদামটি সিল করে দেয় ডিআরআই ও বন দপ্তরের যৌথ দল

■ আধিকারিকরা মনে করছেন, সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিতে আন্তর্জাতিক স্তরের একটি চক্র সক্রিয় ছিল এলাকায়

তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, অভিযুক্ত মণীশ এখন গুজরাটে আছেন। আপাতত তাঁর নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়া চলছে।

এদিকে কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, ‘বিদেশি এই কাঁচামাল অতিরিক্ত পরিমাণে মজুত রাখার অভিযোগ পেয়ে ডিআরআইয়ের সঙ্গে হানা দেওয়া হয়েছিল। আপাতত তদন্ত চলছে। সিল করা হয়েছে গুদামটি।’

মমতাপন্থী তৃণমূলের বৈঠক

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি শহর এবং মহকুমার নেতাদের নিয়ে পৃথক বৈঠক করল মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা নেতৃত্ব। বুধবার সন্ধ্যায় দলের জেলা কার্যালয়ে শিলিগুড়ি শহর নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানে মূলত আসন পুনর্বিন্যাস নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আসন পুনর্বিন্যাসের বিষয়টি খতিয়ে দেখা এবং অভাব, অভিযোগ জানানোর জন্য বৈঠক থেকে ৬ সদস্যের কমিটি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এই কমিটিতে প্রাক্তন তিন কাউন্সিলারকে রাখা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জেলা কার্যালয়ে মহকুমার ৪টি ব্লকের নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানে প্রথমেই কে দলের সঙ্গে আছেন, কে নেই, সেই বিষয়ে প্রতিটি ব্লক নেতৃত্ব থেকে রিপোর্ট নেন জেলা সভাপতি। এরপরে জেলা কমিটি, ব্লক ও অঞ্চল কমিটি তৈরি করা এবং দলীয় সংগঠনকে নতুনভাবে চাঙ্গা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে এদিনের বৈঠকে ফাঁসিদেওয়া-১ এবং ২ সাংগঠনিক ব্লক সভাপতি যথাক্রমে মহম্মদ আখতার ও কাজল ঘোষ উপস্থিত ছিলেন না। তবে, মহকুমা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বৈঠকে ছিলেন। দুটি বৈঠকেই দলের জেলা চেয়ারম্যান গৌতম দেব, জেলা সভাপতি কুন্তল রায় নেতৃত্ব দেন। কুন্তল বলেছেন, ‘শিলিগুড়ি পুরনিগমের আসন পুনর্বিন্যাস নিয়ে আমাদের বেশকিছু প্রতিবাদ রয়েছে। সেগুলি দ্রুত নথিভুক্ত করা হচ্ছে।’

ধৃত তরুণ

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : এক নাবালিকাকে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের বাড়ি প্রধাননগর থানা এলাকায়। নাবালিকা ও ওই তরুণ একই এলাকার বাসিন্দা। মাসখানেক আগে নাবালিকাকে নিয়ে ওই তরুণ পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। বুধবার রাতে নাবালিকাকে নিয়ে বাড়িতে ফিরতেই পুলিশে খবর যায়। এরপরই ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুজো আসার আগে গ্রাম-শহরের বাতাসে বদলে যায় গন্ধ, রং, শব্দ। নতুন জামার টান, কাশফুলের দোলা, ঢাকের অপেক্ষা- সব মিলিয়ে উৎসবের সেই চেনা ডাক। সেই ডাকের নামই ‘আগমনী’।

আগমনী

রোহিণীর ঝরনার জলে পুজো হয় ঘোষবাড়িতে

বাড়ির পুজো

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : দেশভাগের আগে ওপার বাংলায় ঢাকার বিক্রমপুরে শুরু হয়েছিল ঘোষ পরিবারের দুর্গাপুজো। তবে ঠিক কবে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল, সেই তথ্য সকলেরই অজানা। দেশভাগের পর ভিটেমাটি হারানো পরিবারটি এপারে চলে আসে। ধীরে ধীরে থিতু হলে এক সময়ে ঘোষ পরিবারের ছেলে সুবোধ ঘোষ ভাবলেন, পরিবারের ঐতিহ্যের দুর্গাপুজো শুরু করবেন শিলিগুড়িতে। নতুন উদ্যমে, নতুনভাবে ১৯৬২ সাল থেকে ঘোষবাড়িতে দুর্গা মন্দির তৈরি করে পুজো শুরু হয়।

সময় পেরিয়েছে, তবে উৎসবে আর কখনও ভাটা পড়েনি। এখন সুবোধ ঘোষ আর নেই। ২৫ বছর আগে পুজোর দায়িত্ব নেন তাঁর দাদার ছেলে সুমিত। চতুর্থী থেকেই আত্মীয়দের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। ওইদিনই বাড়ির মেয়েরা একসঙ্গে নাড়ু, মোয়া তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সুমিত বলছিলেন, ‘দেশ তো বটেই, বিদেশেও আমাদের আত্মীয়পরিজন ছড়িয়ে রয়েছেন। সারাবছর তাঁদের সঙ্গে দেখা হয় না। পুজো উপলক্ষ্যেই সবাই শিলিগুড়িতে আসেন। পুজোর ক’টা দিন যেন আমাদের বাড়িতে মহামিলন উৎসব।’

ঢাকার আদি বাড়িতে পুজো হওয়ার সময় প্রথম দিকে পাঁঠাবলি হত। তবে পরবর্তীতে সেই প্রথা বন্ধ হয়ে গিয়ে চালকুমড়ো বলি শুরু হয়। সেই নিয়ম এখনও চলছে। রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকার সময় দেখে পুজোর সব নির্ঘণ্ট নির্ধারিত হয়। কলেজপাড়ার ঘোষবাড়ির পুজোর বিশেষত্ব হল, ঘটে জল ভরতে সকলে রোহিণীতে যান। পঞ্চমীর বিকেলে বাড়িতে প্রতিমা আনার আগেই তাঁরা রোহিণীতে গিয়ে

ঝরনার জল ভরে নেন ঘটে। সেই জলেই শুরু হয় পুজো।

ঘোষবাড়ির প্রতিমা চার পুরুষ ধরে তৈরি করছেন পাল পরিবারের সদস্যরা। এই শহরে শুরুতে প্রতিমা তৈরি করতেন উমেশ পাল। বংশপরম্পরায় এখন সরোজ পাল মূর্তি গড়ছেন।

সুমিতকুমার ঘোষ বলছিলেন, ‘ছেলেবেলায় কাকার বাড়ির দুর্গা মন্দিরে মূর্তি তৈরি করতেন মৃৎশিল্পী। স্কুল শেষে ছুটে চলে যেতাম মূর্তি গড়া দেখতে। এখন সেই পুজোর দায়িত্ব আমি পেয়েছি। পুজোর সময় যখন আত্মীয়রা সবাই আসেন, তখন গোটা বাড়িটা গমগম করে ওঠে। খুব আনন্দ হয়। পুজোর ক’টা দিন প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, সেখানে ছোট-বড় সবাই অংশ নেন। পঞ্চমী থেকে বাড়িতে নিরামিষ শুরু হয়ে যায়, দশমীতে আমিষ চালু হয়। প্রতিদিন প্রায় আড়াইশো মানুষের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়। ভোগে প্রতিদিন ফল, খিচুড়ি, লুচি, সুজি, লাবড়া, নাড়ু, পায়েস সহ নানা জিনিস দেওয়া হয়। দশমীর দুপুরেই বিসর্জন পর্ব সারা হয়। ছোট-বড় সকলে বাড়ি থেকে হেঁটে বিসর্জনে শামিল হন। দশমীর বিসর্জনের পর ইলিশ মাছ খাওয়ার রীতি রয়েছে। ছোটদের আবদার মেনে পাঁঠার মাংসও করতে হয়।’

সুমিতের স্ত্রী দেবযানীর কথায়, ‘প্রতিবছরই দশমীর পরদিন সকলে মিলে বাইরে কোথাও নদীর ধারে বেড়াতে যাই। এই রীতি চলে আসছে। এবারও ব্যতিক্রম হবে না।’

দিনভর কখনও ঝিরঝিরে, কখনও ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। কিন্তু তা বলে কাজ তো আর থেমে থাকবে না। বালুরঘাটে। ছবি : মাজিদুর সরদার

খাবার অপচয়ের বিরুদ্ধে সচেতনতার বার্তা

একদিকে বিত্তবান মানুষের খাবারের প্রাচুর্য, অন্যদিকে একমুঠো অন্নের অপেক্ষায় দিন কাটে বহু শিশুর। কারও পাতে খাবার জোটে, কেউ আবার ডাস্টবিন খুঁটে খাদ্য সংগ্রহ করে। এই বৈপরীত্যের ছবিই দুর্গাপুজোর মণ্ডপে তুলে ধরছে ইসলামপুরের ক্ষুদিরামপল্লি আমরা সবাই দুর্গাপুজো কমিটি। এবারে তাদের থিম—‘অন্নপূর্ণা শূন্য পাতে’।

থিম আছে থিম নেই

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর : অন্নপূর্ণার দেশে কেউ ক্ষুধার্ত থাকবে না— এটাই চিরাচরিত বিশ্বাস। অথচ আমাদের চারপাশে চোখ রাখলেই দেখা যাবে, কোনও এক শিশু শূন্য দৃষ্টিতে বসে রয়েছে একমুঠো অন্নের অপেক্ষায়! আরেক শ্রেণির অসচেতন মানুষ খাবার অপচয় করছে, আর অন্যদিকে ডাস্টবিন থেকে খাবার কুড়িয়ে খাচ্ছে ক্ষুধার্ত শিশু! এই নিষ্ঠুর পরিহাসই পুজোর থিমে তুলে ধরছে ইসলামপুর ক্ষুদিরামপল্লি আমরা সবাই দুর্গাপুজো কমিটি। এবছর তাঁদের থিম ‘অন্নপূর্ণা শূন্য পাতে’।

মণ্ডপের সর্বত্র দেখা যাবে খাবার অপচয়ের ছবি, ক্ষুধার্ত শিশু, শূন্য পাতে বসে থাকা মানুষের করুণ দৃশ্য। থিমে মানুষের জীবনযাত্রার বৈপরীত্যের দিকটিও ফুটে উঠবে। একদিকে যেমন থাকবে অভাবহীন মানুষের বৈভব, অন্যদিকে তেমন ফুটিয়ে তোলা হবে হতদরিদ্র ও ক্ষুধার্ত মানুষের জীবনসংগ্রামের ছবি।

মণ্ডপসজ্জা ও থিম প্রণয়নের দায়িত্বে রয়েছেন হেমন্ত দাস। তাঁর বক্তব্য, ‘একদিকে সমাজে যেমন অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের দেখা যায়, তেমনই অপরদিকে অতিরিক্ত খাবার না খেতে পেরে মানুষকে অপচয় করতেও দেখা যায়। সেখান থেকেই আমার মাথায় ভাবনাটা আসে। সিদ্ধান্ত নিই এমন একটি থিম নিয়ে কাজ করব। এবার সেই ভাবনাটিই দুর্গাপুজোর মণ্ডপের থিমের মাধ্যমে মানুষের সামনে তুলে ধরতে চলেছি।’

মণ্ডপের প্রবেশদ্বারের দু’পাশে নীচ থেকে ওপরে উঠতে দেখা যাবে সিঁড়ি, যা মানুষের ধীরে ধীরে উপরে ওঠার ইতিহাস বা সামাজিক উন্নতির রূপক অর্থে তৈরি করা হচ্ছে। এরপর মণ্ডপের ভিতরে প্রবেশ করলে চারপাশের দেওয়ালে শূন্য প্লেট লক্ষ করা যাবে। ওপরের সিলিংয়ে দড়ি বাঁধা থাকবে কাগজের তৈরি রুটি। সেটি বোঝাবে, ক্ষুধার্ত শিশুরা ওপরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে রুটির কথা ভাবছে। এরপর দেখা যাবে শিবলিঙ্গ, তার ওপর দুধ ঢালার দৃশ্য এবং পাশে ক্ষুধার্ত শিশুর মূর্তি। এবার ক্ষুদিরামপল্লী আমরা সবাই দুর্গাপুজো কমিটির পুজো ২১তম বর্ষে পদার্পণ করছে। বাজেট প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। কমিটির সম্পাদিকা রুপালি দাস বলেন, ‘স্থানীয় শিল্পীরাই মণ্ডপ তৈরি করছেন।’

বিবাহবিচ্ছেদে সন্তানদের যন্ত্রণা

থিম আছে থিম নেই

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : বিবাহবিচ্ছেদের জেরে নিত্যদিন বহু পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। সেই বিচ্ছেদের প্রভাবে একা হয়ে পড়ছে সন্তানরা। বাবা-মায়ের আলাদা হয়ে যাওয়ায় বাচ্চারা ‘আমরা’ থেকে ‘আমি’ হয়ে যায়। বিবাহবিচ্ছেদের জেরে সন্তানদের জীবনে কী পরিস্থিতি তৈরি হয়, সেটাই এবার শিলিগুড়ির রবীন্দ্র সংঘের পুজোমণ্ডপে ফুটে উঠবে। তাই পুজোর থিমের নাম রাখা হয়েছে ‘আমি’। তবে সাবেকিয়ানার কথা মাথায় রেখে প্রতিমা তৈরি করা হচ্ছে এখানে।

প্রতিবারই দুর্গাপুজোয় নিত্যনতুন থিমের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র সংঘ দর্শনার্থীদের নজর কাড়ে। এবার ৭৪তম বর্ষে বিবাহবিচ্ছেদের সমস্যাকে থিমে তুলে ধরছে তারা। কীভাবে একটি যুগলের প্রেম থেকে পরিণয় হয়, গোছানো সংসারে নবজাতকের আগমনকে উদযাপন করা হয়, বড় হতে থাকা সন্তানের সামনে কীভাবে বাবা-মায়েরা বিবাদে জড়িয়ে পড়েন এবং সবশেষে আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়, সেটাই প্যান্ডেলে ভাগ ভাগ করে তুলে ধরা হবে। সংসার ভেঙে যাওয়ায় সন্তানরা কীভাবে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, সেটাই থিমের মাধ্যমে তুলে ধরবেন শিল্পী সন্দীপন নাগ। সুভাষপল্লির বাসিন্দা সন্দীপন ২০১৯ সাল থেকে রবীন্দ্র সংঘের মণ্ডপ তৈরি করছেন। সন্দীপনের কথায়, ‘একটি সংসার তৈরি হওয়া থেকে সেটি ভেঙে যাওয়া পর্যন্ত তা ধাপে ধাপে মণ্ডপে তুলে ধরা হবে। এক্ষেত্রে প্যান্ডেলটি একটি বাড়ির রূপ দিয়ে তৈরি হবে। বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের পর বাচ্চাদের ওপর কুপ্রভাব কেমনভাবে পড়ে, সেটাও থিমে জায়গা পাবে। দর্শনার্থীরা যাতে থিমের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন, সেভাবে প্যান্ডেল তৈরি করা হচ্ছে।’

শিলিগুড়ি শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে রবীন্দ্র সংঘের পুজো অন্যতম। গত বছর পুজোর থিম ছিল ‘নীরব নায়ক’। একজন বাবা পরিবারের জন্য কীভাবে নীরবে সবটা করে যান, সেটা প্যান্ডেলে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল, যা দারুণভাবে সাড়া ফেলেছিল। এবছর পুজোর বাজেট ৩০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। ক্লাবের মুখপাত্র উদয়ন দাশগুপ্ত বলছেন, ‘পুজো প্যান্ডেলে বিভিন্ন মডেল থাকবে। শিশুর মনে বিচ্ছেদের প্রভাব কীভাবে পড়ে, সেটা আমরা তুলে ধরব। প্রতিবারের মতো প্রতিমা সাবেকিয়ানার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হবে।’

রবীন্দ্র সংঘে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে।

অভয়া মামলা

মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে মামলা তুলতে চাপ দেওয়া ও টাকার প্রলোভন দেখিয়েছিলেন নির্মল ঘোষ, সোমনাথ দে ও সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার অভয়া মামলায় হাইকোর্টে এমনটাই অভিযোগ পরিবারের। এদিন নতুন করে রিপোর্ট জমা দিয়েছে সিবিআই।

নিখোঁজ কিশোরী

দিঘায় উত্তাল সমুদ্রে নেমে তলিয়ে গেল ১৪ বছরের কিশোরী। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পুলিশের চোখ এড়িয়ে দিঘা হাসপাতালের সামনে একটি সৈকতে পরিবারের সঙ্গে স্নান করতে নেমেছিল সে। এখনও খোঁজ চলছে কিশোরীর।

সংযমের বার্তা

বৃহস্পতিবার হাওড়ার ডুমুরজোলা স্টেডিয়ামে রাজ্যের পুজো কমিটিগুলির উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে সংযম ও আত্মত্যাগের বার্তা দিলেন কার্তিক মহারাজ। পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপুজো সমন্বয় সমিতির চেয়ারম্যান হয়েছেন তিনি।

চার্জ গঠন

সিন্ডিকেটরাজ ও তোলাবাজি মামলায় দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার বারাসত আদালতে একাধিক ধারায় চার্জ গঠন হল। বিএনএসের নতুন ফৌজদারি আইনের সিন্ডিকেট ক্রাইম সংক্রান্ত ধারায় চার্জ গঠন হয়েছে।

নিউটাউনে আদানিদের হাসপাতাল, আরও বিনিয়োগ

হাজার শয্যা দুঃস্থদের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : নিউটাউনে আদানি গ্রুপের হাসপাতাল ও হেলথ কেয়ার সিটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে রাজ্যকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাতে তাঁদের সাহায্য চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার নিউটাউনে আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানির উপস্থিতিতে ২ হাজার শয্যার অত্যাধুনিক হাসপাতাল সহ 'হেলথ কেয়ার সিটি' প্রকল্পের ভূমিপূজা অনুষ্ঠানে এই আবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ৩ বছরের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে এই হেলথ কেয়ার সিটির জন্য ৪ হাজার কোটির বেশি বিনিয়োগ করছে আদানি গ্রুপ। প্রকল্পে ১০ হাজার কর্মসংস্থান হবে বলে দাবি করেছেন গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানি। পাশাপাশি আগামীতে রাজ্যে একাধিক পরিকাঠামো শিল্পে ১ লক্ষ কোটি বিনিয়োগের আশ্বাস দেন তিনি। নিউটাউনে আদানি আরোগ্য মন্দির হাসপাতালের ৫০ শতাংশ শয্যায় রাজ্যের গরিব,দুঃস্থ মানুষের নিখরচায় চিকিৎসার সুযোগ মিলবে বলে দাবি করেছে রাজ্য সরকার।

রাজ্যের শিল্প খরা কাটিয়ে বিনিয়োগ টানা ও নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করাই এই মুহূর্তে রাজ্যের নতুন সরকারের কাছে মস্ত চ্যালেঞ্জ। ৯ মে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই নবান্নে এসে দেখা করেছিলেন গৌতম আদানির ছেলে ও আদানি পোর্ট এবং বিশেষ শিল্পতালুকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর করণ আদানি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে তাঁরা নিউটাউনে হেলথ সিটি গড়া সহ রাজ্যের শিল্প পরিকাঠামোয় বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই আদানিদের সেই প্রস্তাব লুফে নিয়ে নিউটাউনে প্রস্তাবিত হেলথ সিটির জন্য প্রায় ৫২ একর জমি বরাদ্দ করেছে সরকার। এদিন সেই জমিতেই প্রস্তাবিত হাসপাতাল ও হেলথ কেয়ার সিটি প্রকল্পের ভূমিপূজা করে কাজ শুরু হল। প্রকল্প শুরুর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বুধবার রাতেই শহরে পৌঁছে যান সপরিবারে আদানি। এদিন নিউটাউনের অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে সকালে কালীঘাটে গিয়ে সপরিবারে

নিউটাউনে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে গৌতম আদানি, শুভেন্দু অধিকারী।

পুজোও দেন তিনি। নিউটাউনে প্রকল্পের সূচনা ভাষণে বাংলায় কলকাতাকে প্রণাম জানিয়ে বলেন, 'নমস্কার, কলকাতাকে আমার প্রণাম। বাংলার মাটিকে আমার প্রণাম।' নিউটাউনের হাসপাতালকে সামনে রেখে আদানির দাবি,সবক্ষেত্রেই বিনিয়োগ মানে লাভের অঙ্ক কষা নয়। তিনি বলেন, 'এই প্রকল্প হবে 'নো প্রফিট নো লসের' ভিত্তিতে। ১ হাজার শয্যায় গরিব মানুষের জন্য নিখরচায় অত্যাধুনিক চিকিৎসার সুযোগ থাকবে।' তবে একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে রেখেই আগামীতে রাজ্যে বন্দর, রাস্তা, ব্রিজ, রোপওয়ে থেকে শুরু আইটির ডেটা সেন্টার নির্মাণে লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের ইচ্ছাও জানিয়ে রেখেছেন তিনি। রাজ্যে শিল্পের হাল ফিরিয়ে কর্মসংস্থানের প্রশ্নে রাজ্যের মানুষের প্রত্যাশা পূরণের ব্যাপারে সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসাও করেন তিনি।

রাজ্যে বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসার জন্য গৌতম আদানি ও তাঁর পুত্র করণ আদানিকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এখন সেইসব অতীত। বিরাট সংখ্যার জনমত নিয়ে বিজেপি সরকার হয়েছে। বাংলাকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাতে আপনি এগিয়ে আসুন।' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'আদানিজি, বাংলা কো খাড়া করনে কে লিয়ে আপ আইয়ে।' ইতিমধ্যেই তাজপুরের বদলে পূর্ব মেদিনীপুরের দাদনপাত্রবাড়ে গভীর সমুদ্রবন্দর তৈরি নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে আদানিরা।

ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছে হুগলি নদীতীরবর্তী বসতি। বৃহস্পতিবার। -পিটিআই

প্রতীকের দল বদলে কমিশনকে ভর্ৎসনা

'নির্বাচন এলেই খেলা শুরু হয়'

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : আইএসএফ-এর প্রতীক বদল সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে একের পর এক প্রশ্নের মুখে নির্বাচন কমিশন। চলতি বিধানসভা নির্বাচনে খাম চিহ্নের বদলে আলমারি প্রতীক দেওয়া হয়েছে আইএসএফ-কে। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে আইএসএফ। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের প্রশ্ন, 'মাত্র ৪ মাস আগে যে প্রতীক নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল, হঠাৎ করে কেন অন্য দলকে সেই প্রতীক দেওয়া হল? এখন রুল দেখাচ্ছেন? নির্বাচন আসলেই সবরকম খেলা শুরু হয়ে যায়। কেন আপনাদের পদক্ষেপের জন্য এই বিষয়গুলি আদালত পর্যন্ত পৌঁছোবে? বিচারব্যবস্থাকে চিমটি কাটার জন্যই কি এমন পদক্ষেপ করেন?'

কমিশনের ভূমিকায় রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি বলেন, 'বিভিন্ন প্রশাসনিক বা বিধিবদ্ধ সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত দুঃখজনক। এই প্রতীক দেওয়া নিয়ে যখন এত সমস্যা, প্রতিবাদ হচ্ছে, তখন কমিশনের উচিত ছিল সমস্ত পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা। তারপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।' আইএসএফ-এর তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'এভাবে

> **মাত্র ৪ মাস আগে যে প্রতীক নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল, হঠাৎ করে কেন অন্য দলকে সেই প্রতীক দেওয়া হল? এখন রুল দেখাচ্ছেন? বিচারব্যবস্থাকে চিমটি কাটার জন্যই কি এমন পদক্ষেপ করেন?**
>
> **কৃষ্ণ রাও, বিচারপতি**

নির্বাচনের মুখে প্রতীক বদল করায় ভোটাররা বিভ্রান্ত হবেন।' কমিশনের আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, 'আপনাদের কর্তৃপক্ষ কেন এমন পদক্ষেপ করছে যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়? ১৮৩টি প্রতীকের মধ্যে অন্য কোনও প্রতীক দেওয়া গেল না? এটা আপনাদের কাজ করার পন্থা? কেন নির্দিষ্ট পক্ষের জন্যই নির্দিষ্ট প্রতীক পছন্দ করলেন আপনারা? অন্তত এই প্রতীক ফ্রিজ করে রাখতে পারতেন। এই ধরনের ভূমিকায় আদালত ক্লান্ত।' ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডেমোক্র্যাটিক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্দেশে আদালতের প্রশ্ন, 'এত প্রতীক থাকতে ওটি কেন পছন্দ হল আপনাদের?' নিয়ম অনুযায়ী, প্রতীক দেওয়া নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে কমিশন। এবার তা করা হয়নি। ফলে আদালতের সমস্ত প্রশ্ন এবং বিজ্ঞপ্তি জারি না করার কারণ নিয়ে কমিশনের বক্তব্য জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট। শুক্রবার তা জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী কমিশনকে কটাক্ষ করে সমাজমাধ্যমে লেখেন, '৪৮ ঘণ্টা! প্রতীক কাড়তে গিয়ে পরিচয় মুছে যাচ্ছে।' অপরদিকে খাম প্রতীক ধরে রাখতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসও। আইএসএফ-এর আবেদনের বিরুদ্ধে পালটা হলফনামা দিতে চায় তারা।

অমিতাভেই আস্থা

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : ৫ কেন্দ্র শাসিত এলাকা সহ ৩৬টি প্রদেশের পর্যবেক্ষক নিয়োগের পর জাতীয় ও রাজ্য স্তরে দলের সাধারণ সম্পাদক নিয়োগের কাজও সেরে ফেললেন সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। ব্যতিক্রমী হলেও, এবারও স্বপদে বহাল থাকলেন রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী। সংগঠনের সর্বভারতীয় দায়িত্বে কোনও পরিবর্তন না হলেও বিএল সন্তোষের সহকারী দুই যুগ্ম জাতীয় সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রকাশ ও সৌদন সিংয়ের দায়িত্ব বদলেছে। এর আগে বাংলার সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিলেন শিবপ্রকাশ। এবার বাংলার দায়িত্ব বর্তেছে সৌদন সিংয়ের ওপর।

স্পেশাল ট্রেন

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : পুজোয় বেনারস যাওয়ার চাহিদা কম নয়। এই বাড়তি চাহিদার কথা মাথায় রেখে কলকাতা থেকে বেনারস যাওয়ার বিশেষ ট্রেন চালাতে চলেছে রেল। ৬ অক্টোবর থেকে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত বেনারস-কলকাতা স্পেশাল প্রতি মঙ্গলবার সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে বেনারস থেকে ছেড়ে পরদিন সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে কলকাতায় পৌঁছোবে। অন্যদিকে, ৭ অক্টোবর থেকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতা-বেনারস স্পেশাল প্রতি বুধবার সকাল ৮টা ২৫ মিনিটে কলকাতা থেকে ছেড়ে পরদিন ভোর ৪টা ১৫ মিনিটে বেনারসে পৌঁছোবে।

জলমগ্ন আমহার্স্ট স্ট্রিট। বৃহস্পতিবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

বাংলার জন্য একলক্ষ কোটি লগ্নির ঘোষণা

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : ভারতের পরবর্তী আর্থিক উত্থানের কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে পূর্ব ভারত, আর সেই যাত্রায় নেতৃত্ব দেবে বাংলা। বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স-এর শতবর্ষের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে ঠিক এই ভাষাতেই বাংলার মন জয় করলেন শিল্পপতি গৌতম আদানি। শুধু কথায় নয়, আগামী এক দশকে বাংলায় বন্দর, লজিস্টিক্স, বিদ্যুৎ, ডেটা সেন্টার থেকে শুরু করে একাধিক পরিকাঠামো খাতে একলক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের মেগা ঘোষণা করলেন আদানি গ্রুপের কর্ণধার।

আইসিসি-র সভাপতি ব্রিজভূষণ

আগরওয়ালের প্রশংসায় আপ্লুত আদানি এদিন বাংলার প্রতি তাঁর আবেগ উজাড় করে দেন। তিনি জানান, বাংলা যেন আর একটা গুজরাট না হয়ে ওঠে, বরং বাংলা নিজের ক্ষমতায় সেরা হয়ে উঠুক, এটাই তাঁর লক্ষ্য। বিনিয়োগের ডালিতে সবচেয়ে বড় চমক হল নিউটাউনে দুই হাজার শয্যার বিশ্বমানের 'আদানি আরোগ্য মন্দির' তৈরি করা। পাশাপাশি কুমোরটুলি ঘাটের সংস্কার, বিশ্বমঞ্চে দুর্গাপুজোকে তুলে ধরা এবং রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সংরক্ষণেও আদানি গ্রুপ হাত মেলাবে বলে জানান তিনি।

আদানি বলেন, 'আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করি, পূর্ব ভারতের এই বাংলাই যেন আমার দ্বিতীয় কর্মভূমি হয়ে ওঠে।' অনুষ্ঠান শেষে আইসিসি-র সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট পার্থিব নেওটিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, 'আদানির মতো দেশ গড়ার কারিগরদের ভূমিকাই সমাজকে নতুন দিশা দেখাচ্ছে।'

নভেম্বরে পুরভোট, আজ বৈঠকে কমিশন

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে ভোটার তালিকা নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যেই পুরভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। কলকাতা সহ ৭টি পুরসভায় ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি হতে পারে আগামী ২৭ বা ২৮ অক্টোবর। ভোট হতে পারে ২৮ বা ২৯ নভেম্বর। সেক্ষেত্রে গণনা ২ ডিসেম্বর হওয়ার সম্ভাবনা। রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। সেই লক্ষ্যেই জেলা প্রশাসনের সঙ্গে ভোট প্রস্তুতি নিয়ে আরও একদফা আলোচনা করতে শুক্রবার বৈঠক করবেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কৃষ্ণ গুপ্তা। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী সপ্তাহেই সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে পৌঁছে যাবে ইভিএম।

রাজ্যের ১২ জেলার ১৫টি পুরসভার নির্বাচিত পুর বোর্ড নেই। এর মধ্যে আপাতত ৭টি পুরসভার ভোট করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। পুজোর ছুটি মিটলেই এই পুরসভাগুলিতে ভোটের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাবে। কলকাতা ও হাওড়ার সঙ্গে একই পর্বে ভোট হওয়ার কথা বালি, হলদিয়া, ধূপগুড়ি, কালিম্পং এবং কার্সিয়াং পুরসভায়।

৭টি পুরসভার ৬ হাজার ৩০১টি বুথে ভোট গ্রহণের জন্যে প্রয়োজনীয় ইভিএমের একটি বড় অংশ ইতিমধ্যেই রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। কমিশন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ২১ হাজার ১৮৪টি ব্যালট ইউনিট এবং ১৯ হাজার ৫৬৪টি কন্ট্রোল ইউনিট এসেছে। আগামী সপ্তাহে সেই ইভিএমগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সংরক্ষণ এবং জেলায় জেলায় পাঠানোর কাজ শুরু হবে। এদিকে, পুরভোটের প্রস্তুতি নিয়ে শুক্রবার

জেলা শাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসতে চলেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

নিয়ম অনুযায়ী পুরভোট বা পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তৈরি সর্বশেষ চূড়ান্ত ভোটের তালিকা ধরেই পুর বা পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটার তালিকা করে থাকে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এক্ষেত্রেও আসন্ন পুরসভা ভোটে বিগত বিধানসভা নির্বাচনের আগে কমিশনের চূড়ান্ত তালিকা ধরেই ভোট হওয়ার কথা। কিন্তু সম্প্রতি কমিশনের তালিকা ও ট্রাইবিউনালে নিষ্পত্তি না হওয়া ভোটারদের বিষয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন ও প্রাক্তন জাতীয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কুরেশির অভিযোগের ভিত্তিতে সরব হয়েছে একাধিক বিরোধী রাজনৈতিক দল। এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ, ট্রাইবিউনালের নিষ্পত্তি না হওয়া, বৈধ ভোটারদের অবিলম্বে ভোটার তালিকায় ফেরানো সহ একাধিক দাবিতে শুক্রবার কলকাতার কমিশনের সিইও দপ্তরে আলাদা আলাদাভাবে অভিযানের ডাক দিয়েছে বাম ও কংগ্রেস। এসআইআর-এর ভিত্তিতে তৈরি ভোটার তালিকা বাতিল করে নতুন করে ভোটগ্রহণের দাবি তুলেছে তৃণমূল। এই ইস্যুতে দেশজুড়ে পথে নেমে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ককরোচ পার্টি।

যদিও বিরোধীদের এই আন্দোলনকে গুরুত্ব দিতে চাইনি বিজেপি। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার জানান, 'নির্বাচন যে কোনও সময় হোক, দল প্রস্তুত।'

মোথাবাড়ি কাণ্ডে হাজিরা সাবিনার

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : মালদার মোথাবাড়ি কাণ্ডে এনআইএ'র স্ক্যানারে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সুজাপুরের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন। এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন মোথাবাড়িতে বিচারকদের আটকে বিক্ষোভের অভিযোগে কলকাতায় এনআইএ দপ্তরে হাজিরা দিলেন সাবিনা। বৃহস্পতিবার দুপুর ৩টে নাগাদ নিউটাউনের এনবিসিসি স্কোয়ারে এনআইএ'র দপ্তরে আসেন তিনি। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে। সন্ধে সাড়ে ৬টা নাগাদ এনআইএ দপ্তর থেকে বেরিয়ে তিনি বলেন, 'তদন্তে সহযোগিতা করছি। আবার ডাকা হলে আসব।'

সূত্রের খবর, ২২ সেপ্টেম্বর সাবিনাকে পাঠানো নোটিশে কালিয়াচক থানায় হাজিরা দিতে বলেছিলেন এনআইএ আধিকারিকরা। কিন্তু তাঁর স্বামী অসুস্থ থাকায় কলকাতাতেই রয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। তাই নিউটাউনের অফিসে এসে দিনের দ্বিতীয়ার্ধে হাজিরা দিতে চেয়েছিলেন তিনি। সেই মতোই পৌঁছোন সাবিনা।

সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের স্ত্রী অর্পিতা।

ক্যাটলিনা জয় আফরিনের

মেদিনীপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর : ফের বিশ্বমঞ্চে বাঙালির জয়জয়কার। ইংলিশ চ্যানেল, পক প্রণালীর পর এবার ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যাটলিনা চ্যানেল জয় করলেন মেদিনীপুরের উদীয়মান সাঁতারু তনয়া আফরিন জাবি (২৩)। ৩২.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্রপথ মাত্র ১৫ ঘণ্টায় অতিক্রম করে নতুন কীর্তি গড়লেন তিনি। মঙ্গলবার স্থানীয় সময় রাত ১১টা নাগাদ জলে নামেন আফরিন। শুরু থেকেই প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয় তাঁকে। তবে সান পেড্রোর ঝোড়ো বাতাস, বিপরীতমুখী ঢেউ এবং ১৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার হিমশীতল জলও তাঁকে দমাতে পারেনি। সেই প্রতিকূলতা পেরিয়েই বুধবার স্থানীয় সময় দুপুর ৩টে নাগাদ সান্টা ক্যাটলিনা দ্বীপে পৌঁছোন আফরিন।

ভারতীয় সময় বুধবার গভীর রাতে তাঁর এই সাফল্যের খবর পৌঁছায় তাঁর পরিবার ও সুইমিং ক্লাবে। বর্তমানে আমেরিকায় মেয়ের সঙ্গে রয়েছেন তাঁর বাবা। তিনি বলেন, 'ক্যাটলিনা চ্যানেল জয়ের যাত্রাপথ সহজ ছিল না। সমুদ্রে ব্লু হোয়েল, সি লায়ন এবং তিমির ভয় ছিল। জেলিফিশের কারণে বারবার সমস্যায় পড়তে হয়।' এর আগে মাত্র সাত ঘণ্টায় পক প্রণালী সাঁতরে পাড়ি দিয়ে রেকর্ড গড়েছিলেন তিনি।

মমতাকে ধন্যবাদ মিলনের স্ত্রীর

রিমি শীল

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : উপনির্বাচনের সন্ধিক্ষণে আইনি জটে জড়িয়ে নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের ভাগ্য। বৃহস্পতিবার মিলনের জেলবন্দি অবস্থা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বিঁধলেন তাঁর স্ত্রী অর্পিতা প্রধান। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় তাঁর স্বামীর সঙ্গে ছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও। তাই মিলনের শাস্তি হলে মুখ্যমন্ত্রী কেন বাইরে ঘুরবেন, সেই প্রশ্ন তুললেন অর্পিতা। উপনির্বাচনে নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধান ভবনে এদিন সাংবাদিক বৈঠক থেকে মমতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মিলনের স্ত্রী। তাঁর সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি।

অর্পিতা বলেন, 'রাজনীতি নিয়ে আমি কিছুই জানি না। আমার স্বামীর পাশে থাকার জন্য রাহুল গান্ধি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ দিতে চাই। প্রথম দিন থেকে কংগ্রেস লড়াই করে যাচ্ছে।' স্বামীর জন্য সাংবাদিক বৈঠক থেকে এদিন বারবার কাঁদতেও দেখা যায় তাঁকে।

অর্পিতা জানান, বিরোধী পক্ষ চায় তাঁর স্বামী যাতে প্রচার না করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে থেকে জানিয়েছেন তিনি মিলনের পাশে রয়েছেন। তাই সহযোগিতা চাইছেন অর্পিতা। মিলনের স্ত্রীর আর্জি, 'টাকার প্রলোভনে আমার স্বামী কখনও কংগ্রেস ছেড়ে যাননি। ছাত্রাবস্থা থেকে উনি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। আমার মেয়ে স্কুলে যেতে পারছে না। আমাকে মুখ ঢেকে বাড়ি থেকে বেরোতে হচ্ছে।' শুক্রবার থেকে স্বামীর হয়ে প্রচার শুরু করার কথা ছিল অর্পিতার। নন্দীগ্রাম বাজারে সভা করতেন তিনি। কিন্তু শেষমুহূর্তে তাঁর সভার প্রশাসনিক অনুমতি মেলেনি বলে বিবৃতি দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। তারা জানিয়েছে, ওই সভার জন্য আগাম আবেদন সত্ত্বেও অর্পিতাকে সভা করতে দিচ্ছে না কমিশন। এটা কি গণতান্ত্রিক পরিসরকে বিরোধী শূন্য করার প্রবণতা?

রাজ্যের আশ্বাসের পরও মিলনকে খেজুরি থানার নতুন মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। তাই এদিনই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে শুনানি হয়। বিচারপতি

শুক্রবার দুই বেঞ্চে শুনানি

নির্দেশ দেন, ১২ অক্টোবর পর্যন্ত নতুন ওই মামলায় মিলনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা যাবে না। রাজ্যের আশ্বাসের পরও কেন নতুন মামলায় শোন অ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। তিনি বলেন, '২০০৭ সালের মামলায় এখন শোন অ্যারেস্টের আবেদন করা হচ্ছে এটা আশ্চর্যের। ২০২১ সালের যে মামলায় ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়েছিল এতদিন কী করছিলেন? কংগ্রেস প্রার্থী চারটি জামিনের আবেদন করেছেন। বাকি মামলাগুলিতে কোনও পদক্ষেপ করবেন না।'

৪৫০ সভাপতিকে নিয়মের পাঠ

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : ক্ষমতা বদলালেও কি শিক্ষাঙ্গনের চরিত্র বদলাবে? নাকি শুধু রং বদলে পুরোনো দাদাগিরিই নতুন মোড়কে ফিরে আসবে? কলেজ ক্যাম্পাসগুলিতে এই আশঙ্কা দূর করতেই এবার আগাম সতর্ক পদক্ষেপ করল রাজ্যের শাসকদল বিজেপি। সম্প্রতি সায়েন্স সিটিতে রাজ্যের প্রায় ৪৫০টি কলেজের নবনিযুক্ত গভর্নিং বডি (জিবি)-র সভাপতিদের ডেকে তিন ঘণ্টার এক কড়া 'ক্লাস' নিল দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হল- তৃণমূল জমানার তোলাবাজি, দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি ঘটলে রেয়াত করা হবে না কাউকেই।

যে ৪৫০ জনকে গভর্নিং বডির শীর্ষপদে বসানো হয়েছে, তাঁদের সিংহভাগই বিজেপি বিধায়ক, সাংসদ বা স্থানীয় প্রভাবশালী নেতা। ফলে শিক্ষাঙ্গনে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করাটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সেই চেনা রাজনৈতিক সমীকরণে জল ঢেলে দিলেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

সভাপতিদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে কড়া 'ডু'জ অ্যান্ড ডোন্ট'স'-এর তালিকা। যেখানে স্পষ্ট নির্দেশ- কোনওভাবেই সাদা চেকে সই করা যাবে না, সরকারি নিয়মের বাইরে গিয়ে কাউকে বেআইনিভাবে স্থায়ী বা অস্থায়ী পদে নিয়োগ করা চলবে না এবং কোনও আর্থিক বেনিয়মে জড়িত থাকা যাবে না। কলেজের ফান্ড নিয়ে চূড়ান্ত স্বচ্ছতা বজায় রাখতে নিয়মিত অডিট করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কলেজ পরিচালনায় একনায়কতন্ত্র অতীত

উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সাফ জানিয়েছেন, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ না হলে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ ফিরবে না। আগামী দু-বছরের মধ্যে রাজ্যের কলেজগুলিতে পঠনপাঠনের মান ফিরিয়ে আনাই সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। বিজেপি নেতৃত্ব স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে, সেই অন্ধকার জমানা থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করতে হবে।

তবে শুধু দুর্নীতির বিরুদ্ধেই নয়, পাঠক্রম সংস্কারের ক্ষেত্রেও আরএসএস-ঘনিষ্ঠ দুই শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও দীপক বর্মন নিজেদের জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রতিফলন ঘটানোর ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়েছেন, গভর্নিং বডির নতুন সভাপতিদের কাজের ওপর নজরদারি চালানো হবে। কোনও নেতার বিরুদ্ধে নিয়ম ভাঙার প্রমাণ মিললে দল তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দিতে এক মুহূর্তও দ্বিধা করবে না।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা - এর

একজন বাসিন্দা শুভময় মাইতি - কে 07.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 91K 47379 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "কয়েকটি ডিয়ার লটারির টিকিট কেনার পর আমার একটি উন্নত জীবনযাপনের স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। আমার অ্যাকাউন্টে বিপুল পরিমাণ অর্থ থাকাটা এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে যা ভবিষ্যতে আমার পথ চলা মসৃণ করে তুলবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১২৯ সংখ্যা, শুক্রবার, ৭ আশ্বিন ১৪৩৩

এসআইআর বিড়ম্বনা

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরের বিসংবাদের যে চিত্রটি একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে প্রকাশ্যে এসেছে, তা ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিতকেই নড়িয়ে দিয়েছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন যে তিনজন কমিশনার পরিচালনা করে থাকেন, তাঁদের প্রশাসনিক ক্ষমতা সমানভাবে বণ্টিত অর্থাৎ কমিশনের সমস্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।

কিন্তু ওই সংবাদ অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশন মূলত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত হচ্ছে। প্রকাশিত সংবাদে দেখা যাচ্ছে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ব্যতীত অন্য দুই কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক যোশির অগোচরে বহু গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত সিদ্ধান্ত কমিশনে গৃহীত হয়েছে। ওই দুই কমিশনার তাঁদের অভিযোগ বা বক্তব্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের সচিবের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এমনকি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকেও সে সব অভিযোগের প্রতিলিপি পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু লাভ কিছু হয়নি। প্রতিবেদন থেকে জানা গিয়েছে, উক্ত দুজনই ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) বিরোধিতা করেছিলেন। শুধুমাত্র মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ওই প্রক্রিয়াকে মান্যতা দিয়েছিলেন। ২০২৫ সালের জুন মাসে বিহারে এসআইআর-এর সূচনা হয়। ত্রিশটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত খসড়া তালিকা থেকে ১৩ কোটি মানুষের নাম বাদ গিয়েছে।

একাধিক রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে তাই ভোট দিতে পারেননি অনেকে। প্রতিবেদনে প্রকাশ, এই সংশোধন প্রক্রিয়ার একাধিক বিষয়ে বিন্দুমাত্র সমর্থন ছিল না নির্বাচন কমিশনার সান্ধু এবং যোশির। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ এবং গোয়ার বেশকিছু বিষয় নিয়ে তাঁরা ঘোর আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের কথা গুরুত্ব পায়নি। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, দশ মাসে অন্তত চোদ্দোবার আনুষ্ঠানিকভাবে এসআইআর-এর প্রক্রিয়ায় আপত্তি জানান সান্ধু এবং যোশি।

এমনও হয়েছে যে, একদিনে চারবার আপত্তি তোলা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের অন্ধকারে রেখে বহু নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্বাচন কমিশন যবে থেকে এসআইআর শুরু করেছে, তবে থেকেই সারা দেশ বিতর্কের ধুলোঝড়ে আবৃত হয়েছে। শাসকদলের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের বোঝাপড়ার অভিযোগে বিরোধী নেতৃত্ব সংসদের ভিতরে-বাইরে বারবার সরব হয়েছে।

লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সরাসরি অভিযোগ করেছেন, কমিশনের সৌজন্যে 'ভোট চুরি' হচ্ছে এবং তার সুফল লাভ করছে কেন্দ্রের শাসকদল। যদিও সব অভিযোগ জ্ঞানেশ কুমার উপেক্ষা করেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টিও বিরোধী দলনেতার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। কমিশনের অভ্যন্তরীণ বিসংবাদের যে ছবিটি প্রকাশিত হয়েছে, তার অভিঘাতে ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোটিই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে।

এসআইআর আর তার আদি পর্বে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তুমুলভাবে আলোড়িত হয়েছিল সারা দেশ। ভোটার তালিকায় নতুন নাম লিপিবদ্ধ করার জন্য কঠিন বিধি আরোপ নিয়ে প্রবল বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছিল। নতুনদের ভোটার হওয়ার আবেদনপত্রে যেসব তথ্য চাওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে সতর্ক করেছিলেন যোশি। সরকারি নিয়মের পরিবর্তন না করে ফর্ম ৬ পালটানো যায় না বলে সান্ধু সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু এসব আপত্তিতে কর্ণপাত না করে ফর্ম ৬-এ রদবদল ঘটানো হয়।

নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ বিতর্কটি যে ভারতের গণতান্ত্রিক মানচিত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে, তাতে কোনও সংশয় নেই। এতে বিজেপি এবং বিরোধীদের মধ্যে সংঘাত ভিন্ন মাত্রা পাবে। তবে এই ঘটনা শুধুমাত্র রাজনীতির বৃত্তে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এই ঘটনা আগামীদিনের যুবসমাজকেও প্রভাবিত করবে।

ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্তির সময় নতুন ভোটারদের যেভাবে বহুবিধ বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে, তা তাদের মনে শাসকদল ও নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। একথা বলা ভুল হবে না যে, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ বিবাদের ঘটনা ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

ভাওয়াইয়াকে ধরে রাখার মানুষটি

রেকর্ড, সংরক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষণায় উত্তরবঙ্গের লোকসংগীতকে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছিলেন হরিশ্চন্দ্র পাল।

স্পন্দিতা দাশ

মইশাল, গাড়িয়াল এবং মাহুত বন্ধুদের মুখে মুখে একসময় প্রচারিত হতে থাকা উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া আজ যে সুউচ্চ সামাজিক মর্যাদার আসনে উপবিষ্ট, তা সমগ্র বিশ শতক ধরে চলতে থাকা একাধিক সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি। গ্রামের দোতরা, কুশান ও বিষহরা পালায় গিদাল-গিদালিরা যে খোসাগান গাইতেন, তার সঙ্গে ভাওয়াইয়ার সম্পর্ক নিবিড়। অনেকের বক্তব্য, ভাওয়াইয়ার উৎপত্তি এইসব খোসাগান থেকে। আবার অনেকে বলেন, ঘরছাড়া বাউদিয়া মানুষের গান কীভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে স্থান করে নিয়েছিল, তারও ইতিহাস আছে। ব্যাখ্যা যেরকমটাই হোক, সাধারণ নরনারীর আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এই ভাওয়াইয়া গান দীর্ঘদিন সমাজের উচ্চস্তরে ভালোভাবে গৃহীত হয়নি।

পটপরিবর্তন ঘটে বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে। কবি কাজী নজরুল ইসলামের সূত্র ধরে এবং আধুনিক গানের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করেও কোচবিহারের মাটির ভাষায় ভাওয়াইয়া গান রেকর্ড করার জন্য আব্বাসউদ্দিন আহমেদকে ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। আব্বাসউদ্দিন ও তাঁর গুরু সুরেন্দ্রনাথ রায় বসুনিয়ার গান জনপ্রিয় হওয়ার পর কোচবিহারের অপরাপর ভাওয়াইয়াশিল্পীদের জন্য রেকর্ড কোম্পানিগুলির দরজা কিছুটা হলেও উন্মুক্ত হয়। হরিশ্চন্দ্র পাল (১৯১৫ থেকে ১৯৮২) এ দিক থেকে অনন্য। ভাওয়াইয়া সহ উত্তরবঙ্গের আরও কিছু লোকজ ধারাকে রেকর্ড করানোর পাশাপাশি সেগুলির সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের প্রচেষ্টা তিনি চালিয়েছেন জীবনভর।

কৈশোরে দিনহাটার দ্য পাইওনিয়ার ক্লাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে নাট্যচর্চা করেছেন হরিশ্চন্দ্র। এছাড়াও শাস্ত্রীয় সংগীতে পারদর্শিতার পাশাপাশি নিজে বহু গান লিখে তাতে সুর দিয়েছেন। পাল পরিবার পূর্বতন কুচবিহার রাজ্যের জোতদার ও মকারারিদার হওয়ায় এঁরা রাজদরবারে বংশানুক্রমে সাম্মানিক পদ লাভ করতেন। হরিশ্চন্দ্রের পিতা এবং পরবর্তীতে দুই দাদা এই পদ পেয়েছিলেন। হরিশ্চন্দ্রেরও রাজপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। পারিবারিক ব্যবসার পাশাপাশি গ্রামোফোনের ব্যবসা কোচবিহার শহরের বুকে খোলার পর চিন্তা করতে থাকলেন, কেবল রেকর্ডের ডিলার না হয়ে রেকর্ড করানোর কথা। ১৯৫০ সালে কটকের একজন ডিলারের সঙ্গে যৌথভাবে ভারতবর্ষে কলম্বিয়া রেকর্ডসের সর্বোচ্চ সংখ্যক রেকর্ড বিক্রেতা হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। ওই একই বছর গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে প্রকাশ করেন 'পঞ্চকন্যা ভাগ্যধর' নামে পালা। আধুনিকতার চাপে পালাগানের পরিসর সংকুচিত হতে শুরু করেছিল। তাকে রেকর্ডবন্দি করার জন্য হরিশ্চন্দ্র উঠেপড়ে লেগেছিলেন এবং মোট আটখানি পালা রেকর্ডবন্দি করেছিলেন। প্রতিটি রেকর্ডের সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন একটি পুস্তিকা। সংগীত ছাড়াও রেকর্ডবন্দি করেছেন ছয়টি গ্রামীণ কেচ্ছা। তাঁর সমস্ত রেকর্ডের পরিচালক তিনি স্বয়ং। এছাড়া প্রকাশ করেছেন উত্তরবঙ্গের লৌকিক ব্রতকথা নিয়ে গ্রন্থ, সম্পাদনা করেছেন 'গোসানিমঙ্গল' এবং তাঁর লেখা নাটকের বই 'দুটি নাটক'।

আঞ্চলিক ধারাগুলির ব্যবসায়িক চাহিদা অন্যান্য গানের চাইতে কম হওয়ায় গ্রামোফোন কোম্পানি থেকেই বাধা এল। ওদিকে হরিশ্চন্দ্রও দমে যাওয়ার পাত্র নন।

সাতের দশকে এক স্টুডিওয় ভাওয়াইয়াশিল্পীদের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্র পাল (মাঝখানে বসে)।

পত্রযুদ্ধ করে ও ব্যবসায়িক ঝুঁকি নিয়ে একের পর এক ভাওয়াইয়া ও চটকা গানের রেকর্ড বের করে এনেছেন। শিল্পী কেশব বর্মন এবং গোপাল দে'র গাওয়া রেকর্ড প্রকাশের ক্ষেত্রে ১৯৫৯ সালের অক্টোবরে কোম্পানি তাঁকে জানায়, অন্তত প্রতিটি রেকর্ডের ১০০ কপি তাঁকেই কিনতে হবে। অর্থাৎ রেকর্ড বিক্রির দায়িত্ব ডিলার তথা পরিচালকের হাতে এবং রেকর্ড বিক্রি না হলে ভুগবেন তিনিই। ভাওয়াইয়া রেকর্ডের চাহিদা তখন প্রকৃতার্থেই খুব কম ছিল, প্রমাণ মেলে তাঁর উত্তরসূরিদের ঘরে স্তূপীকৃত রেকর্ড থেকে। এই

ভাওয়াইয়ার সামাজিক মর্যাদা একদিনে তৈরি হয়নি। মুখে মুখে বয়ে চলা এই লোকসংগীতকে রেকর্ড, পুস্তিকা ও স্বরলিপির মাধ্যমে ধরে রাখার কাজে হরিশ্চন্দ্র পালের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ব্যবসায়ী হয়েও তিনি বাণিজ্যের ঝুঁকি নিয়ে শিল্পীদের রেকর্ড করিয়েছেন, তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং উত্তরবঙ্গের লোকজ ধারাগুলিকে বৃহত্তর শ্রোতৃসমাজে পৌঁছে দিয়েছেন। ভাওয়াইয়া ও চটকার সংকলন প্রকাশ করে তিনি সংরক্ষণকে শিক্ষণের সঙ্গেও যুক্ত করেছিলেন। ফলে তাঁর জীবন শুধু এক মানুষের কৃতিত্ব নয়, উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যার প্রভাব আজও উত্তরবঙ্গের চর্চা ও গবেষণার পরিসরে অনুভূত হয়। আজ তাঁর ১১১তম জন্মবার্ষিকী।

ঝুঁকি নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন, কারণ কোম্পানি যেখানে উত্তরবঙ্গকে বিচার করেছে কেবল মার্কেট ক্যাটিগোরিতে, হরিশ্চন্দ্র ব্যবসায়িক বিবেচনার ঊর্ধ্বে তার সাংস্কৃতিক মূল্য নিরূপণে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

১৯৪৭ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে কুশান ও বিষহরা পালা, ভাওয়াইয়া চটকা, মালসী, বোদো, ভাটিয়ালি এবং সারি গান মিলিয়ে ৯৪টি ৭৮ আরপিএম এবং ১৮টি ৪৫ আরপিএম রেকর্ড প্রকাশ করেন কলম্বিয়া, এইচএমভি ও হিন্দুস্তান রেকর্ডস থেকে। উত্তরবঙ্গ থেকে পুরো ব্যাপারটা তখন দুরূহ ছিল, কারণ রেকর্ডিংয়ের কাজ হত কলকাতায়। সেইসঙ্গে উত্তরবঙ্গ থেকে যাতায়াত ও কলকাতায় শিল্পীদের থাকা-খাওয়ার ব্যয়ভার হরিশ্চন্দ্রকেই নিতে হত। এত রেকর্ডিংয়ের ফলে একদিকে স্থানীয় শ্রোতার যেমন শোনার কান তৈরি হল, অন্যদিকে ডিস্ক হিসাবে প্রকাশের পর ভাওয়াইয়ার মর্যাদা ও চাহিদা বাড়ল এবং বিভিন্ন স্তর থেকে শিল্পী এগিয়ে এলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নায়েব আলি টেপু, কেশব বর্মন, প্যারীমোহন দাস, বিরজাপ্রসন্ন সেন (মাঝু), গঙ্গাচরণ বিশ্বাস, গঙ্গাধর দাস, কেদার চক্রবর্তী, ধনেশ্বর রায়, সুনীল দাস, নগেন শীল শর্মা, দময়ন্তী রায় বর্মন, আয়েশা সরকার প্রমুখ। স্থানীয় বাজারের দিকে দৃষ্টি থাকলেও হরিশ্চন্দ্র পালের বহু রেকর্ড তাঁর জীবদ্দশাতেই দেশের সীমানা ছাড়িয়ে চিন, জাপান ও জার্মানিতে পৌঁছায়।

রেকর্ডিং তিনি সার্বিকভাবেই করেছেন। লোক ও স্থানীয় শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভাওয়াইয়াশিল্পী গঙ্গাচরণ বিশ্বাস লিখেছেন, দিনহাটা থেকে কোচবিহারে মহড়ার জন্য এলে হরিশ্চন্দ্র নিয়মিত তাঁর খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেন। ১৯৭১ সালের আশপাশে ঢাকা রেডিও সেন্টারের শিল্পী কছিমউদ্দিন রাজনৈতিক ডামাডোলে সর্বহারা হয়ে ভারতে এলে এইচএমভি তাঁর কাছে হরিশ্চন্দ্রের সুপারিশ চায়। হরিশ্চন্দ্র এইচএমভিতে চিঠি দিয়ে তাঁকে রেকর্ড করানোর ব্যবস্থা করেন। প্রথমদিকে ভাওয়াইয়ার জন্য উত্তরবঙ্গ থেকে মহিলা শিল্পী প্রায় পাওয়া যেত না বলে কলকাতার শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে গাওয়ানো হত। পরে উত্তরবঙ্গ থেকে মহিলা শিল্পীরা এগিয়ে এলে তাঁদের দিয়ে রেকর্ডিং করানোর পাশাপাশি সমর্থনও করতে থাকেন। সুশীলা রায় ও দময়ন্তী রায় বর্মনের স্মৃতিচারণেও তার উল্লেখ রয়েছে। সংরক্ষিত তথ্য থেকে জানা যায়, প্রতিটি রেকর্ডিংয়ের শেষে শিল্পীদের তাঁদের প্রাপ্য দিয়ে সই করিয়ে নিতেন। বিশ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত ভাওয়াইয়াশিল্পীরা তেমন রাজানুকূল্য বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন বলে প্রমাণ মেলে না। রেকর্ডিংয়ের পরিকাঠামোয় তার কিয়দংশ সম্ভব হয়েছিল।

রেকর্ডিং যত এগিয়েছে, ভাওয়াইয়ার ভাষা ও উপস্থাপনার শুদ্ধতা বিষয়ে তত বেশি সচেতন হয়েছেন হরিশ্চন্দ্র। ১৯৭০ সালের একটি সাক্ষাৎকারে তিনি হাইব্রিড কালচারের উৎপত্তির আশঙ্কা ব্যক্ত করে লোকজ ধারার প্রশিক্ষকের অপ্রতুলতা ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত মানুষের সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতির মিশ্রণের কথা দেখিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে শুদ্ধ ভাওয়াইয়ার ধারাকে বহমান রাখার জন্য বিভিন্ন রেকর্ড থেকে ভাওয়াইয়া ও চটকা সংগ্রহ করে সংকলন করেন দুটি প্রামাণ্য গ্রন্থ, ১৯৭৩ এবং ১৯৭৫ সালে। প্রতিটি গান স্বরলিপি সহকারে উপস্থাপিত হয়। প্রতিটি বইয়ে প্রায় একশো গান। আকারমাত্রিক নোটেশন, গানের তাল ও রেকর্ডিং তথ্য, স্থানীয় শব্দের উচ্চারণ ও বিশেষ শব্দের অর্থ পাদটীকায় রাখা হয়। সঙ্গে ছিল গবেষক ও লোকসংস্কৃতিবিদদের ভূমিকা, মতামত এবং ভাওয়াইয়ার সাধক-সাধিকাদের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতি। সংকলন দুটির উদ্দেশ্য ছিল সংরক্ষণ ও শিক্ষণ। স্বরলিপি লোকসংগীতের গায়নের সমস্ত খাঁজ-খোঁচ স্পষ্ট না করলেও সুরের কাঠামোটিকে ধরে রাখতে পারে।

পেশাগতভাবে একজন রেকর্ড ডিলার হিসাবে জীবন শুরু করে শেষমেশ লোকসংস্কৃতিবিদ হয়ে ওঠার বিষয়টি অনন্য। সংগীত সমালোচক রাজ্যেশ্বর মিত্র উল্লেখ করেছিলেন, প্রচারযোগ্য নয় এমন রেকর্ডও হরিশ্চন্দ্র সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে স্বরলিপি সমেত প্রকাশ করে তাঁর অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার প্রমাণ দেন। ভাওয়াইয়া চর্চার তাগিদে গড়ে ওঠা ভাওয়াইয়া সংগীত সংসদ এবং উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রীয় ভাওয়াইয়া সংগীত পর্ষদের সঙ্গেও তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সাংগীতিক মনন মিশিয়ে মৌখিক ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণে তাঁর উদ্যোগ আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনের দৃষ্টান্ত। সম্প্রচার, সংরক্ষণ ও শিক্ষণের আধুনিক সরঞ্জাম আজ আমাদের হাতে। তবু নিঃস্বার্থভাবে লোকসংগীতকে ভালোবেসে তার ধারণ ও ধারাবাহিক বিকাশে আমরা কতটা আগ্রহী? হরিশ্চন্দ্র পালের দৃষ্টান্ত সেই আত্মসমীক্ষারই পাথেয়।

(লেখক আইআইটি দিল্লিতে গবেষণারত।)

আজ

১৯১৬

আরএসএস নেতা দীনদয়াল উপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

১৯৯০

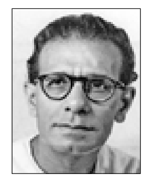

আজকের দিনে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রয়াত হন।

আলোচিত

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সবচেয়ে বড় দেশদ্রোহী। তাঁর এখনই পদত্যাগ করা উচিত। কারণ তিনি দেশের গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগ না করলে ককরোচ জনতা পার্টি প্রতিবাদে নামবে। তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা শুরু করতে হবে। আসন্ন সমস্ত নির্বাচন স্থগিত রাখতে হবে। অবিলম্বে এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসের ভোটার তালিকা ফিরিয়ে আনতে হবে।

-অভিজিৎ দীপকে

ভাইরাল/১

উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘি বোঝাই একটি ট্রাক উলটে যায়। রাস্তা ভেসে যায় বিপুল পরিমাণ ঘিয়ে। সেই ঘি সংগ্রহ করতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় স্থানীয়দের। কেউ বালতি, কেউ থালা কিংবা বাটি নিয়ে ঘি তুলতে শুরু করেন। পরে পুলিশ ভিড় ছত্রভঙ্গ করে।

ভাইরাল/২

বরফের শ্বেতশুভ্র গণেশমূর্তি! সুদূর অ্যান্টার্কটিকায় ভারতের 'মৈত্রী' গবেষণাকেন্দ্রে গণেশ চতুর্থী পালন করলেন ন্যাশনাল সেন্টার ফর পোলার অ্যান্ড ওসান রিসার্চের গবেষকরা। অ্যান্টার্কটিকার প্রতিকূল পরিবেশে নিয়মনিষ্ঠা মেনে গণপতি বাপ্পার পুজো হয়। পরে পরিবেশবান্ধব উপায়ে জলের বালতিতে প্রতিমাটি নিরঞ্জন দেন তাঁরা।

জনমন
জনমত

অনিশ্চিত সিভিকদের জীবন

বন্যা, আগুন, ঝড় কিংবা যে কোনও বিপর্যয়ের সময়ে আমরা সাধারণত যাঁদের কথা খুব একটা মনে রাখি না, অথচ যাঁরা সবার আগে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান, তাঁদেরই একজন সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার। রাস্তায় ভিড় সামলানো থেকে শুরু করে দুর্ঘটনার সময় উদ্ধারকাজ, উৎসবের দিন দায়িত্ব পালন থেকে দুর্যোগের সময়ে মানুষের পাশে থাকা, নানা ক্ষেত্রেই তাঁদের দেখা যায়। কিন্তু দায়িত্বের বাইরে তাঁদের নিজেদের জীবনের নিশ্চয়তা কতটা? অনেক সময় পরিবার ও ব্যক্তিগত সমস্যাকে দূরে সরিয়েই তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা, রাত জাগা কিংবা প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করাও তাঁদের দায়িত্বেরই অংশ।

সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ারদের বড় অংশই দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চিত কর্মপরিবেশের মধ্যে কাজ করছেন। নিয়মিত চাকরির মতো তাঁদের সামাজিক সুরক্ষা নেই। কাজের দিন নির্দিষ্ট নয়, আয়ও সবসময় স্থায়ী নয়। ফলে বহু বছর দায়িত্ব পালন করার পরেও ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁদের উদ্বেগ কাটে না। যে মানুষটি বছরের পর বছর প্রশাসনের পাশে থেকে কাজ করেন, তাঁর নিজের জীবনে যদি নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকে, তা হলে বিষয়টি নতুন করে ভাবার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন নতুন চাকরির সুযোগও কমে আসে, তখন অনিশ্চয়তাটি আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

অনেক ভলান্টিয়ার মনে করেন, তাঁদের কাজের অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেও নতুন নিয়োগের সময় তাঁরা সাধারণ প্রার্থীদের সঙ্গে একই জায়গায় দাঁড়ান। ফলে অভিজ্ঞতার কোনও মূল্য না থাকার আক্ষেপ তাঁদের মধ্যে থেকেই যায়। বিপর্যয় মোকাবিলার বাস্তব অভিজ্ঞতা, মানুষের সঙ্গে কাজ করার দক্ষতা এবং নিয়মশৃঙ্খলা মেনে দায়িত্ব পালনের অভ্যাস যে কোনও সরকারি পরিষেবাতেই মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে।

দৈনিক ভাতার বদলে নির্দিষ্ট মাসিক পারিশ্রমিক, কর্তব্যরত অবস্থায় চিকিৎসা ও বিমার সুবিধা এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসংস্থান ব্যবস্থা নিয়ে সরকারের ভাবা প্রয়োজন। দীর্ঘদিন কাজ করা ভলান্টিয়ারদের অভিজ্ঞতাকেও সরকারি নিয়োগে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। অন্তত দীর্ঘদিনের পরিষেবার ভিত্তিতে তাঁদের জন্য কোনও বিশেষ সুযোগ বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায় কি না, সেটিও বিবেচনা করা দরকার। কারণ বছরের পর বছর দায়িত্ব পালন করার পরে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া মানবিক দিক থেকেও প্রশ্নের জন্ম দেয়।

কৃষ্ণকান্ত মল্লিক, শিলিগুড়ি

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

চা অর্থনীতির আড়ালে উত্তরের শ্রমিক জীবন

মজুরি, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষার সংকটে চা বাগানের ভবিষ্যৎ ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

রূপন সরকার

চা অর্থনীতিকে তরাই-ডুয়ার্সের অর্থনীতির মেরুদণ্ড বলা যায়। হাজার হাজার শ্রমিক পরিবার চা বাগানের উপর নির্ভরশীল। তরাই-ডুয়ার্স তার চা বাগানের সৌন্দর্যের জন্য পর্যটন মানচিত্রেও জায়গা করে নিয়েছে। অথচ এই অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত শ্রমিক শ্রেণি এখনও মজুরি ও ন্যূনতম জীবনযাত্রার নিশ্চয়তা থেকে বঞ্চিত। পশ্চিমবঙ্গের চা শ্রমিকদের বর্তমান দৈনিক মজুরি ২৫০ টাকা। এই ২৫০ টাকা থেকেও ৩০ টাকা পিএফের জন্য কেটে রাখা হয়। শ্রমিকরা হাতে পান মাত্র ২২০ টাকা। শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি, মূল্যবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মজুরি আরও বাড়াতে হবে। চা বাগানের কাজ মরশুমি। পাতা তোলার সময় নির্ধারিত পরিমাণের পর অতিরিক্ত পাতার জন্য কেজিপ্রতি মজুরি মেলে। ফলে কাজের পরিমাণ বাড়লেও আয় পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর মতো পর্যায়ে পৌঁছায় না।

তরাই-ডুয়ার্সের বহু চা বাগানে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মজুরির এই ফারাক স্পষ্ট। র‍্যাশন, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও পানীয় জলের মতো কল্যাণমূলক সুবিধা চা বাগান ব্যবস্থার অংশ হলেও বাস্তবে তার মান এক নয়। ১৯৫১ সালের বাগান শ্রমিক আইন এবং পরবর্তী শ্রমবিধিতে নিয়োগকর্তার দায়িত্বের মধ্যে চিকিৎসা, বাসস্থান, পানীয় জল, শিক্ষার সুযোগ ও মাতৃত্বকালীন সুবিধা সহ নানা ব্যবস্থার কথা রয়েছে। ২০২৫ সালের নভেম্বর থেকে নতুন শ্রমবিধি কার্যকর হয়েছে। তবু উত্তরবঙ্গের বহু বাগানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পানীয় জল, আবাসন ও শিক্ষার পরিকাঠামো নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। বন্ধ বা রুগ্ন বাগানগুলিতে পরিস্থিতি আরও কঠিন। রাজ্য সরকারের 'চা সুন্দরী' প্রকল্পে বন্ধ ও রুগ্ন বাগানের শ্রমিকদের জন্য পাকাবাড়ি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা বাসযোগ্য না হওয়ায় পরিবারের জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা কাটেনি।

এই সংকটের সবচেয়ে বড় চাপ পড়ছে শ্রমিক পরিবারগুলির আয়ের উপর। মজুরিতে সংসার চালানো কঠিন হওয়ায় তরুণ প্রজন্মের পুরুষ শ্রমিকের একটা বড় অংশ ভিনরাজ্যে কাজের সন্ধানে যাচ্ছে। চা বাগানে নারীরাই শ্রমশক্তির বড় অংশ। ফলে পুরুষ শ্রমিকের বহির্গমন বাড়লে সংসারের দায় নারীদের উপর এসে পড়ে। পাতা তোলা ছাড়াও রক্ষণাবেক্ষণ, কারখানার কাজ এবং অন্যান্য পরিশ্রমসাধ্য কাজে তাঁদের যুক্ত হতে হয়। বিভিন্ন গবেষণা ও সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে মহিলা চা শ্রমিকদের কাজের অতিরিক্ত চাপ, স্বাস্থ্যঝুঁকি ও সামাজিক সুরক্ষার ঘাটতির কথা উঠে এসেছে। জলবাহিত রোগ, ম্যালেরিয়া, শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগ, অপুষ্টি এবং চিকিৎসার সুযোগের অভাব বহু শ্রমিক পরিবারের বাস্তব সমস্যা। বর্ষাকালে দুর্গম বাগান থেকে পড়াশোনা ও চিকিৎসার জন্য জনপদে যাতায়াতও কঠিন হয়ে পড়ে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাগানে বসবাস করেও জমির মালিকানা না পাওয়ার প্রশ্নটিও তাঁদের অনিশ্চয়তা বাড়ায়।

এই পরিস্থিতির শিকড় অবশ্য নতুন নয়। ঔপনিবেশিক সময় থেকেই উত্তরবঙ্গের চা বাগানে মজুরি, র‍্যাশন ও কাজের পরিবেশ নিয়ে শ্রমিক অসন্তোষের ইতিহাস রয়েছে। ১৯০৩ সালের শ্রমিক অসন্তোষ, ১৯০৬ সালের রাইস আন্দোলন, ১৯১১ সালের কাজ বন্ধ এবং ১৯১৬ সালের টানা ভগত আন্দোলন, ১৯৪৬-'৪৭ সালের আন্দোলন সেই দীর্ঘ প্রতিবাদের বিভিন্ন অধ্যায়। স্বাধীনতার পরেও মজুরি ও শ্রমিক অধিকার নিয়ে আন্দোলন চলেছে। ১৯৫১ সালের আইন শ্রমিক কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো তৈরি করলেও বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন থেকে গিয়েছে। ২০০৩-'০৪ সালের চা বাগান সংকট ও অনাহারের পরে আন্দোলন তীব্র হয়। ২০২১ সালে জয়েন্ট ফোরাম ৬৬০ টাকার ন্যূনতম মজুরির দাবি তোলে। সেই দাবি মূল্যবৃদ্ধির বর্তমান বাস্তবতায় আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

চা শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে শুধু উৎপাদন বাড়ালেই হবে না, শ্রমিকের জীবনও সুরক্ষিত করতে হবে। মজুরি, র‍্যাশন, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান, পানীয় জল, মাতৃত্বকালীন সুবিধা ও সামাজিক সুরক্ষার প্রশ্নকে আলাদা করে দেখা যায় না। চা বাগানের পুরুষ শ্রমিকেরা ধারাবাহিকভাবে ভিনরাজ্যে চলে যেতে থাকলে দক্ষ শ্রমশক্তির ঘাটতি তৈরি হতে পারে এবং তার প্রভাব উৎপাদনেও পড়বে। তার সঙ্গে যুক্ত হবে শ্রমিক পরিবারের সামাজিক অনিশ্চয়তা। উত্তরবঙ্গের চা বাগান শুধু একটি শিল্পই নয়, একটি বৃহৎ জনজীবনের ভিত্তি। সেই ভিত্তিকে শক্ত রাখতে হলে মজুরি ও শ্রমিক কল্যাণের প্রশ্নের স্থায়ী সমাধান জরুরি। কারণ শ্রমিকের জীবন দুর্বল হলে শেষপর্যন্ত দুর্বল হবে চা অর্থনীতিও।

(লেখক প্রসন্নদেব উইমেন্স কলেজ, জলপাইগুড়ির অধ্যাপক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৫৯

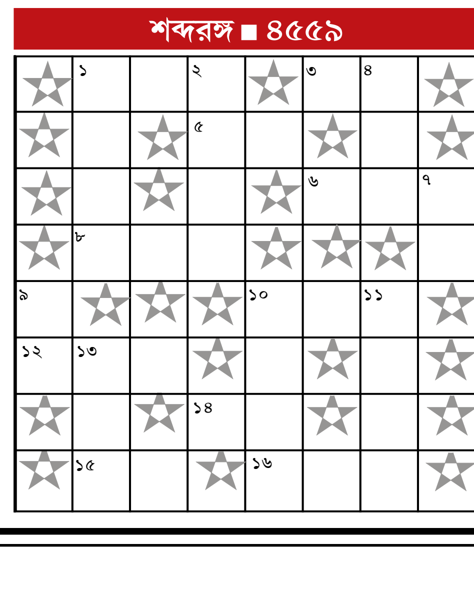

পাশাপাশি : ১। সম্মেলন বা আসর ৩। সাধারণ, ফলবিশেষ ৫। চন্দ্রবংশীয়, প্রাচীন ভারতের দেশবিশেষ ৬। সদৃশ ৮। অভিনয়াদির অভ্যাস, শিক্ষার পরিচয় ১০। একশত, বহু, অসংখ্য ১২। থেমে থেমে চলা, ঠমক ১৪। ইষ্টমন্ত্রাদি মনে মনে পুনঃপুন উচ্চারণ ১৫। চক্রান্ত ১৬। শক্তি, সামর্থ্য।

উপর-নীচ : ১। ভারতের উত্তর-পূর্বের একটি রাজ্য ২। রামায়ণে বর্ণিত লঙ্কার পশ্চিম দিকের গুহাবিশেষ, রাবণ পুত্র, ইন্দ্রজিতের আয়োজিত যজ্ঞবিশেষ ৪। সাহায্য ৭। আকাশ ৯। নাকের একপাশে পরবার গয়নাবিশেষ ১০। বিপক্ষ বা প্রতিপক্ষ ১১। কথকের বৃত্তি, পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা ১৩। মজুর, দিনমজুর।

সমাধান ■ ৪৫৫৮

পাশাপাশি : ১। রাধিকা ৩। ধিকধিক ৪। ছাউনি ৫। কেরোসিন ৭। মদ ১০। মসি ১২। বাদসাদ ১৪। খদির ১৫। অভিরত ১৬। বাহার।

উপর-নীচ : ১। রামশ্যাম ২। কাছারি ৩। ধিনিকেষ্ট ৬। সিকিম ৮। দরদ ৯। বদখত ১১। সিদ্ধিখোর ১৩। গরবা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৬৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০২৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২২৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গোয়ার সিইও'র বার্তাকেও উপেক্ষা

পানাজি, ২৪ সেপ্টেম্বর : বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে কোটি কোটি ভোটারের মধ্যে গোয়ার মাত্র ৯৭ জন ভোটারের নাম বাদ পড়ার ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে সামান্য বলে মনে হতেই পারে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের অন্দরে যেভাবে একের পর এক অভিযোগ উঠেছে, তাতে গোয়ার ঘটনাও সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

২১ ফেব্রুয়ারি গোয়ার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তার ঠিক চারদিন আগে ১৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের সিইও বা মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক সঞ্জয় গোয়েলের তরফে দিল্লির নির্বাচন সদনে বাদ পড়া ৯৭ জনের নাম ঢোকানোর জন্য অষ্টম ইমেলটি করেছিলেন তিনি। মেলের প্রতিলিপি গিয়েছিল গোয়ার নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী এবং সীমা খান্নার কাছে।

সেখানে সিইও জানান, ৯৭ জন ভোটারকে ইআরও-রা আইনি প্রক্রিয়া ও শুনানি শেষে সম্পূর্ণ 'যোগ্য' বলে চিহ্নিত করেছেন। ফলে তাঁদের নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। কিন্তু কমিশনের কেন্দ্রীয় সফটওয়্যার ইসিআইনেটের নিয়ন্ত্রণ দিল্লির হাতে থাকায় ইআরও-রা নিজেদের কম্পিউটার থেকে ওই ভোটারদের নাম পুনরায় তালিকায় তুলতে পারেননি।

এই বিতর্কের মুখে নির্বাচন কমিশনের সাফাই, ইসিআইনেট সিস্টেমে পুনরায় ফিরিয়ে আনার (রোলব্যাক) ব্যবস্থাটাই নেই। কোনও ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার জন্য একবার ফর্ম-৭-এ ক্লিক করে দিলে ইআরও-দের কাছে সেই সিদ্ধান্ত বদলে ফেলার সুযোগ নেই। তথ্যগত অসঙ্গতি বা লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে গোয়ার ৯৭ জন ভোটারের নাম বাদ চলে গিয়েছে। যদিও ইআরও-দের সেই সুযোগের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য আর্জি জানিয়ে

৭ দিনে ৮ ই-মেল

সিইও-র দপ্তর থেকে ১১ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ৮ বার মেল পাঠানো সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি কেন, সেই প্রশ্নের অবশ্য জবাব দেয়নি নির্বাচন কমিশন।

যে ৯৭ জনের নাম বাদ গিয়েছিল, ইআরও-রা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো প্রক্রিয়া মেনে শুনানি এবং যাবতীয় নথিপত্র পরীক্ষা করে তাঁদের যোগ্য বলে রায় দিয়েছিলেন। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও ইআরও-রা ওই ৯৭ জনের ক্ষেত্রে আগের সিদ্ধান্ত বদলাতে পারেননি। কারণ, ইসিআইনেট নামে যে সফটওয়্যার দিয়ে সমস্ত বিষয়টি পরিচালনা করা হচ্ছিল সেটি পুরোপুরি নয়াদিল্লি থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বিষয়টি নিয়ে সাতদিনে অন্তত আটবার দিল্লির নির্বাচন সদনে ওই ইমেল পাঠিয়েও কোনও সদুত্তর পাননি গোয়ার সিইও।

কমিশনের ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার ডিরেক্টর জেনারেল অফ আইটি সীমা খান্নাকে বিষয়টি নিয়ে ইমেল মারফত নির্দেশ দিয়েছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করে কোনও আইটি সিস্টেম কাজ করতে পারে না এবং স্থানীয় অফিসারদের নেওয়া সিদ্ধান্ত অবিলম্বে সিস্টেমে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হোক। তা সত্ত্বেও ২১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় ওই ৯৭ জন ভোটারের নাম ওঠেনি। এমনকি ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্তও তাঁদের নাম বাদের তালিকাতেই রয়ে গিয়েছে।

এই ঘটনায় কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, এর থেকে প্রমাণিত নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে পুরোপুরি আপস করে ফেলা হয়েছে। জ্ঞানেশ কুমার পুরো ব্যবস্থাকে হাইজ্যাক করে ফেলেছে। যে ৯৭ জনের নাম বাদ গিয়েছে তাঁদের মধ্যে ৬৫ জনই তালেইগাঁওয়ের। ওই আসনের বর্তমান বিধায়ক বিজেপির জেনিফার মনসেরাট। বাকিরা সেন্ট ক্রুজ, কুমবারজুয়া, প্রিওল, মারগাঁও, বেনৌলিম এবং ভেলিম বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার।

ধ্বংসস্তূপের মাঝে ফের জ্ঞানচর্চা গাজায়

অনুষ্কা বর্মন

আছে ব্ল্যাকবোর্ড। কয়েকটি ম্যাট্রেস। কিন্তু নেই সেই পুরোনো স্কুলঘর। নেই পরিচিত বেঞ্চ। নেই সাজানো ক্লাসরুম। কোথাও মাথার উপর ত্রিপল। কোথাও আবার তাঁবু। কোথাও বা মাটিতে পাতা চট। তার মাঝেই চিকচিক করছে স্বপ্ন। শুরু হয়েছে পড়াশোনা।

একটি বিদেশি সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রায় তিন বছর পর শনিবার গাজার লক্ষাধিক শিশু আবার সরাসরি স্কুলে ফিরেছে। এবার স্কুল বলতে অনেকের কাছে ভাঙা বাড়ির একাংশ। কারও কাছে অস্থায়ী তাঁবু। কারও কাছে কয়েকটি ম্যাট্রেসের উপর গাদাগাদি করে বসা। যুদ্ধ কেড়েছে তাদের স্কুল। ভুলিয়েছে ক্লাসরুমের ছবি। কিন্তু ভোলাতে বা কাড়তে পারেনি পড়ার ইচ্ছে।

অত্যাচারের শেষে আবার খুলছে পাঠশালার দরজা। শিশুরা ফিরছে পড়ার ঘরে। যেখানে যুদ্ধের ক্ষত মাঝে মাঝে জানান দিয়ে যাচ্ছে বারবার।

ইউনিসেফের হিসেব বলছে, গাজার প্রায় ৯৮ শতাংশ স্কুল ভবন ক্ষতিগ্রস্ত। ৯৩ শতাংশেরও বেশি স্কুলে বড় ধরনের সংস্কার অথবা সম্পূর্ণ পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন। প্রায় ৭ লক্ষ শিশু তিনটি শিক্ষাবর্ষ ধরে মুখ ফেরাতে বাধ্য হয়েছিল মুখোমুখি পড়াশোনা থেকে। ইউনিসেফের শিক্ষা অধিকর্তা ইব্রাহিম রমজানের মতে, এই দীর্ঘ সংঘাতে গাজায় প্রায় ২২,০০০ পড়ুয়া এবং ৫৩২ জন শিক্ষক সহ ৭৭০ জনেরও বেশি শিক্ষাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। তাই স্কুল পুনরায় খোলার এই পদক্ষেপটি গাজার জন্য একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর মাইলফলক।

এবার তাই নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুটা অন্যরকম। শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের হিসাবে, প্রায় ৬ লক্ষ ৬০ হাজার পড়ুয়া সরাসরি শিক্ষায় ফিরেছে। ইউনিসেফের সহায়তায় অন্তত ৫ লক্ষ ৪০ হাজার পড়ুয়ার অস্থায়ী স্কুল, শিক্ষাকেন্দ্র ও এডুকেশনাল পয়েন্টে ক্লাস করার কথা। যারা সরাসরি ক্লাসে যেতে পারবে না, তাদের জন্য অনলাইন পড়াশোনার ব্যবস্থাও থাকছে।

তাঁবুতে কচিকাঁচাদের নিয়ে ক্লাস। গাজায়।

খান ইউনিসের পড়ুয়া মোয়েদ আবু মুস্তাফা তিন বছর পর আবার স্কুলে ফিরেছে। মোয়েদের কথায়, 'আমি শেষবার স্কুলে গিয়েছিলাম তিন বছর আগে। এখন আমরা আবার শিক্ষাবর্ষ শুরু করছি, এটা আনন্দ, খুশি আর সাফল্যের বছর।' কিন্তু সেই আনন্দের সঙ্গে জড়িয়েছে অভাবও। নেই খাতা-কলম। যুদ্ধের গুলি গিলেছে কয়েকজন বন্ধুকেও। মুস্তাফা জানায়, ভেন্টিলেশন বা হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা না থাকা একটি তাঁবুর মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হলেও সে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

ভিতরে কাঁটার মতো দলা পাকিয়ে আছে স্বজন হারানোর যন্ত্রণা। তবু সমর আবু সালমিও ফিরেছে ক্লাসে। ভিতরে টগবগ করছে পড়াশোনাকে কাছে পাওয়ার ইচ্ছে। তার কাছে প্রয়োজনীয় অনেককিছুই নেই। সেগুলি কেনা এখন তার পরিবারের সামর্থ্যের বাইরে। সমরের কথায়, 'যুদ্ধের আগে আমাদের জন্য সবকিছুই সহজলভ্য ছিল- খাতা, কলম, জিনিসপত্র, জামাকাপড়, বাইরে ঘুরতে যাওয়া, যে জিনিসগুলো আমরা খুব সস্তায় পেতাম।' জীবন থেকে হারিয়েছে এইসব 'স্বাভাবিকত্ব'র ছবি। তবু সে ফিরেছে স্কুলে।

একই ছবি গাজার সর্বত্র। কোথাও স্কুল তৈরি হয়েছে ত্রিপল দিয়ে। কোথাও টিন ও কাঠ দিয়ে। কোথাও বালির উপরেই ক্লাস। কোনও কোনও স্কুলে আবার বাস বাস্তুচ্যুত পরিবারের। ১৪ বছরের ইয়ামেন আবু সামরা অন্য একটি স্কুলে এসেছে। তার কাছে স্কুলে ফেরার আনন্দের সঙ্গে ভয়ও রয়েছে সমান মাত্রায়। ইয়ামেনের আতঙ্কে জমাট বাঁধছিল অতীতের ছবি। 'আগে আমরা স্কুলে যাওয়ার আনন্দে ঘুম থেকে উঠতাম। আর এখন, যখন আমরা স্কুলে আসি, আমরা ছিটকে আসা গুলি, রকেট, হামলা, সবকিছু নিয়েই আতঙ্কে থাকি।'

এই অসম্ভব পরিস্থিতির মধ্যেই শিক্ষাবর্ষ চালু রাখার চেষ্টা করছে প্যালেস্তাইনের শিক্ষামন্ত্রক। পাশে রয়েছে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সংস্থাগুলি। ইউনিসেফ তাদের 'ব্যাক টু লার্নিং' কর্মসূচির মাধ্যমে অস্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্র, পড়াশোনার সামগ্রী এবং মানসিক সহায়তার ব্যবস্থা করছে। বছরের শুরুতে ইউনিসেফ জানিয়েছিল, তাদের সহায়তায় ১১১টি অস্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্রে ১ লক্ষ ৩৫ হাজারের বেশি শিশুর পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

শুধু পড়ার বই নয়। ইউনিসেফের কাছে এই অস্থায়ী স্কুল মানে শিশুদের জীবনে আবার একটা ছন্দ ফিরিয়ে দেওয়া। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা। শিক্ষকের সামনে বসা। কিছুক্ষণের জন্য হলেও যুদ্ধের বাইরে একটা পৃথিবী তৈরি করা। সংস্থার মতে, পড়াশোনা শিশুদের নিরাপত্তা, মানসিক সুস্থতা এবং স্বাভাবিক জীবনে ফেরার পথেও গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু স্কুলের দরজা খুললেও মেলে না সব প্রশ্নের উত্তর। বেড়েছে খাতা-কলমের দাম। সরবরাহ কম। স্টেশনারি ব্যবসায়ী খালেদ আলিয়ানের কথায়, 'এই খাতাটার দাম আগে ছিল ৩ শেকেল (১ ডলার)। এখন দাম ১৫ শেকেল। খাতা-কলম সবকিছুরই দাম এখন খুব বেশি।'

তারপরও শিশুরা ফিরছে। ভাঙা স্কুলের পাশে। তাঁবুর নীচে। বালির মাটিতে। ম্যাট্রেসের উপর। সঙ্গে হয়তো নেই নতুন বইখাতার গন্ধ। নেই নতুন জুতোও। মাথার উপর পাকা ছাদ, ছিল এক সময়। তবু খুলেছে বইয়ের পাতা। হয়তো এটাই যুদ্ধের ভিতরেও সবচেয়ে নীরব প্রতিরোধ- আবার পড়তে বসা। আবার প্রশ্ন করা। আবার স্বপ্ন দেখা। কবি জয় গোস্বামীর ভাষায় গাজার এই শিশুরা যেন আজ বলছে, 'হাত নাড়িয়ে বুলেট তাড়াই/গানের বর্ম আজ পরেছি গায়ে'। গানের বদলে কেবল বইখাতার বর্ম গায়ে চাপিয়েই তারা আজ ধ্বংসের জবাব দিচ্ছে।

পাঠশালা খুলেছে। ফিরছেন উদয়ন পণ্ডিতরা। পুরোপুরি নয়। কিন্তু যতটুকু ফিরেছে, তাতেই গাজার শিশুরা ভবিষ্যতের দিকে এক পা বাড়িয়েছে। আর জীবনে এক পৃথিবী ক্ষত নিয়েও, ধ্বংসকারীদের দিকে ছুড়ছে শ্লেষের হাসি। আরও শক্ত চোয়ালে বলছে, এভাবেও ফিরে আসা যায়...।

শেয়ার বাজারে ধস, ১২৪৭ পয়েন্ট পতন সেনসেক্সের

মুম্বই, ২৪ সেপ্টেম্বর : ফের ধস নামল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। বৃহস্পতিবার সেনসেক্স ১২৪৭.৭১ পয়েন্ট খুইয়ে ৭৩৫৮০.৫৪ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একইভাবে নিফটি ৩৮৩.৭ পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ২৩০৬৩.১০ পয়েন্টে। একদিনে লগ্নিকারীরা খুইয়েছেন প্রায় ৫ লক্ষ কোটি টাকা।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, শেয়ার বাজারে এই ধস নামার নেপথ্যে একাধিক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল নতুন করে ইরান-আমেরিকা সংঘাত শুরুর আশঙ্কা। আমেরিকা হামলা করলে যোগ্য জবাব দেওয়ার হুমকি দিয়েছে ইরান। এমন আবহে অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০৫ ডলার পেরিয়েছে। যা মূল্যবৃদ্ধির হার বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে হাতে থাকা শেয়ার

বিক্রি করেছেন লগ্নিকারীরা। এর পাশাপাশি দশ বছর মেয়াদের মার্কিন বন্ড ইল্ডের রেকর্ড বৃদ্ধি, আমেরিকায় আরও এক দফা সুদের হার বাড়ার আশঙ্কা ইত্যাদিও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে শেয়ার বাজারে।

অন্যদিকে জীবনবিমা, গাড়ি বিমা এবং স্বাস্থ্যবিমার বিষয়ে কমিশন কমানো সহ বেশকিছু নয়া শর্ত আরোপ করার প্রস্তাব দিয়েছে ভারতীয় বিমা নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এই প্রস্তাব কার্যকর হলে বিমা সংস্থাগুলির মুনাফা কমবে। এমন আশঙ্কায় এই ক্ষেত্রের বিভিন্ন শেয়ারের দামে বড় পতন হয়েছে। সার্বিকভাবে শেয়ার বাজারের পতনে যা বড় ভূমিকা নিয়েছে।

অনেক বিশেষজ্ঞই জানিয়েছেন, আগামী কয়েকদিন শেয়ার বাজার আরও অস্থির হতে পারে। তাঁরা লগ্নিকারীদের বাড়তি সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে অভ্যর্থনা জানালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে প্রায় ৫০০ সেনা ও সামরিক বিমানের দৃষ্টিনন্দন মহড়ায় হয় দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রনেতার সাক্ষাৎ। 'গাং-হো' শব্দে পারস্পরিক শ্রদ্ধার বার্তা দেওয়া হয়।

বাংলা দখলে সর্বোচ্চ খরচ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তামিলনাড়ু, কেরল, অসম এবং পুদুচেরিতে বিধানসভা ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই পাঁচটি বিধানসভার মধ্যে শুধুমাত্র অসম এবং পুদুচেরিতেই বিজেপি তথা এনডিএ সরকার ক্ষমতায় ছিল। বাকি তিনটি রাজ্যে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের বার্তা দিয়ে লড়াই করেছিল গেরুয়া শিবির। অথচ নির্বাচন কমিশনের কাছে বিজেপি ওই পাঁচটি বিধানসভার ভোটে যে আয়ব্যয়ের হিসেব দাখিল করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গই ছিল তাদের পাখির চোখ। তামিলনাড়ু, কেরল এমনকি নিজেদের হাতে থাকা অসম নিয়েও বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা, নীতিন নবীনদের। অন্তত খরচের বহর তেমনটাই জানাচ্ছে।

বিজেপির জমা দেওয়া তথ্য বলছে, বাংলার ভোটে তারা খরচ করেছে ২৮৬ কোটি টাকা। অথচ অসম, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরির বিধানসভা ভোটে পদ্মশিবির ১৬০ কোটি টাকা খরচ করেছে। অসমে খরচ ৯৬ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। কেরলে ৮২ কোটি ৬৭ লক্ষ, তামিলনাড়ুতে ৫১ কোটি ৫৬ লক্ষ। পুদুচেরিতে খরচ ১১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা।

বাংলায় দলের সামগ্রিক প্রচারের জন্য ২১৭.১৬ কোটি টাকা খরচ করেছে গেরুয়া শিবির। তাতে লাভও হয়েছে গেরুয়া শিবিরের। প্রথমবার বিজেপি সরকার গড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। দলীয় প্রার্থীদের জন্য খরচ হয়েছে ৬৯.৮৩ কোটি টাকা। প্রচারের খরচ চালানোর জন্য প্রার্থীদের দেওয়া হয়েছে মোট ৫৮.৮০ কোটি টাকা।

অপরদিকে আয়ের নিরিখেও এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। পাঁচ রাজ্যে ভোটের সময় শুধুমাত্র বিজেপির কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরে ১ হাজার ৪৭৩ কোটি টাকার অনুদান এসেছে। এর বাইরে বিজেপির রাজ্য দপ্তরগুলিতেও আলাদা করে চাঁদা জমা পড়েছে। ভোট শুরুর আগে বিজেপির কেন্দ্রীয় দপ্তরের হাতে যা অর্থ ছিল, বিশাল খরচ সত্ত্বেও ভোটের পর তার পরিমাণ আরও বেড়েছে। খতিয়ান অনুযায়ী চলতি বছরের ১৫ মার্চ দলের নির্বাচনি তহবিলে জমা অর্থের পরিমাণ ছিল ৬ হাজার ৭২২ কোটি টাকা। পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের পর ৬ মে পর্যন্ত সেই অর্থের পরিমাণ ৭ হাজার ৬২৭ কোটি টাকা।

পাক-চিন চুক্তিতে আপত্তি

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : বিতর্কিত হিমালয় অঞ্চলে সীমান্ত পরিচালনা, সমীক্ষা ও বাণিজ্যের জন্য নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করল পাকিস্তান ও চিন। তবে এই চুক্তির কোনও আইনি ভিত্তি নেই বলে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে ভারত। নয়াদিল্লি স্পষ্ট জানিয়েছে, বেআইনিভাবে দখল করা ওই এলাকার কোনও কাল্পনিক সীমান্তরেখাকেই ভারত স্বীকৃতি দেয় না। দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা নিয়ে ভারত কোনওমতেই আপস করবে না।

ব্রিটেনে বিশেষ আদালত

লন্ডন, ২৪ সেপ্টেম্বর : ধর্ষণ ও গুরুতর যৌন হেনস্তার মামলাগুলি দ্রুত মেটাতে এবার যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিল ব্রিটেন প্রশাসন। আগামী দু'বছরের মধ্যে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের প্রতিটি ক্রাউন কোর্টে এই ধরনের অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ আদালত চালু করা হবে। এর ফলে যৌন অপরাধের বিচারপ্রক্রিয়া আরও দ্রুত, সংবেদনশীল ও নিখুঁত হবে বলে আশাবাদী সেদেশের প্রশাসন।

ভুঁইফোঁড় দলকে ৩৩০ কোটি

আহমেদাবাদ, ২৪ সেপ্টেম্বর : গুজরাটের একটি তালাবন্ধ ফ্ল্যাট থেকে চলে 'সত্যবাদী রক্ষক পার্টি'। রাজনৈতিক অস্তিত্ব কার্যত শূন্য হলেও ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে এই ভুঁইফোঁড় দলটি ৩৩০ কোটি টাকা অনুদান পেয়েছে! ভোটে মাত্র একজন প্রার্থী দাঁড় করিয়ে হেরে গেলেও তারা নাকি ৩১৬ কোটি টাকা স্রেফ 'জনকল্যাণমূলক' কাজে খরচ করেছে। অচেনা দলগুলির এমন বিপুল আর্থিক লেনদেন ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের ৮১তম সাধারণ অধিবেশনে চেনা খাকির বদলে কালো রঙের মিলিটারি ধাঁচের পোশাকে হাজির হয়ে নজর কাড়লেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। ডিজাইনারের মতে, যুদ্ধকালীন প্রেসিডেন্টের ভাবমূর্তি বজায় রাখতেই রঙের এই বদল। তবে শুধু পোশাকে নয়, তাঁর ভাষণেও ছিল চরম কড়া মেজাজ। পুতিনকে বৃহত্তর যুদ্ধের 'পেশেন্ট জিরো' আখ্যা দিয়ে জেলেনস্কি হুঁশিয়ারি দেন, রাশিয়া যদি ইউক্রেনের শক্তিকেন্দ্রগুলিতে হামলা চালিয়ে তাদের শীতের কষ্ট দেয়, তবে পালটা আঘাত হেনে রাশিয়াকেও সেই একই দুর্ভোগ পোহাতে বাধ্য করবে ইউক্রেন।
ছবি : জয় মণ্ডল/অন অ্যাসাইনমেন্ট

জোড়াফুল কার, দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও 'জোড়াফুল' প্রতীক নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাদে নির্বাচন কমিশনকে দ্রুত নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ কমিশনের কাছে জানতে চায়, এই বিতর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে কতটা সময় প্রয়োজন। সোমবার মামলার পরবর্তী শুনানি। তার আগে কমিশনকে সম্ভাব্য সময়সীমা জানাতে বলেছে শীর্ষ আদালত।

বৃহস্পতিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলার শুনানি ছিল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে। ১৭ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন অন্তর্বর্তী নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেস নাম ও 'জোড়াফুল' প্রতীক ব্যবহারে স্থগিতাদেশ জারি করেছিল। আসন্ন নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর উপনির্বাচনে মমতা শিবিরকে 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'ফুটবল খেলোয়াড়' প্রতীক এবং ঋতব্রত শিবিরকে 'ডেমোক্র্যাটিক তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'খাম' প্রতীক দেওয়া হয়েছে।

এদিনের শুনানিতে মমতার হয়ে সওয়াল করেন কপিল সিবাল। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচন কমিশন জুলাই

সুপ্রিম কোর্ট

মাসেই দুই পক্ষের নথি পেয়েছিল। অথচ দীর্ঘ সময় বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখে উপনির্বাচনের মাঝেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিবালের প্রশ্ন, 'নির্বাচন চলাকালীন কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল? আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না কেন?' তিনি বলেন, চলতি নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ তাঁরা চাইছেন না। তবে আসন্ন পুরভোটের আগে মূল বিতর্কের নিষ্পত্তির জন্য কমিশনকে নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানান তিনি।

প্রধান বিচারপতি অবশ্য মনে করিয়ে দেন, নির্বাচন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে এবং দুই পক্ষ মনোনয়নও জমা দিয়েছে। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, ঘোষিত নির্বাচনি প্রক্রিয়ার মধ্যে কমিশনের অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা এখন বদলানো সম্ভব নয়। তবে সেই ব্যবস্থা নেওয়ার আগে কমিশন প্রাথমিকভাবে যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিল কি না, সেটিই বিচার্য হতে পারে।

অন্যদিকে ঋতব্রত শিবিরের আইনজীবী মুকুল রোহতগি সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার বিরোধিতা করেন। তবে বিচারপতি বাগচী শিবসেনা মামলার প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'শিবসেনা মামলায় দীর্ঘদিন সময় নেওয়ার কী পরিণতি হয়, আমরা দেখেছি।'

যুদ্ধে জড়াবেন না, ভারতকে বার্তা জেলেনস্কির

নিউ ইয়র্ক ও নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : ভারত সহ ৪৭টি দেশের সরকার যেন তাদের নাগরিকদের ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে সেনা হিসেবে যুক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার ৮১ তম অধিবেশনে বক্তৃতায় এই জরুরি বার্তাই দিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

বুধবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'আমি ৪৭টি দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনারা ভালো করে জানেন আপনাদের দেশের মানুষকে নিয়ে রাশিয়া কী করছে। তাঁদের প্রতি খেয়াল রাখুন। কোনওভাবেই তাঁদের অন্য দেশের যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে শেষ হতে দেবেন না। পুতিন যেন এই যুদ্ধে আপনাদের নামাতে না পারেন। তাঁর পরিধি সীমিত করুন। বন্ধ করুন অর্থপ্রবাহ। যুদ্ধ থামান।' জেলেনস্কি যাদের বার্তা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে ভারত ছাড়া রয়েছে নেপাল, ইয়েমেন, কিউবা, বেলারুশ, ঘানা, কেনিয়া, জিম্বাবোয়ে ইত্যাদি রাষ্ট্র।

বিশ্বে ভারতের কৌশলগত প্রভাব, শান্তির পক্ষে অবস্থান নেওয়ার ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে জেলেনস্কি ভারতকে অনুরোধ করেন, নয়াদিল্লি যেন রুশ প্রেসিডেন্টের যুদ্ধংদেহি মনোভাবকে সমর্থন না করে স্থায়ী শান্তির পক্ষে দাঁড়ায়। রাশিয়া কূটনৈতিক কৌশলে ভারতকে টানার চেষ্টা করছে। রাশিয়ার কৌশলকে এড়ানোর ডাক দিয়েছেন তিনি।

ভারত ইতিমধ্যে রাশিয়ার সর্বোচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ করে রুশ সেনাবাহিনী থেকে বহু ভারতীয়কে মুক্ত করে দেশে ফিরিয়ে এনেছে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত। ভুল বুঝিয়ে ভারতীয়দের রাশিয়ার লড়াইয়ের ময়দানে নামানোর বিষয়ে যে আন্তর্জাতিক চক্র কাজ করছে, নয়াদিল্লি তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছে। বিদেশমন্ত্রকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ১৩৯ জন ভারতীয়কে রুশ সেনাবাহিনী থেকে মুক্ত করে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ২৪ জন ভারতীয় এখনও রুশ বাহিনীতে রয়েছেন। রাশিয়া ২২৭ জন ভারতীয়কে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করেছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগেই জানিয়েছেন, যুদ্ধ কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারে না। এটা যুদ্ধের যুগ নয়।

'মরলে মরবে, বাস থামাব না'

নয়ডায় চালকের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার বলি ৯

গ্রেটার নয়ডা, ২৪ সেপ্টেম্বর : একটা পোড়া গন্ধ অনেকক্ষণ ধরে নাকে আসছিল যাত্রীদের। সেকথা বলা সত্ত্বেও কানে ঢোকেনি বাসের চালক ও সহকারীর। শেষে মরিয়া হয়ে কয়েকজন বাস থামাতে বলেছিলেন তাদের। কিন্তু বেপরোয়া চালক ও কনডাক্টর বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বলেছিল, 'মরলে মরবে, বাস এখন থামানো যাবে না।'

চালক ও সহকারীর এহেন দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের বলি হতে হল ৯ জন যাত্রীকে। বুধবার গভীর রাতে যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে চলন্ত বাসে আগুন লেগে কেউ মারা গেলেন দগ্ধ হয়ে, কেউ বা ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে। এফআইআর-এ অভিযোগ, চালক ও কনডাক্টরের চরম গা-ছাড়া মনোভাব এবং পোড়া গন্ধ সত্ত্বেও বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে গাড়ি চালানোর জন্যই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

বুধবার রাত ন'টা নাগাদ দিল্লির কাশ্মীরি গেট থেকে ৩৫ জন যাত্রী নিয়ে মাহোবামুখী রাজ কল্পনা ট্র্যাভেলসের বাসটি রওনা দেয়। রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের ৩৩ নম্বর মাইলফলকের কাছে পৌঁছোতেই চালকের কেবিন থেকে তীব্র পোড়া গন্ধ বেরোতে শুরু করে। আতঙ্কিত যাত্রীরা সঙ্গে সঙ্গে চালক ও কনডাক্টরকে গাড়ি থামিয়ে পরীক্ষা করার অনুরোধ জানান। অভিযোগ, চালক সেই দাবি উড়িয়ে দিয়ে কেবিনে বসেই ধূমপান চালিয়ে যায়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে কনডাক্টর ও চালক উলটে যাত্রীদের ধমক দিয়ে জানিয়ে দেয়, গাড়ি থামাবে না তারা।

এরপরই এসি বিস্ফোরণে ইঞ্জিন-অয়েলে আগুন ধরে যায় এবং মুহূর্তের মধ্যে বিষাক্ত ধোঁয়ায় ঢেকে যায় পুরো কামরা। প্রাণ বাঁচাতে যাত্রীরা হুড়োহুড়ি করে চেষ্টা করতে থাকেন জানলার কাচ ভেঙে বাইরে লাফিয়ে পড়ার। কিন্তু ততক্ষণে আগুনে ঝলসে এবং ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই এক মহিলা সহ ৯ জনের মৃত্যু হয়।

জেওয়ার থানায় এফআইআর দায়ের করে চালক ও কনডাক্টরের বিরুদ্ধে চরম গাফিলতি ও উদাসীনতার অভিযোগ এনেছেন হামিরপুরের বাসিন্দা যাত্রী সুনীল কুমার। পুলিশ ও দমকল পৌঁছোনোর আগেই বাসটি পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বেশ কয়েকজন যাত্রীকে জেওয়ারের কৈলাস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর চম্পট দেওয়া চালক ও কনডাক্টরকে আটক করেছে পুলিশ।

একেবারে উলটো চিত্র পুনেতে। নয়ডায় যেখানে চালকই ভিলেন, সেখানে ছত্রপতির শহরে নায়ক আর এক বাসচালক। বৃহস্পতিবার কাকভোরে মুম্বই-পুনে এক্সপ্রেসওয়েতে উদয়পুর থেকে পুনেগামী একটি বেসরকারি বাসে যান্ত্রিক ত্রুটিতে আগুন লাগলেও চালকের তৎপরতায় প্রাণরক্ষা হয় সব যাত্রীর।

বঙ্গ বিজেপিকে সংঘের সতর্কবার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : কর্পোরেশন ও পুরসভা ভোটের প্রস্তুতির পাশাপাশি দলের অভ্যন্তরীণ সমস্যা মেটানো এবং সংগঠনের পুরনো কর্মীদের ফের সক্রিয় করার উপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে আরএসএস ও বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সমন্বয় বৈঠকে হয়।

দলের অভ্যন্তরের সমস্যা নিয়েও আরএসএসের তরফে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে বলে দাবি সূত্রের। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে গোষ্ঠী কোন্দল, দুর্নীতি এবং তোলাবাজির অভিযোগ উঠছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই জেলা ও মণ্ডল স্তরের একাধিক নেতাকে সাসপেন্ড করেছেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তৃণমূলের বিরুদ্ধে অতীতে মানুষের ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল এমন কয়েক জন নেতার সঙ্গে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের একাংশের ঘনিষ্ঠতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এই সংক্রান্ত রিপোর্ট আরএসএস নেতৃত্বের কাছেও রয়েছে। বৈঠকে সংগঠনের ভাবমূর্তি এবং স্থানীয় নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেও আলোচনা হয়েছে। দীর্ঘদিনের প্রবীণ বিজেপি কর্মীদের ফের সাংগঠনিক কাজে সক্রিয় করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এরই মধ্যে দুর্গাপুজোকে ঘিরে জনসংযোগ কর্মসূচি বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। পুজোর সময় রাজ্যের মানুষের সঙ্গে আরও বেশি করে যোগাযোগ তৈরি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে দলের উপস্থিতি বাড়ানো এবং সংগঠনের কার্যকলাপকে বুথস্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে দল।

আরএসএসের পক্ষে ছিলেন সাধারণ সম্পাদক অরুণ কুমার-সহ শীর্ষ নেতৃত্ব। বিজেপির কেন্দ্রীয় সভাপতি নীতিন নবীন, কেন্দ্রীয় সংগঠন সম্পাদক বি এল সন্তোষ এবং পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গ বিজেপির তরফে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এবং রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী। বৈঠকে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার বিকেলেই দিল্লি পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

ক্ষতির মুখে শাহরুখ খান

বাদশার কোষাগারে টান পড়েছে। ডেটা ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের রিপোর্টে শাহরুখের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১২,৪৯০ কোটি টাকা। আর এই বছর সেই অঙ্কটা নেমে এসেছে ১০,০০০ কোটিতে। অর্থাৎ, মাত্র ১২ মাসের ব্যবধানে তাঁর আর্থিক গ্রাফ নেমেছে ঠিক ২৪৯০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, এই সম্পত্তির হিসেব শুধু সিনেমার পারিশ্রমিক বা বিজ্ঞাপনের আয় দিয়ে হয় না। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাঁর প্রযোজনা সংস্থা 'রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট' এবং আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি 'নাইট রাইডার্স'-এর মতো ব্যবসার আয়ও। আর্থিক সমীক্ষা সংস্থা 'হুরুন ইন্ডিয়া' এই খবর জানিয়েছে।

অবশ্য এত বড় ধাক্কা খাওয়ার পরও ভারতের সবচেয়ে ধনী অভিনেতার তকমাটা তাঁর সঙ্গেই রয়েছে। সমীক্ষার ডেটা বলছে, সম্পত্তির নিরিখে তাঁর ধারেকাছেও কেউ নেই। দ্বিতীয় স্থানে থাকা অমিতাভ বচ্চনের মোট সম্পত্তি ৪০০০ কোটি টাকার। তিন নম্বরে রয়েছেন সলমন খান (৩০০০ কোটি) এবং চার নম্বরে হৃতিক রোশন (২৫০০ কোটি)। অর্থাৎ, ক্ষতি সামলেও প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে বহু যোজন এগিয়ে রয়েছেন তিনি।

রজনীকান্ত বনাম ধনুষ আর হল না

সম্পর্ক এখন ফিকে, তবে শ্রদ্ধা কিন্তু অটুট। থালাইভা রজনীকান্তের সঙ্গে ধনুষের কোনও সম্পর্ক আর নেই। ২০২২ সাল থেকে তিনি আর রজনীকান্তর জামাই নন। ২০০৪ সালে রজনীকান্তর বড় মেয়ে ঐশ্বর্য আর ধনুষের বিয়ে হয়েছিল। প্রায় ১৮ বছর ধরে দাম্পত্যের পরে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু রজনীস্যারের প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর কোনো কমতি নেই।

১৫ অক্টোবর রজনীকান্তর নতুন ছবি রিলিজ হচ্ছে। সে খবর প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে ধনুষ তাঁর ১৬ অক্টোবরের মুক্তি থেকে 'ওম: চ্যাপ্টার ১'কে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। এই অ্যাকশন থ্রিলার যে আসছে, তা সকলেই জানেন। মামুট্টির মতো মহাতারকাও আছেন এখানে। জাতীয় পুরস্কারজয়ী ধনুষ ছাড়াও আরও জাতীয় পুরস্কার বিজেতা কলাকুশলীও আছেন এই টিমে। তবুও রজনীকান্তের প্রতি শ্রদ্ধায় সিদ্ধান্ত বদলালেন ধনুষ।

তাঁর কথায়, "আমাদের প্রিয় রজনীকান্ত স্যারের ছবি ১৫ অক্টোবর আসছে। তাঁর কাজের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতেই 'ওম'-এর মুক্তি আপাতত পিছিয়ে দেওয়া হল।" শুধু রজনীকান্তের ছবিই নয়, এবার দীপাবলির মতো বড় উৎসবের রিলিজ থেকেও নিজেকে সরিয়ে রাখছেন তিনি। কারণ, সেই সময়েও আগে থেকে এক অন্য বড় বাজেটের সিনেমা মুক্তির তালিকায় রয়েছে। ধনুষের মতে, সিনেমার বৃহত্তর স্বার্থে ও সুস্থ প্রতিযোগিতার খাতিরে অন্যান্য ছবির ঘোষিত তারিখকে সম্মান জানানো প্রয়োজন।

আমার ঘর ভাঙছে, দক্ষিণেশ্বরে এসে বললেন গোবিন্দা-পত্নী

অনেকদিন ধরে ঘরের ঝগড়া বাইরে আনছেন গোবিন্দা-পত্নী সুনীতা আহুজা। এবার দক্ষিণেশ্বরে মা কালীকে দর্শন করতে এসে সরাসরি তা জানালেন দর্শকদের। গণপতি উৎসবে লালবাগচা রাজার দর্শনে গোবিন্দা গিয়েছিলেন তাঁর আগামী ছবি রূপার নায়িকা কমল রানিকে নিয়ে। এই কমল রানির সঙ্গে গোবিন্দার পরকীয়া নিয়েই সুনীতা নানা মন্তব্য করে আসছেন। সেদিন গণপতি দর্শেনর সময় কমলের মাথায় আবার সিঁদুর দেখা যায়, সকলেই ভাবতে বসে, তাহলে কি ওঁরা লুকিয়ে বিয়ে করে ফেললেন। পরে দেখা গেল গণপতিকে প্রণাম করার সময় দেবতার পায়ে থাকা সিঁদুরই তাঁর মাথায় লেগেছে, গোবিন্দা বা অন্যদের মাথায়ও তার উপস্থিতি দেখা গিয়েছে। ওঁরা কেউই বিয়ের কথা কিছু বলেননি। এই আবহে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন গোবিন্দা-পত্নী সুনীতা। তিনি পুজো দিয়ে বেরিয়ে উপস্থিত সকলকে বলেছেন, আমার জীবনেও কিছু অসুর আছে, আমি চাই মা তার বিনাশ করুন। আমার ঘর ভাঙতে বসেছে কোনও কারণ ছাড়াই। আমার সঙ্গে যা হচ্ছে, তা ভালো হচ্ছে না। আমি চাই মা তার হিসাব বুঝে নিন, এর বিচার করুন ...আপনারা আমার পাশে দাঁড়ান।

একনজরে সেরা ৫

আবার আরিয়ান

শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান পরিচালনায় ডেবিউ করেছিলেন ব্যাডস অফ বলিউড সিরিজ দিয়ে। নেটফ্লিক্সে এই সিরিজের সাফল্যের পর পরের সিজনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছেন আরিয়ান। এবারের গল্প আগের থেকে আলাদা ও নতুন হবে। শুটিং শুরু হতে পারে আগামী বছর মার্চ থেকে। প্রথম ভাগের তারকারাই থাকবেন এই ভাগে।

কল্কিতে নাসিরুদ্দিন

কল্কি ২৮৯৮ এডির সিক্যুয়েলে প্রভাস, অমিতাভ বচ্চন, কমল হাসানের সঙ্গে দেখা যেতে পারে নাসিরুদ্দিন শাহকে। আগামী বছর মার্চ থেকে তিনি শুটিং শুরু করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। তাঁর চরিত্রটি ছোট তবে গুরুত্বপূর্ণ। শোনা গিয়েছে, তিনি কৃষ্ণ চরিত্রটি করতে পারেন।

স্পাই আয়ুষ্মান

আকাশ এ কৌশিক পরিচালিত কমেডি ছবি উড়তা তির-এ এক পাকিস্তানি গুপ্তচরের চরিত্রে আছেন আয়ুষ্মান খুরানা, নায়িকা সারা আলি খান। খুরানার চরিত্র পাকিস্তান থেকে আসা এক গুপ্তচরের। ভারতে আসার পর থেকেই তাকে ঘিরে ঘটতে থাকে নানা ঘটনা। এই চরিত্রে অভিনয় খুব কঠিন হয়েছে বলে খুরানা বলেছেন।

পরিচালকের লক্ষ্মীলাভ

পরিচালক রাজা চন্দ ও অভিনেত্রী পিয়ান সরকারের ঘরে কন্যাসন্তান এল। সন্তানের জন্য শুটিং থেকে দূরে ছিলেন পিয়ান, রাজার জন্মদিনে কেক কাটার কিছু মুহূর্ত শেয়ার করে রাজাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন পিয়ান, তখনই তাঁর মা হবার কথা জানা যায়। এই খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া হয়েছে। সহকর্মী, বন্ধুরা তাঁদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

নতুন বিতর্ক

ইন্ডিয়াজ গট ল্যাটেন্ট-এর এক পর্বে এসেছিলেন মুকেশ ছাবড়া, নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি, ভুবন বাম, কৌস্তুভ আগরওয়াল। সেখানে মুকেশ আশালীন ভাষা ব্যবহার করেন, তাতে আবার যৌন ইঙ্গিতও ছিল। তাই এঁদের সকলের বিরুদ্ধে এবং শো-এর প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সের কনটেন্ট চিফ মণিকা শেরগিলর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন এক ব্যক্তি।

বাঙালির সেরা পার্বণে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

নিম্নলিখিত এলাকা থেকে পুজো উদ্যোক্তারা অংশ নিতে পারবেন
দার্জিলিং–শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, খড়িবাড়ি
জলপাইগুড়ি–জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি, লাটাগুড়ি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, ওদলাবাড়ি
আলিপুরদুয়ার–আলিপুরদুয়ার, সোনাপুর, ফালাকাটা, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা কোচবিহার–কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ
উত্তর দিনাজপুর–রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, ইসলামপুর, করণদিঘি, চোপড়া
দক্ষিণ দিনাজপুর–বালুরঘাট, পতিরাম, হিলি, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর মালদা–ওল্ড মালদা, ইংরেজবাজার, গাজোল।

পুরস্কার
প্রথম ১৫,০০০/– | দ্বিতীয় ৭,৫০০/– | তৃতীয় ৫,০০০/–

প্রতি জেলা থেকে ১টি ক্লাবকে কম বাজেটের সেরা পুজোর জন্য পুরস্কৃত করা হবে
পুরস্কার মূল্য ৫,০০০/– সঙ্গে থাকবে স্বীকৃতি স্মারক

প্রতিটি জেলার ৩টি শ্রেষ্ঠ পুজোকে শারদ সম্মানে ভূষিত করবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।
মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, পরিবেশ– এই বিষয়গুলিই বিবেচিত হবে।
কোন কোন পুজো 'শারদ সম্মান–১৪৩৩'–এ প্রাথমিক তালিকাভুক্ত হচ্ছে তা জানতে পড়ুন উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আপনার পুজোকে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক তালিকাভুক্তির জন্য যা যা করতে হবে

এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হবে না। পরিষ্কার হরফে আবেদনপত্র আয়োজক সংস্থার নিজস্ব লেটার প্যাডে পূরণ করে জমা দিতে হবে ৪ অক্টোবরের মধ্যে। আবেদনপত্রের সঙ্গে পথনির্দেশিকা দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুজোর মণ্ডপে চোখে পড়ার মতো জায়গায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর (৫x৩ ফুট) ব্যানার টাঙিয়ে রাখতে হবে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য একাধিক ফোন নম্বর দিলে ভালো হয়।

পুজো কমিটির নাম .... ঠিকানা ....
....
যোগাযোগের প্রতিনিধি .... ফোন .... মোবাইল ....
পুজোর থিম (থাকলে) ....
মণ্ডপশিল্পী .... প্রতিমাশিল্পী .... আলোকশিল্পী ....
পুজোর ব্যয়বরাদ্দ................................
উপরের সমস্ত তথ্য আমার/আমাদের কমিটির বিশ্বাস মতে সত্য। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত শর্ত মেনে চলতে বাধ্য রইলাম।
অনুমোদিত স্বাক্ষর এবং সিল

শ্রেষ্ঠ পুজো নির্বাচনের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

আবেদন পাঠান এই ঠিকানায় - উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১ অথবা মেল করুন ubssharodsamman@gmail.com 9735739677

PLATINUM SPONSOR
UTTORA GOOD LIVING GOT BETTER | Luxmi

GOLD SPONSOR
DR. P. K. SAHA HOSPITAL
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
PKSH care & compassion
1st Hospital in Coochbehar with NABH Pre Accredited

SILVER SPONSOR
BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
CBSE Affiliation No. 2430164
MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR

জ্ঞানেশের কুশপুতুল দাহ

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের একনায়কতন্ত্র চালানোর অভিযোগে গোটা দেশ উত্তাল। জ্ঞানেশের গ্রেপ্তারের দাবিতে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে বিক্ষোভে শামিল হল দার্জিলিং জেলা যুব কংগ্রেস।

হাসমি চকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কুশপুত্তলিকা দাহ করার পাশাপাশি যুব কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা রাস্তায় বসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তোলা হয়। রাজ্যে এসআইআরের নামে যোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বিজেপিকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন বলে কংগ্রেসের অভিযোগ।

যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি রোহিত তিওয়ারি বলেন, 'গোটা দেশে যে ভোট চুরি হয়েছে, তা রাহুল গান্ধি প্রথম থেকে বলে আসছিলেন। সেটা আজ প্রমাণিত হয়ে গেল। গোটা দেশ জেনে গিয়েছে জ্ঞানেশ কুমার কীভাবে ভোট চুরি করেছেন। অবিলম্বে তাই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে গ্রেপ্তার করতে হবে।'

সুচ-সুতোয় গল্প বলেন...

নট আউট ৮৯ বাসন্তী

বয়সের ভারে হাতের চামড়া ঝুলে পড়েছে। দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ। তবু কাপড়ের উপর সুচ চালাতে বসলে সেই হাত থামে না। কখনও ঘোড়া-পালকিতে বর-বৌয়ের যাত্রা, কখনও তুলসীমঞ্চের সামনে প্রদীপ হাতে মহিলাদের প্রার্থনা, আবার কখনও ঢেঁকিতে ধান ভানার ছবি। ৮৯ বছর বয়সেও সুচ-সুতোয় এমনই নানা গল্প ফুটিয়ে চলেছেন সুভাষপল্লির বাসন্তীদেবী কর্মকার। আলাপচারিতায় **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

কাঁথা স্টিচে নিজের হাতে শাড়ি তৈরি করেন। একটি তৈরি করতে লেগে যায় অন্তত এক বছর। দুই-আড়াই মাসে একটি ব্লাউজের কাজ শেষ হয়। বাসন্তীর সুচালো জাদুর কাঠি ছুঁইয়ে দেওয়া রেডিমেড ব্লাউজ, ব্লাউজের পিস, দেওয়ালে ঝোলানোর সজ্জা শহর ছাড়িয়ে ভিনরাজ্যেও বিক্রি হয়েছে।

বাসন্তীর জন্ম বাংলাদেশের ঢাকা জেলায়। ছোট বয়সেই বাবাকে হারান। ছয় বছর বয়সে কাকা ও খুড়তুতো দাদাদের হাত ধরে জলপাইগুড়িতে আসেন। সেখানেই বড় হয়ে ওঠা। লেখাপড়া খুব বেশি শেখা হয়নি। তবে সেলাই-ফোঁড়াই শিখেছিলেন মন দিয়ে।

এক জেঠুর মেয়ে বেনারসে চাকরি করতেন। তাঁর কাছেই 'হাতেখড়ি'। জলপাইগুড়িতে এলে উল-সুতো নিয়ে আসতেন বাসন্তীর জন্য। তখন হাতে কাঁটা না থাকায় ছাতার শিক কেটে কাঁটা তৈরি করে উল বুনতেন বাসন্তী। দিদি দর্জির দোকান থেকে টুকরো কাপড় এনে দিতেন। সেই কাপড়েই চলত সেলাই শেখা।

পাড়ার একটি মেয়েকে একবার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ছবি কাপড়ে সেলাই করে ফুটিয়ে তুলতে দেখে বাসন্তীরও ইচ্ছে হয় এমন কাজ করার। দিদির উৎসাহে শুরু হয় চেষ্টা। দিদি তাঁকে বলেছিলেন, হাতের কাজ ভালো। বেনারসে নিয়ে গিয়ে আরও কাজ শেখাবেন। কিন্তু সেই যাওয়া আর হয়নি।

১৫ বছর বয়সে শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির বীরেন্দ্রনাথ কর্মকারের সঙ্গে বিয়ে হয়। বড় যৌথ পরিবারে সংসারের চাপে কিছুদিন সেলাই বন্ধ ছিল। পরে বড় মেয়ের জামাকাপড় তৈরি করতে করতে আবার কাজে ফেরেন। প্রতিদিন সংসার সামলে রাতে অন্তত এক ঘণ্টা সেলাই করতেন। ৩০ বছর বয়সে জমানো টাকা দিয়ে মেশিন কেনেন।

স্বামী মারা যাওয়ার পর সংসারের হাল আরও শক্ত করে ধরতে হয়। ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়ার পর, ৬০ বছর বয়সে হাতের কাজেই পুরোপুরি মন দেন বাসন্তী।

এখন কোনও কাগজ বা ছবিতে মনের মতো নকশা দেখলে, তা কাপড়ে ফুটিয়ে তোলেন। কখনও কাউকে দিয়ে নকশা এঁকে নেন, তারপর চালান সুচ-সুতো। বর্তমানে একটি কাপড়ে 'সারদা দেবী'র ছবি তুলছেন। কয়েকমাস আগে এক নায়িকার শাড়ির পাড়ের ডিজাইনও মনে ধরেছিল। সেটিও নিজের মতো করে কাপড়ে তুলতে বসেছেন।

মেয়েরা সুযোগ পেলেই মায়ের পাশে এসে বসেন। দেশবন্ধুপাড়ার গোপা দাসও মাঝেমধ্যে এসে আড্ডা দেন, কখনও ছবি এঁকে সাহায্য করেন। বাসন্তীর কথায়, 'আমাকে সবাই ভীষণ ভালোবাসে, সেই কারণেই তো এখনও এভাবে কাজ করতে পারছি। আমার তৈরি ব্লাউজ, ব্লাউজের পিস বিক্রি হচ্ছে। মেয়েরাই সব ব্যবস্থা করে। আমার কাছে কাজই আমার পুজো।'

সেলাইয়ের পাশাপাশি পুতুল তৈরি, উলের কাজ আর রান্নাবান্নাতেও পটু বাসন্তী। ঘুরতে বড্ড ভালোবাসেন। মেয়ে সীমা কর্মকারের কথায়, 'মায়ের হাতের মুড়োঘণ্ট, মাছের ঝোল, আচার, আমসত্ত্বের তুলনা নেই।'

বাসন্তীর কাজ সকলের সামনে তুলে ধরতে ছোট মেয়ে চন্দনা পুরকায়স্থ দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর হলে দু'দিনের একটি প্রদর্শনী আয়োজন করেছেন। সেই নিয়ে এখন ভীষণ উৎসাহিত বাসন্তী।

আমাকে সবাই ভীষণ ভালোবাসে, সেই কারণেই তো এখনও এভাবে কাজ করতে পারছি। আমার তৈরি ব্লাউজ, ব্লাউজের পিস বিক্রি হচ্ছে। মেয়েরাই সব ব্যবস্থা করে। আমার কাছে কাজই আমার পুজো।

হিন্দু সম্মেলনে রাজ্যপাল

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : রাম মন্দির আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি অশোক সিংহলের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে শিলিগুড়িতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন সিকিমের রাজ্যপাল ওমপ্রকাশ মাথুর, মুখ্য বক্তা হিসাবে থাকবেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সম্পাদক অশোক তিওয়ারি।

সেবক রোডের পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাসের উলটো দিকে একটি হোটেলে অশোক সিংহলের জন্ম শতবর্ষের সূচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসল, পরিষদের শিলিগুড়ি জেলার সভাপতি সুদীপ্ত মজুমদার বিষয়টি জানান। লক্ষ্মণ বনসল বলেন, 'উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৫০০ কার্যকর্তা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানের মুখ্য বক্তা অশোক তিওয়ারি দীর্ঘদিন অশোক সিংহলের সঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হয়ে কাজ করছেন।'

জেলা সভাপতি সুদীপ্ত মজুমদার বলেন, 'গোটা বছরজুড়ে জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সে সব অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। পুজোর পর থেকে টানা অনুষ্ঠান হবে। অনুষ্ঠানে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ধর্মের ধর্মগুরুদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।' বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি অশোক সিংহলের জীবনী তুলে ধরা হবে।

গয়না ও টাকা চুরি

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : শহর শিলিগুড়িতে ফের রাতের অন্ধকারে ফাঁকা বাড়িতে চুরি হল। বুধবার গভীর রাতে আদর্শনগরে এই ঘটনা ঘটে। লক্ষাধিক টাকার অলংকার এবং বেশকিছু টাকা চুরি হয়েছে বলে পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে। রিংকু ঘোষ বলেন, 'বুধবার রাতে আমরা পাশের বাড়িতে ঘুমোতে গিয়েছিলাম। বৃহস্পতিবার সকালে এসে দেখি, ঘরের তালা ভাঙা। ঘরের ভেতরে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়েছিল।' তিনি আরও বলেন, 'হার্টের সমস্যার জন্য মাঝেমাঝেই আমার স্বামীকে নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে হয়। চিকিৎসার জন্য রিপোর্টের ভেতরে কিছু টাকা রাখা ছিল। চোরেরা টাকা নিয়ে রিপোর্টের কাগজগুলো ফেলে দিয়ে গিয়েছে।'

নিয়োগ দাবি

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : একাধিক দাবিকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার ইলেক্ট্রিসিটি স্টেকহোল্ডার ইউনিটি অ্যান্ড প্রোটেকশন অ্যাসোসিয়েশনের তরফে শিলিগুড়ির দুই মাইলে পাওয়ারহাউসের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এরপর পাঁচ দফা দাবিতে স্মারকলিপিও জমা দেন তাঁরা। এদিনের স্মারকলিপিতে শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার দাবি সহ অস্থায়ী কর্মীদের পিএফ, ইএসআই, বোনাস ও গ্র্যাচুইটি নিশ্চিত করার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়।

বিরামহীন বৃষ্টিতে থমকে সংস্কার

পুজোর পথেও কি হোঁচট ভবিতব্য?

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : টানা বৃষ্টির জেরে শিলিগুড়ি শহরের বেহাল রাস্তা সংস্কারের কাজ থমকে। ফলে পুজোর আগে শহরের সমস্ত বেহাল রাস্তা সংস্কার সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে চিন্তায় ঠিকাদার থেকে পুরকর্তারা। তবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস শনিবার থেকে বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে।

গ্যাংটক আবহাওয়া দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবপ্রিয় রায় বলছেন, 'নিম্নচাপে পরিস্থিতিতে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটায় তিনদিন ধরে বৃষ্টি চলছে। তবে বর্তমান যা পরিস্থিতি তাতে ৪৮ ঘণ্টা পর আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটবে।'

শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। রাস্তাগুলি বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে টানা বৃষ্টির জেরে। কোথাও রাস্তার মাঝে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে, আবার কোথাও সম্পূর্ণ রাস্তাই ভেঙে চুরমার। যা নিয়ে নাগরিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকেই দ্রুত রাস্তা সংস্কারের জোরালো দাবি উঠছে। জনরোষ আঁচ করতে পেরেই প্রশাসক পরিচালিত পুর বোর্ড রাস্তা সংস্কারের জন্য পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রথম দফার ১৯টি ওয়ার্ডের রাস্তা সংস্কারের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়। চলতি মাসের ১০ তারিখ থেকেই সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডগুলিতে সংস্কারের কাজ শুরু হয়। বেশ কিছু এলাকায় রাস্তার বেহাল অংশে মাটি ও পুরোনো স্তর খুঁড়ে নতুন করে পাথর ও বালি পাতার কাজ করা হয়। কলেজপাড়া ও সুভাষপল্লি সহ আরও কিছু এলাকায় কাজ আরও কিছুটা এগিয়ে পিচের প্রলেপের প্রস্তুতিও শুরু হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে বাকি ২৮টি ওয়ার্ডের রাস্তা সংস্কারের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার জারি হতে চলেছে। পুজোর আগে সমস্ত রাস্তার সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কিন্তু অবিরাম বৃষ্টিতে সংস্কারের সমস্ত কাজ থমকে গেছে। পুরকর্তারা জানিয়েছেন, বৃষ্টির জেরে আপাতত কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে এবং আবহাওয়া দপ্তরের দৈনিক রিপোর্টের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। সেই রিপোর্টের পরিস্থিতি বিচার করেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। তবে মনে করা হচ্ছে, আগামী শনিবারের আগে নতুন করে সংস্কারের কাজ পুনরায় শুরু করা কোনওভাবেই সম্ভব হবে না। তবে বর্তমান আবহাওয়ায় চরম বিপাকে পড়েছেন বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদাররা। ১০ থেকে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তা সংস্কারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার স্নেহেশ দত্ত জানান, বৃষ্টির কারণে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং বাধ্য হয়েই কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছে। ৩৬ থেকে ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাজের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদার মৃদুল সাহা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, 'যদি শনিবার পর্যন্ত একটানা বৃষ্টি চলতে থাকে, তবে আগামী সোমবারের আগে কাজে হাত দেওয়া সম্ভব নয়। হাতে সময় এমনিতেই অত্যন্ত কম, আর এই পরিস্থিতিতে যদি পুনরায় আবহাওয়ার অবনতি ঘটে, তবে পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠবে।'

জোরকদমে শুরু হয়েছিল শহরের রাস্তা সংস্কার। -ফাইল চিত্র

অন্যদিকে, সমস্ত আশঙ্কার মাঝেও পুরনিগমের আধিকারিকরা কিছুটা আশাবাদী। তাঁদের দাবি, এখনও হাতে অনেকটাই সময় রয়েছে। ফলে আবহাওয়া ঠিক হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। তবে নাগরিকদের মনে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে যে, যদি নতুন করে ফের আবহাওয়ার অবনতি হয়, তবে তার মোকাবিলায় পুরনিগমের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা কী? সঠিক উত্তর নেই পুরনিগমের কাছেও।

অবৈধ হোর্ডিং চিহ্নিতকরণে বিপত্তি

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন প্রান্তেই বড় বড় বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং নজরে পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞাপনী মোড়কে কোন হোর্ডিংটি কর ফাঁকি দিয়ে লাগানো, তা বোঝা যায় না। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এমন তথ্য পুরনিগমের কাছেও নেই। যা জানতে পেরেই পুর কমিশনার বীরবিক্রম রাই সম্প্রতি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশের পরই জিও ট্যাগিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। তবে এরই মাঝে নতুন করে বিপত্তি বেঁধেছে।

ওই বিভাগের দুই কর্মীকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তবে শূন্যপদে নতুন করে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ফলে প্রশ্ন উঠছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কী পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করা সম্ভব হবে? খোদ বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্মী ও আধিকারিকরাও এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন। যদিও সংবাদমাধ্যমের কাছে কেউ মুখ খুলতে চাননি। অন্যদিকে এ নিয়ে পুর কমিশনারকে ফোন করা হলেও তিনি না ধরায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সম্প্রতি বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে পুর কমিশনার পূর্ণাঙ্গ তথ্য চেয়েছিলেন। তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীরা সেই তথ্য তুলে ধরতে অপারগ হওয়ায় কমিশনার বেজায় চটে যান। এরপরই তিনি ১৫ দিনের সময় বেঁধে তালিকা তৈরির নির্দেশ দেন। সেইমতো কাজ শুরু হয়। তবে বৃহস্পতিবার আচমকাই ওই বিভাগের দুই কর্মী সঞ্জীব দেবনাথ ও সম্রাট ঘোষকে বদলি করা হয়। সঞ্জীবকে পাঁচ নম্বর বরোতে বদলি করা হয়। অন্যদিকে সম্রাটকে অ্যাসেসমেন্ট বিভাগে পাঠানো হয়েছে। তবে শূন্যপদে নতুন করে কাউকে দায়িত্ব না দেওয়ায় সেখানে বর্তমানে মাত্র দুজন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বিভাগীয় আধিকারিক, অপরজন ডেটা এন্ট্রি অপারেটর। এই পরিস্থিতিতে জিও ট্যাগিংয়ের কাজ কতটা সহজ হবে, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

পুরনিগম সূত্রে খবর, শহরজুড়ে মাত্র ৩৯০টি বৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং রয়েছে। তাই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে শহরজুড়ে থাকা বিভিন্ন বহুতলের ছাদে থাকা অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ের বিরুদ্ধে কেন পদক্ষেপ করা হচ্ছে না? ঘটনা প্রসঙ্গে একাংশ আধিকারিকের দাবি, অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং কোনটি তা চিহ্নিত করেই তবে পদক্ষেপ করা হবে। সেক্ষেত্রে একটি স্পেশাল টিম পথে

বিজ্ঞাপন বিভাগে কর্মীসংকট

নামতে চলেছে। তবে কবে থেকে সেই টিম কাজ শুরু করবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

এক আধিকারিক জানিয়েছেন, জিও ট্যাগিংয়ের কাজ শেষ হলে তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংগুলি চিহ্নিত করা হবে। পরবর্তীতে পুর কমিশনারের নির্দেশমতো পদক্ষেপ করা হবে। সেইসঙ্গে আগামীতে বৈধ হোর্ডিং চিহ্নিত করতে যাতে সমস্যা না হয়, সেক্ষেত্রে প্রতিটি সংস্থাকে নয়া নির্দেশিকাও দেওয়া হয়েছে। তাতে স্পষ্ট করা হয়েছে, প্রতিটি বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার নাম, ফোন নম্বর সহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরতে হবে। তবে প্রশাসক পরিচালিত পুর কর্তৃপক্ষের এহেন নির্দেশ কতটা কার্যকরী হবে, তা অবশ্য প্রশ্নাতীত নয়।

বিএমএসের নামে কাজ দাবি

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় মজদুর সংঘের (বিএমএস) নাম করে সরকারি দপ্তরে গিয়ে কাজ দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শিলিগুড়ির অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিকের (এআরটিও) অফিসে গত কয়েক দিন ধরে এমন ঘটনা ঘটছে। অতিরিক্ত পরিবহণ আধিকারিক বিশ্বজিৎ দাস বলেছেন, 'গত শুক্রবার কয়েকজন এসে বিএমএস বলে দাবি করে একটা প্যাডে চিঠি দিয়ে কাজ দিতে হবে বলে দাবি করেছে। আমি ওঁদের বলেছি যে, আমি কীভাবে কাজ দেব? অফিসে সরকারি কর্মচারীরা কাজ করেন। আপনারা মানুষকে সহযোগিতা করার থাকলে, অফিসের বাইরে গিয়ে করুন।' কিন্তু তার পরেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি বলে তাঁর দাবি।

বিষয়টি নিয়ে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ এবং পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের কাছে নালিশ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এআরটিও। পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেছেন, 'সরকারি অফিস নিজের নিয়ম মেনে চলবে। সেখানে বাইরের কেউ সমস্যা করার কথা নয়। দপ্তরের আধিকারিকরা অভিযোগ জানালে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।' বিএমএসের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক মিহিরবরন হালদারের বক্তব্য, 'সব অফিসে আমরা ধীরে ধীরে সংগঠন তৈরি করছি। তবে, পরিবহণ দপ্তরে কে বা কারা গিয়ে এসব করেছে জানা নেই। তাঁদের নাম জানা গেলে সংগঠনের কেউ কি না, সেটা বলা সম্ভব হবে।'

প্রতারণা

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : ম্যাট্রিমনি সংস্থার নাম করে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা তোলার অভিযোগে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ওই ঘটনায় আরও দুই তরুণীকে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়ির শক্তিগড় ৫ নম্বর রাস্তার একটি অ্যাপার্টমেন্টে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করে পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া মহিলা বিহারের বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। আটক দুই তরুণী শক্তিগড় এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি ম্যাট্রিমনি সংস্থার নাম করে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হত। পাত্র-পাত্রীর ছবি ও বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হত। তারপর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাত্র-পাত্রীর ছবি বা তথ্য দেওয়া হত না বলে অভিযোগ।

পুলিশের দাবি, যে ম্যাট্রিমনি সংস্থার নাম ব্যবহার করে টাকা তোলা হচ্ছিল, সেই সংস্থার ম্যানেজারেরও খোঁজ শুরু হয়েছে। ধৃত মহিলাকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হবে। ঘটনায় আর্থিক লেনদেন, সংস্থার পরিচয় এবং অভিযুক্তদের ভূমিকা খতিয়ে দেখছে এনজেপি থানার পুলিশ।

নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে আলোচনা সভা।

রোবোটিক প্রযুক্তিতে হাঁটু প্রতিস্থাপন

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ির নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল সর্বাধুনিক রোবোটিক হাঁটু প্রতিস্থাপন চিকিৎসা পরিষেবা। এই নতুন পরিষেবার বিষয়ে আলোচনা করতেই বৃহস্পতিবার হাসপাতালের নতুন সেমিনার হলে বিশেষজ্ঞদের একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ফেসিলিটি ডিরেক্টর ডাঃ সঞ্জীব সরকার, অর্থোপেডিক ও জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট বিশেষজ্ঞ ডাঃ সব্যসাচী ঘোষ, ডাঃ বিশাল পাখরিন ও ডাঃ বিকাশ মোদি।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, অত্যাধুনিক রোবোটিক প্রযুক্তির সহায়তায় সার্জনরা এখন প্রতিটি রোগীর হাঁটু বা হাড়ের নিজস্ব গঠন অনুযায়ী সূক্ষ্ম এবং নিখুঁতভাবে অস্ত্রোপচার করতে সক্ষম হচ্ছেন। ইতিমধ্যে এই প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে কয়েকটি সার্জারি তাঁরা করে ফেলেছেন। রোবোটিক সার্জারির ফলে সাধারণ সার্জারির তুলনায় রোগী কম ব্যথা পান এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন।

উত্তরবঙ্গ ও তার আশপাশের অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জন্য এটি এখন একটি বড় স্বস্তি। এই উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য এখন আর বাইরে যেতে হবে না।

বিশ্ব পর্যটন দিবসে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে ফেডারেশন অফ বেঙ্গল হোটেলিয়ার্স এবং রাজ্য সরকারের পর্যটন বিভাগের তরফে আগামী ২৬ এবং ২৭ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি কলেজের মাঠে রক ক্লাইম্বিং, জিপ লাইন, লো রোপস কোর্স, কমান্ডো নেট ক্লাইম্বিং, ফ্রেন্ডশিপ ল্যাডার, রাইফেল শুটিং, রোলার, ট্র্যামপোলিন, আর্চারি, বাউন্সি কাসল, গ্রাউন্ড অবস্টাকল কোর্স সহ বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের আয়োজন করা হবে। একদম বিনামূল্যে এই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসগুলিতে অংশগ্রহণ করা যাবে।

২৬ তারিখ সকালে শিলিগুড়ি কলেজের মাঠে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের উদ্বোধন হবে। এরপর বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হবে। বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে শোভাযাত্রাটি শিলিগুড়ি কলেজের মাঠে এসে শেষ হবে। সকাল ১১টা থেকে বাঘা যতীন ক্লাবে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠান শেষে কলেজের মাঠে স্ক্রিন লাগিয়ে অ্যাডভেঞ্চারধর্মী সিনেমা দেখানো হবে।

ফেডারেশন অফ বেঙ্গল হোটেলিয়ার্স-এর সহ সম্পাদক উজ্জ্বল ঘোষ জানান, '২৬ তারিখের অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ এবং স্কুলমন্ত্রী দীপক বর্মনের উপস্থিত থাকার কথা। আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুষ্ঠানের প্রচার চালাচ্ছি যাতে সমস্ত মানুষ অনুষ্ঠানের বিষয়ে জানতে পারেন।'

২৭ তারিখ সকাল ৬টায় 'রান ফর ট্যুরিজম'-এর আয়োজন করা হবে। প্রায় ১৬ কিলোমিটারের এই দৌড় প্রতিযোগিতায় পুরুষ এবং মহিলা বিভাগ থাকবে। দুই বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারীদের ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। দ্বিতীয় স্থানাধিকারীদের ১৫ হাজার এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীদের ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। ওইদিন বিকেলেই 'রান ফর ক্লিন অ্যান্ড গ্রিন এনভায়রনমেন্ট'-নামক একটি দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা রয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মেডেল দেওয়া হবে।

শংকর বলেন, 'এর আগে লাটাগুড়িতে এই ধরনের অনুষ্ঠান হয়েছিল। চলতি মাসের ২৬ এবং ২৭ তারিখ শিলিগুড়িতে এই অনুষ্ঠান হবে।'

কোর্টের তথ্য পাচারে সিভিক ভলান্টিয়ার ধৃত

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৪ সেপ্টেম্বর : টাকার বিনিময়ে আদালতের গোপন নথি ও তথ্য পাচারের এক মারাত্মক চক্রের পর্দা ফাঁস করল কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ। গোপন মামলার নথি চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেলিম রব্বানি নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে। দীর্ঘদিন ধরে আদালতে কর্মরত থাকার সুবাদে পুলিশ ও একাধিক আইনজীবীর কাছে তিনি মামলার সংবেদনশীল নথি বিক্রি করতেন বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই ধৃতের মোবাইল ফোনটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং সেটিকে ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হচ্ছে। তদন্তে নেমে সেলিমের সঙ্গে যুক্ত অন্তত ৫০ জনের একটি তালিকা তৈরি করেছেন গোয়েন্দারা। কার কার সঙ্গে তিনি বেআইনি আর্থিক লেনদেন চালাতেন, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু হয়েছে।

মামলার সরকারি আইনজীবী জ্যোতির্ময় বর্মন বলেন, 'আদালতে কর্মরত এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে তথ্য চুরি ও পাচারের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় নির্দিষ্ট দুটি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।'

বুধবার সন্ধ্যায় আদালতেই ছিলেন সেলিম। সেখান থেকে তাঁকে পুলিশ কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায়। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের পর রাতে কোচবিহার-১ ব্লকের টাপুরহাটের বাসিন্দা সেলিমকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কোচবিহার আদালতের কোর্ট ইন্সপেক্টরের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই কোতোয়ালি থানা এই পদক্ষেপ করে। গত প্রায় এক দশক ধরে আদালত চত্বরে কর্মরত ছিলেন সেলিম। সেখানে মামলার নথিপত্র রাখার রেকর্ড রুমে দেখভালের দায়িত্বে থাকার সুবাদে প্রভাব খাটিয়ে দিনের পর দিন এই কারবার চালাতেন তিনি বলে অভিযোগ।

তদন্তে উঠে এসেছে এক বিস্ফোরক তথ্য। কোনও মামলায় পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পর যাবতীয় নথি আদালতে পৌঁছাতেই অভিযুক্তদের আইনজীবীদের কাছে তা মোটা অঙ্কের বিনিময়ে পাচার করে দিতেন সেলিম। তদন্তের ফাঁকফোকর ও ধারা সম্পর্কে আগাম তথ্য পেয়ে যাওয়ায় আদালতে জামিনের ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা পেতেন অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীরা। এমনকি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চার্জশিট জমা পড়া আটকাতেও তিনি কোনও কলকাঠি নাড়তেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তদন্তকারীদের বক্তব্য, এই চক্রে সেলিম একা নয়, এর শিকড় অনেক দূর বিস্তৃত। বুধবার সন্ধ্যায় সেলিমকে কোতোয়ালি থানায় এনে টানা জেরা করেন শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, একটি ফাঁড়ির এক এএসআই-কেও এদিন থানায় ডেকে জেরা করা হয়। সেলিমের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩০৩ (২) ও ৩১৬ (৫) ধারায় চুরি এবং অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের মামলা রুজু হয়েছে। বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

শরতের সিকিমে তুষারের ক্যানভাস

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : শরতের আকাশে পেঁজা তুলোর পরিবর্তে যখন কালো মেঘের ঘনঘটা, তখন বৃষ্টির হাত ধরেই সিকিমের আকাশে ঘটেছে রূপান্তর। কালো মেঘের চাদর সরিয়ে তুষারকণা ঝরে পড়েছে নাথু লা, মুগুথাংয়ের মাটিতে। বৃষ্টির জলে টইটম্বুর তিস্তা-রঙ্গিতের মোহময়ী কোল ঘেঁষে শিউলিঝরা ভোরে সাদা কাশফুলের আলগোছে দোলা যেমন দেবীপক্ষের আগমনী বার্তাকে নিবিড় করে তুলছে, তেমনই দুর্যোগজ্বালাকে পেছনে ফেলে সিকিমের পাহাড়চূড়ায় তুষারকণার শ্বেতশুভ্র চাদর হয়ে ওঠা যেন পুজো পর্যটনে পর্যটকদের নতুন করে হাতছানি দিচ্ছে। দুর্যোগের মন খারাপের দিনে প্রকৃতিই যেন সুদিনের বার্তা দিচ্ছে পাহাড় এবং পাহাড়ি পর্যটনকে। এ যেন দুর্দিনে এক চিলতে রোদ্দুর।

তুষারকণায় ঢেকেছে মুগুথাংয়ের রাস্তা। বৃহস্পতিবার।

নাহলে টানা ক'দিন ধরে অঝোর ধারায় যেখানে বৃষ্টি, কিছুটা হলেও বিপর্যস্ত জনজীবন, সেখানে কেনই বা তুষারপাত ঘটবে? পূর্ব সিকিমের নাথু লা ও সাউথ লোনাক লেক সংলগ্ন উত্তর সিকিমের মুগুথাং, কালা পাহাড়ের পাশাপাশি জিরো পয়েন্টে বৃহস্পতিবার যে তুষারপাত ঘটেছে, তার পেছনে কিন্তু টানা বৃষ্টির প্রভাবই খুঁজে পাচ্ছেন আবহবিদরা। প্রশ্ন জাগে, শরৎকালেই কি তবে লুকিয়ে রয়েছে এ বছরের শীতের পূর্বাভাস? আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, টানা কয়েকদিনের নাগাড়ে বৃষ্টি আর মেঘের চাদরে ঘেরা আকাশের জেরে পারদ নেমে গিয়েছে হুড়মুড়িয়ে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার পথ প্রশস্ত করে সিকিমের উচ্চ হিমালয়ের গিরিপথে জমে উঠছে বরফকণা। বৃষ্টি কমলেই পাহাড়ি উপত্যকায় শীতের আমেজ আরও জাঁকিয়ে বসবে, ফলে আগামীদিনগুলোতেও উত্তর সিকিমের উঁচু নতুন নতুন এলাকাতেও তুষারপাতের সম্ভাবনা প্রবল। সিকিমে এই বরফ ঝরার খবর ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় নেয়নি। ভ্রমণপিপাসুদের কৌতূহলী প্রশ্ন, তবে কি সিকিমের পথ ধরেই বাংলার সান্দাকফুও শ্বেতশুভ্র হয়ে উঠবে দ্রুত? প্রকৃতি মর্জিতে লুকিয়ে উত্তর। শিলিগুড়ি উত্তর ভারতনগরের স্বর্ণাভ স্যান্যাল বলছেন, 'সিকিমে যখন তুষারপাত ঘটেছে, নিশ্চিতভাবেই এ বছর আগাম সাদা হয়ে উঠবে সান্দাকফু। তুষারপাতের সাক্ষী থাকতে সান্দাকফু যেতেই হবে।'

তবে প্রকৃতির খামখেয়ালি রূপ আর দুর্যোগের ভ্রূকুটি পেরিয়ে উত্তর সিকিমের দুর্গম মুগুথাং অথবা পূর্ব সিকিমের বরফাবৃত নাথু লা বর্তমানে পাহাড়ি পর্যটনে বোনাস। যে কারণেই সুদিন দেখছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। পুজোর সঙ্গে তো এখন জড়িয়ে গিয়েছে পাহাড়ি পথে অচিন ঠিকানার ডাকে পর্যটকদের সাড়া দেওয়া। আর সেই ডাকের সঙ্গে যদি দোসর হয় তুষারপাতের জাদুকরী হাতছানি, তবে পর্যটকদের মন তো ব্যাকুল হবেই! পাহাড়ের কোলে তুষার চাদরের টানেই তাই এবার পুজোর মরশুমে সিকিমের পথে পর্যটকদের উপচে পড়া ঢল নামবে, আশার আলো দেখছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। পরিবহণ ব্যবসায়ী লাকপা শেরপা বলছেন, 'তুষারপাতের সাক্ষী থাকতে প্রত্যেক বছর শীতের সময় উত্তর সিকিমে প্রচুর পর্যটক আসেন। যেহেতু তুষারপাত শুরু হয়ে গিয়েছে, তাই এবার কিছুদিনের মধ্যে পর্যটকদের আসা শুরু হয়ে যাবে।'

উৎসবের দিনগুলিতে উত্তর সিকিমের এই তুষারশুভ্র রূপ, নতুন এক মায়াবী ক্যানভাস তৈরি করবে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। ফলে পুজো পর্যটনের খাতাটি এবার নতুন রঙের ছোঁয়ায় হয়ে উঠতে পারে আরও উজ্জ্বল, আরও রঙিন। বৃহস্পতিবারের সিকিম তো সেই 'লক্ষ্মী এল ঘরে' বার্তাই দিয়েছে।

ধসে বন্ধ জাতীয় সড়ক

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : টানা বৃষ্টির জেরে ফের সিকিমগামী ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস। আর এর জেরে দিনভর অবরুদ্ধ থাকল সিকিমের লাইফলাইন। সিকিমের বারদাং এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে ধস নেমে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। দুপুরে ধস সরানোর পরে ধীরে ধীরে যানবাহন চলাচল শুরু হয়।

অন্যদিকে, বুধবার রাতে কার্সিয়াং ব্লকের কালিঝোরা থেকে বগোড়া যাতায়াতের রাস্তায় বাহাত্তরজুরা এলাকায় ধস নেমে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ত দপ্তর খবর পেয়ে দ্রুত এলাকায় পৌঁছে ধস সরানোর কাজ শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধস সরিয়ে রাস্তা যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

৪৮ ঘণ্টা সময়

প্রথম পাতার পর

উনি পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আমরা পিছু হটব না।'

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের দাবিতে এরকমই অনড় অবস্থান নিয়েছিল ককরোচ জনতা পার্টি। শেষপর্যন্ত সেই দাবি মানতে বাধ্য হয় কেন্দ্রীয় সরকার। সেই একইরকম দাবি কেন্দ্রের জন্য অশনিসংকেত সন্দেহ নেই। সাংবাদিক বৈঠকে ভিডিও প্রেজেন্টেশনে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি নির্বাচন কমিশনকে তুলোধোনা করেন। তাঁর কথায়, '২০২৩ থেকে আমি ভোট চুরির কথা বলে এসেছি। যাঁরা মানুষের ভোট কেড়েছেন, তাঁরা দেশদ্রোহী।'

তাঁর ভাষায়, 'ভোট হল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সংবিধান শক্তি পায় সেই ভোট থেকে। সংবিধান থেকে আইন তৈরি হয়। আইন থেকে প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ভোট চুরি হলে তা ধীরে ধীরে আইন ও প্রতিষ্ঠান চুরির চেহারা নেয়।'

'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে 'ইমপিচ'-এর (অপসারণ) প্রস্তাব লোকসভা ও রাজ্যসভায় পেশ করার জন্য এখন ঐক্যবদ্ধভাবে প্রস্তুতি চালাচ্ছে বিরোধী শিবির। এর আগে একবার ওই প্রস্তাব পেশ হলেও তা খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশির আপত্তি অগ্রাহ্য করে নির্বাচন কমিশনের নানা পদক্ষেপের খবরের পর ফের এই সুযোগকে কাজে লাগাতে চাইছে বিরোধীরা।

বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে ইমপিচমেন্ট-এর প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করা হচ্ছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের মতো সাংবিধানিক পদাধিকারীকে ইমপিচমেন্টের প্রস্তাবে নিয়মানুযায়ী কমপক্ষে ১০০ জন সাংসদের স্বাক্ষর থাকতে হবে। সেই সংখ্যা বিরোধীদের আছে। সংসদীয় এই ব্যবস্থার পাশাপাশি কেন্দ্রের মাথাব্যথার কারণ হতে পারে ককরোচ জনতা পার্টির ভূমিকা। এই দলের মূল তিন নেতা অভিজিৎ, সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কা বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করেন।

কমিশনের যে যে সিদ্ধান্ত নিয়ে আঙুল উঠেছে, সেগুলি কে বা কাদের নির্দেশে হয়েছে, তা প্রকাশ্যে আনার দাবি জানান অভিজিৎরা। শুধু আসন্ন সব নির্বাচন নয়, তাঁরা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। ২০২৫-এর ভোটার তালিকা ফিরিয়ে এনে এসআইআর-এর প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতে নিরপেক্ষ কমিটি গঠনের দাবিও তোলেন তাঁরা।

এসআইআর-এ ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ১৩ কোটির বেশি ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়ার বৈধতা, প্রক্রিয়া এবং পুনর্বিবেচনার ব্যবস্থা নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে স্বচ্ছতা দেখানোর দাবি তুলেছেন অভিজিৎ, সৌরভ, আশুতোষরা। অন্যদিকে মামলা হলে জ্ঞানেশকে উদ্দেশ্য করে রাহুল পরামর্শ দেন, 'দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে আপনার রাজসাক্ষী হওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করা দরকার।' তাঁর মতে জ্ঞানেশের অবিলম্বে সরে দাঁড়ানো উচিত। কেননা, কমিশনের কাজকর্ম সংবিধানের ওপর আঘাত হানছে।

ভোট চুরিতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা শুধু নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা ও জ্ঞানেশ কুমার নয়, মোট সাতজনের ছবি সাংবাদিক বৈঠকের মঞ্চের পেছনে রেখেছিলেন। অন্য চারজন হলেন শিল্পপতি গৌতম আদানি, আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের প্রধান সচিব পিকে মিশ্র। ওই ছবিগুলির নীচে ছিল আরও ১২ জনের ছবি। যাঁরা মূলত নেতা, মন্ত্রী, এমনকি সংবাদমাধ্যমের কর্তা। রাহুলের ভাষায় তাঁরা 'বোড়ে'।

একইদিনে মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুয়া মৈত্র নয়াদিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

আকাশজুড়ে মেঘ। কালো ছায়া পুজোর ব্যবসাতেও। বিধান মার্কেটে বৃহস্পতিবার। ছবি : সুশান্ত পাল

মণিপাল হসপিটালে 'হাইট ক্লিনিক'

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : মণিপাল হসপিটাল শিলিগুড়ি, প্রথমবারের মতো 'হাইট ক্লিনিক' চালু করেছে। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু এবং কিশোরদের উচ্চতা ও শারীরিক বৃদ্ধি সংক্রান্ত সমস্যার চিকিৎসার জন্য এই ক্লিনিক চালু করা হল বলে জানিয়েছে মণিপাল হসপিটাল কর্তৃপক্ষ।

যে সমস্ত শিশু এবং কিশোরের বয়স অনুযায়ী স্বাভাবিক বৃদ্ধি হচ্ছে না, তাদের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা শনাক্তকরণ, পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃদ্ধি মূল্যায়ন এবং চিকিৎসা নিশ্চিত করতে এই ক্লিনিকে শিশুরোগ ও এন্ডোক্রিনোলজি বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করা হয়েছে। এই ক্লিনিকের দায়িত্বে থাকবেন মণিপাল হসপিটাল শিলিগুড়ির সিনিয়ার কনসালট্যান্ট (পেডিয়াট্রিক্স) ডাঃ অজিত ছেত্রী এবং কনসালট্যান্ট (এন্ডোক্রিনোলজিস্ট) ডাঃ আনন্দমোহন চক্রবর্তী। হাইট ক্লিনিকটি প্রতি সোম-শুক্রবার, বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। এই ক্লিনিকে সামগ্রিকভাবে শারীরিক বৃদ্ধির ধরন সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে উচ্চতা ও ওজনের পরিমাপ ও ট্র্যাকিং, বৃদ্ধির গতি ও হাড়ের বয়স মূল্যায়ন।

পুজো-বৈঠক

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে প্রাক পুজো প্রস্তুতি হিসেবে রামকিংকর হলে বৈঠক হল। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিভিন্ন পুজো কমিটি সহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে বৈঠক সারেন পুর প্রশাসক আর বিমলা। এছাড়াও বিদ্যুৎ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, দমকল, পুলিশ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পুর প্রশাসক পরে বলেন, 'বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আশা করছি, পুজো খুব ভালো কাটবে।' প্রতিবারের মতো এবারও শহরকে আলোর রোশনাইয়ে সাজানো হবে। পাশাপাশি, রাস্তা ও বিভিন্ন এলাকা যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, সেদিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। দমকলের তরফে পুজোর সময়ে নজরদারি চালানো হবে। বিধান মার্কেট ও এয়ারভিউ মোড় এলাকায় দু'টি কিয়স্ক তৈরি করা হবে। সেখানে দমকলের ইঞ্জিন থাকবে।

জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষককে বদলির নির্দেশ

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের বিতর্কিত প্রধান শিক্ষক বদলি হলেন। বৃহস্পতিবার এই নির্দেশিকা জারি হয়। জিলা স্কুলে গত ৮ সেপ্টেম্বর ঘটে যাওয়া ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই বদলি বলে অনেকে মনে করলেও, নির্দেশিকায় তা স্পষ্ট নয়।

মিড-ডে মিলের ঘটনার পর ছাত্রদের হাতে নিগৃহীত প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বাড়ুইকে ১৪ দিনের ছুটিতে পাঠানো হয়। ছুটি শেষ করে এদিনই তিনি বিদ্যালয়ে কাজে যোগ দেন। আর এদিনই এই নির্দেশ আসে। বিকাশ ভবন থেকে আসা নির্দেশে লেখা রয়েছে, জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বাড়ুইকে বদলি করা হচ্ছে মেটেলির গভর্নমেন্ট মডেল স্কুলে। শিক্ষকদের একাংশ জানান, এদিন বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক এসেছিলেন। তাঁর জন্য নির্ধারিত ঘরে তালা দেওয়া থাকায় অন্য একটি রুমে বসেছিলেন। তারপর বেশ কিছু শিক্ষক তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে বসান। এরপর কখন তিনি স্কুল থেকে বেরিয়ে যান তা কেউ বলতে পারেননি।

বর্তমানে টিআইসি-র দায়িত্বে থাকা দীনবন্ধু ঘোষ বলেন, 'দুপুর নাগাদ নির্দেশ আসে। প্রধান শিক্ষক স্কুলে এসেছিলেন। তবে, কখন উনি বেরিয়ে গিয়েছেন, তা বলতে পারছি না। কী কারণে বদলি করা হল তা বলতে পারব না। এতটুকুই বলতে পারি, এটা সরকারি নির্দেশ।'

৮ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের খাবার নিয়ে ছাত্রদের প্রধান শিক্ষককে উদ্দেশ্য করে 'চোর চোর', 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান দেওয়া থেকে প্রধান শিক্ষকের গায়ে কয়েকজন ছাত্র হাত তোলায় নিন্দার ঝড় বয়ে গিয়েছে। রক্তাক্ত অবস্থায় প্রধান শিক্ষকের ছবি রীতিমতো ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। ঘটনার পর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা থেকে খোদ শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন স্কুলে আসেন। প্রধান শিক্ষকের গায়ে হাত তোলায় দশম শ্রেণির চার ছাত্রকে টিসি দেওয়া হয়। এরপর অবশ্য প্রধান শিক্ষকের অভিযোগের ভিত্তিতে আটক করা হয়েছিল ওই চার ছাত্রকে।

তবে এই কারণেই প্রধান শিক্ষকের বদলির নির্দেশ কি না, তা স্পষ্ট নয়।

সেবকে উন্নয়নের ঝলকানিতে

প্রথম পাতার পর

কেউ অল্প জমিতে চাষ করেন। সরকার জমির অধিকার না দেওয়ায় ব্যবসা বাড়ানোর জন্য ব্যাংক ঋণও পাচ্ছেন না তাঁরা।

তুলসী প্রধানের দাবি, 'সেবকবাসী বরাবর অবহেলিত। অথচ সেবক-রংপো রেলপ্রকল্প চালু হওয়ার আগেই এখানে প্রচুর বাইরের মানুষ এসে বসবাস শুরু করছেন। রেলের আধিকারিক-কর্মীরাও এখানে থাকেন। অন্যদিকে, ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে বাইরের অনেকেই এখন থেকে ব্যবসা করতে চাইছে।'

স্থানীয় সুমতি পাখরিন, অমল বিশ্বকর্মার মতো অনেকেই বলছেন, 'আগে সেবকে ২৫০-২৬০ পরিবার বসবাস করত। এখন সেই সংখ্যা ৩০০ পেরিয়েছে। নতুন রেল কলোনিও হয়েছে। কিন্তু পরিষেবার ছবিটা বদলায়নি।'

শুধু পরিষেবা নয়, জমির অধিকার না থাকাও তাঁদের কাছে বড় সমস্যা। বসতি যত বাড়ছে, ততই আদি বাসিন্দাদের বর্তমানে দখলে থাকা জমি রক্ষা করা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে।

সেবক বাজারেই থাকেন ৯০ ছুঁইছুঁই সুবোধ ছেত্রী। সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এই কর্মীর কথায়, 'রোজ প্রচুর ভিভিআইপি আসছেন। এখান থেকে রেল যোগাযোগ চালু হচ্ছে। সব মিলিয়ে এলাকার গুরুত্ব বাড়লেও আমাদের গুরুত্ব নেই। যাতায়াতের রাস্তাগুলিও উন্নত হল না।'

এলাকার গুরুত্ব যে বাড়ছে, তা মানছেন কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক সোনম লামা। তাঁর বক্তব্য, 'সেবকের ভৌগোলিক ও কৌশলগত অবস্থানের গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। এখানকার উন্নয়ন করতে হবে। আমরা সেই চেষ্টা করছি।'

সেবকের সামনে তাই এখন উন্নয়নের এক নতুন ছবি। রেল, সেতু, এলিভেটেড হাইওয়ে ঘিরে বদলের অপেক্ষা। সেই ছবির পাশেই রয়েছেন তুলসী, সুমতি, অমল, সুবোধদের মতো বাসিন্দারা। এলাকার গুরুত্ব বাড়ছে, কিন্তু তাঁদের প্রশ্ন- এই উন্নয়নের আলো তাঁদের ঘরে কবে পৌঁছাবে?

নামটা যেন কী ছিল স্যর

প্রথম পাতার পর

২০২৬-এর বাংলা দেখাল, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। একজন সাংসদ সকালে ঘুম থেকে উঠলেন। চা খেলেন। খবরের কাগজ পড়লেন। সংসদের কাগজপত্র দেখলেন। নির্বাচনি এলাকার লোকজনের ফোন ধরলেন। সবই হল। শুধু তিনি ঠিক কোন রাজনৈতিক পরিচয়ে সংসদে থাকবেন, সেই আইনি প্রশ্নের উত্তর তৈরি হল না। মানেটা হল, একটা কলেজের ছাত্র কলেজে গিয়ে বলতে পারছে না, তার বাড়ি কোথায়। বাবার নাম কী। তার কোনও শাস্তিও হচ্ছে না। কামাল কি বাত ভাই!

এই সাংসদদের পার্টির নাম বলার জন্য নাকি সময় চাই। কত সময় বাপু? তিন সপ্তাহ। তা তিন সপ্তাহ গেল। এবার আরও চার সপ্তাহ চাই।

এ যেন রাজনৈতিক পরিচয় নয়, চন্দ্রযানের নকশা তৈরি হচ্ছে। সুদীপ বানাচ্ছেন বউবাজার থেকে শ্যামবাজার যাওয়ার উড়ালপুল, আর কাকলি বানাচ্ছেন বিরাটি থেকে বারাসত মেট্রো। এমন অদ্ভুত রাজনৈতিক ভাঁড়ামি সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম। লজ্জা জিনিসটা রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়েছে অনেক দিন। তবে এই সাংসদরা সেই নির্লজ্জতাকেও একেবারে নতুন উচ্চতায় তুলে নিয়ে গেলেন, নিজেদের আলখাল্লা করে ফেলেছেন। নিজের রাজনৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যা করতেও যদি ফাইল খুঁজতে হয়, তা হলে ভোটার তাঁর প্রতিনিধিকে খুঁজবেন কোন ফাইলে? কাকলি চলে গেলেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। তাঁর নামে নাকি সোশ্যাল মিডিয়ায় কে কী সব বলছে। তা বলবেই তো। এখন না বললে মানুষেরই বুদ্ধি নিয়ে সংশয় হবে। এখন যেমন সংশয় হচ্ছে এই সাংসদদের নিয়ে। এঁদের সোশ্যাল মিডিয়ায় কমেন্টস বক্স উপচে উঠছে হা হা হি হি-র ইমোজিতে। অনেকে কমেন্টস বক্স বন্ধ করে দিলেন ভয়ে।

ভানু ব্যানার্জি-তুলসী চক্কোত্তি-রবি ঘোষ-অনুপকুমারের মতো কমেডিয়ানরা নেই। রাজনীতির বিশ্রী আগুনে পুড়তে পুড়তে দগ্ধ বাঙালিকে হাসানোর দায়িত্ব নিয়েছে কাকলিদের 'কুহুতান'। কলকাতা উত্তরের ভোটার বাজারে যাচ্ছেন। পথে কেউ জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সাংসদ কে?' তিনি বললেন, 'সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।'

--কোন দলের? ভোটার ঘড়ি দেখলেন, 'ওটা এখন বলা যাবে না। অক্টোবরের দিকে আসুন।' বারাসতেও একই সমস্যা। আপনার সাংসদ? 'কাকলি ঘোষদস্তিদার।' কোন পার্টির? 'সাংসদ এখনও ঠিক করেননি, কোন পার্টির। করলে বলব।' এটাই সম্ভবত নতুন ভারতের সবচেয়ে উন্নত রাজনৈতিক পরিষেবা। সাংসদ তৈরি, দলীয় অবস্থানের নিষ্পত্তি পেন্ডিং। আধার কার্ড পেন্ডিং শুনেছি। পাসপোর্ট পেন্ডিং শুনেছি। বাড়ির মিউটেশন পেন্ডিং শুনেছি। এবার রাজনৈতিক পরিচয়ও পেন্ডিং।

অথচ সংসদ পেন্ডিং নয়। সাংসদ পদও পেন্ডিং নয়। নির্বাচনি এলাকার প্রতিনিধিত্বও পেন্ডিং নয়। পেন্ডিং শুধু সেই প্রশ্নটির নিষ্পত্তি, যার উত্তর সাধারণ ভোটার ভোট দেওয়ার আগেই জানতে চান। লোকটি কোন পার্টির?

বেতন আর সুযোগসুবিধা নেওয়ার সময় এই সাংসদদের স্মৃতি একদম টনটনে। সেখানে হিসেবের কোনও গোলমাল নেই। শুধু রাজনৈতিক পরিচয়ের কথা উঠলেই এঁদের মস্তিষ্কের কোষগুলো আচমকা কাজ বন্ধ করে দিচ্ছে। এ তো সাধারণ রাজনৈতিক দড়ি টানাটানি নয়, এ হল নির্জলা প্রহসন। সুদীপ-কাকলিরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন 'বসন্তবিলাপ' ছবিতে অনুপকুমারের অসাধারণ সংলাপ। তরুণকুমার বারবার প্রশ্ন করছেন, ওই মেয়েটি কে! এবং অনুপকুমার প্রেমিকা সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়ের নাম বলবেন না বলে, প্রসঙ্গ ঘোরাতে শুধু বলে যাচ্ছেন, 'আমার সাইকেলটা কী ভাবে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল দেখেছেন! আমার সাইকেলটা...।'

সুদীপ-কাকলির এখন ওই সাইকেল দেখানোর দশা। এই কমেডির আরও একটি চমৎকার দিক আছে। হাওড়ার সাঁকরাইলের গ্রামে জনৈক শিউলি কুণ্ডু প্রতিষ্ঠিত যে গ্রামীণ পার্টিতে সুদীপ-কাকলি-শতাব্দীরা আশ্রয় নিয়েছেন, সেই এনসিপিআইয়ের আদর্শ হিসেবে উইকিপিডিয়াতে কেউ লিখে দিয়েছেন অপরচুনিজম। কেউ আর সেটা মোছেনি। থেকে গিয়েছে। এঁরা যা করলেন, যা করছেন, তাতে ভবিষ্যতে অনেক কিছুই সম্ভব হতে পারে। ধরে নেওয়া যাক, বাংলার কোনও স্কুলে শিক্ষক হাজিরা নিচ্ছেন। 'রাম?' 'প্রেজেন্ট স্যর।' 'কোন ক্লাস?' 'চার সপ্তাহ সময় চাই, স্যর।' বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন অফিসার জিজ্ঞেস করছেন, 'আপনি কোন দেশের?' যাত্রী বলছেন, 'তিন সপ্তাহ তো দিয়েছিলেন। আর চার সপ্তাহ দিন। প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করছি।' বিয়ের আসরে পুরোহিত জিজ্ঞেস করলেন, 'কন্যাপক্ষ কারা?' দু'দিক থেকেই উত্তর এল, 'বিষয়টি স্পিকারের বিবেচনাধীন।' কিন্তু হাসতে হাসতে একটা জায়গায় এসে হাসিটা আটকে যায়। আর হাসি পায় না। রাগ হয়, ক্ষোভ হয়। কারণ, এঁরা কোনও পাড়ার ক্লাবের কমিটির সদস্য নন। এঁরা লোকসভার সদস্য। কয়েক লক্ষ মানুষের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি। একজন ভোটার যখন বোতাম টিপেছিলেন, তিনি কোনও 'রাজনৈতিক পরিচয় পরে জানানো হবে' লেখা কুপন কেনেননি। তিনি একজন প্রার্থীকে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিচয়, প্রতীক এবং রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে মিলিয়ে ভোট দিয়েছিলেন।

তার পরে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতেই পারে। দল ভাঙতে পারে। মানুষ দল ছাড়তে পারেন। নতুন দল তৈরি হতে পারে। ভারতের সংবিধান সেই পরিস্থিতি সামলানোর ব্যবস্থাও রেখেছে। কিন্তু তখনই তো প্রশ্নটা আরও মজার হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা যদি থাকে, সিদ্ধান্তটির দায় নেওয়ার ক্ষেত্রেই এত সময় কেন? সেখানে বিচারক একজনই— ভোটার। তিনি শুধু ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে আছেন।

তিন সপ্তাহ গেল। এ বার চার সপ্তাহ। তারপর? আরও চার? তারপর দুর্গাপুজো? তারপর কালীপুজো? তারপর শীতকালীন অধিবেশন? শেষপর্যন্ত নির্বাচনই আবার এসে না যায়! তখন ভোটার বুথে গিয়ে যদি বলেন, 'আমি কাকে ভোট দেব, সেটা ঠিক করতে একটু সময় লাগছে। প্রথমে তিন সপ্তাহ দিন। তারপর প্রয়োজন হলে আরও চার সপ্তাহ চাইব।' নির্বাচন কমিশন নিশ্চয়ই বলবে, তা কী করে সম্ভব! ভোট দেওয়ার একটা নির্দিষ্ট দিন আছে।

ঠিক। ভোটারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়সীমা আছে। তাহলে সাংসদরা এমন হাস্যকর কাজ করেন কী করে! দেব-শতাব্দী-জুন-রচনা-সায়নীরা পদত্যাগ করে চলে যান না কেন। কীসের এত লোভ ভাই? এই দুই সময়ের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে আছে ২০২৬-এর বাংলার এক আশ্চর্য রাজনৈতিক ছবি। অফিসে গিয়ে মাস শেষে মাইনে নিচ্ছেন, অথচ কোম্পানির নাম জানেন না— এমন আজগুবি কর্মচারী দুনিয়ার কোথাও দেখেছেন কোনওদিন? সুদীপ-কাকলি-দেব-শতাব্দীরা ঠিক সেটাই করে চলেছেন। লজ্জাহীন, হাসির খোরাক হয়ে অনন্তকাল ধরে শুধু সময় নিচ্ছেন। ভারতের সব পেশার লোক যদি এভাবে শুধু সময় নিয়ে যায়, তা হলে কী হবে! পুজোয় একটা সিনেমা ও যাত্রা বানান না 'দলহীন' অভিনেতা-সাংসদরা! সিনেমার নাম হোক, 'আর একটু সময় চাই স্যর'। যাত্রার নাম হোক 'দল আমার গোপন কথা, বলব না গো কারও কাছে!'

পুলিশে চাকরি তিন ভাইবোনের

সমস্ত বাধা পেরিয়ে তিন ভাইবোনই অবিচল ছিলেন নিজেদের লক্ষ্যে। সম্প্রতি কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ পেতেই একনিমেষে বদলে গেল গোটা পরিবারের চিত্র।

ময়নাগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : অভাবকে জয় করে একসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল পদে চাকরি পেলেন একই পরিবারের তিন ভাইবোন। ময়নাগুড়ির প্রত্যন্ত উত্তর মাধবডাঙ্গা গ্রামের এই দরিদ্র পরিবারের সাফল্য এখন গোটা এলাকায় অনুপ্রেরণার গল্প।

একদিকে চরম অর্থনৈতিক অনটন, অন্যদিকে সন্তানদের সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন- এই দুইয়ের টানাপোড়েনেও কখনও থামেনি তাঁদের লড়াই। আর সেই অদম্য অধ্যবসায়ের কাঙ্ক্ষিত ফল মিলল অবশেষে। কনস্টেবল পদে চাকরি পাওয়া এই তিন ভাইবোন হলেন অবিনাশ রায়, কমলেশ রায় ও পম্পা রায়। তিন সন্তানের বাবা জিতেন রায় পেশায় সাধারণ কৃষক। মা ভগবতী রায় সংসার সামলানোর পাশাপাশি হাসিমুখে স্বামীকে কৃষিকাজে সাহায্য করেন। অবিনাশ, কমলেশ ও পম্পা ছাড়াও তাঁদের আরও এক কলেজপড়ুয়া ছোট বোন রয়েছে। নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর মতো অভাবের সংসারে চার সন্তানের পড়াশোনার খরচ জোগাড় করাই ছিল এক মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা টিকিয়ে রাখতে শেষ পর্যন্ত কৃষিজমির একাংশ বন্ধক রাখতে হয়েছিল।

বাবা-মায়ের সঙ্গে অবিনাশ, কমলেশ ও পম্পা।

কিন্তু সমস্ত বাধা পেরিয়ে তিন ভাইবোনই অবিচল ছিলেন নিজেদের লক্ষ্যে। সম্প্রতি কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলপ্রকাশ পেতেই একনিমেষে বদলে গেল গোটা পরিবারের চিত্র। যে বাড়িতে একসময় বইখাতার খরচ জোগানোই ছিল বিলাসিতা, আজ সেই কুটিরেই আনন্দের জোয়ার। আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে প্রতিবেশী- সকলেই অভিনন্দন জানাচ্ছেন জিতেন ও ভগবতীকে। উত্তর মাধবডাঙ্গার ছোট্ট সেই কৃষক পরিবারের তিন সন্তান আজ পুলিশের পোশাকে, যা দেখে মনে হয় রূপকথাও অনেক সময় বাস্তব হয়ে ধরা দেয়।

কৃতিত্বের কথা বলতে গিয়ে বড় সন্তান অবিনাশ আবেগঘন গলায় জানান, চরম দারিদ্র্য থাকলেও বাবা তাঁদের পড়াশোনার জন্য কখনোই কোনও আর্থিক প্রতিবন্ধকতা বুঝতে দেননি। এই সাফল্যের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব বাবা-মায়েরই। অন্যদিকে পম্পা জানান, পুলিশের চাকরির প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ময়নাগুড়ি থানার প্রাক্তন আইসি-র উদ্যোগে চালু হওয়া নিখরচায় কোচিং ক্যাম্পটি তাঁদের জীবনে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে।

১৬ বছরের খরা কাটিয়ে ব্রোঞ্জ সীমার

ব্রোঞ্জ জয়ের পর তেরঙা নিয়ে সীমা কুমারী। বৃহস্পতিবার।

পদকের হ্যাটট্রিকে রেকর্ড রোশিবিনার

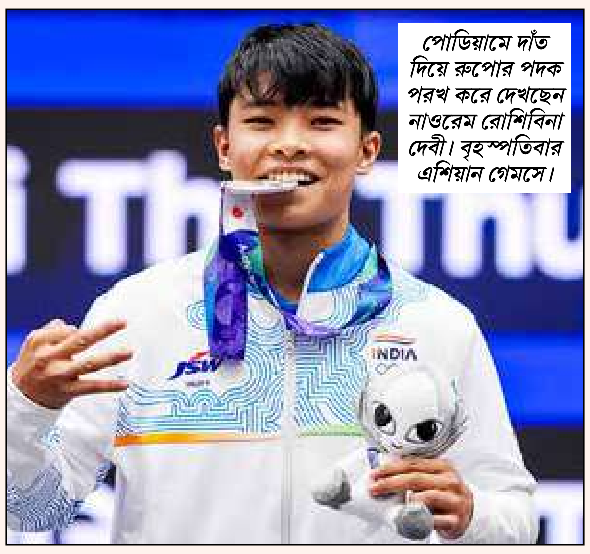

পোডিয়ামে দাঁত দিয়ে রুপোর পদক পরখ করে দেখছেন নাওরেম রোশিবিনা দেবী। বৃহস্পতিবার এশিয়ান গেমসে।

আইচি, ২৪ সেপ্টেম্বর : চোটের জন্য দিব্যাংশী চৌধুরী ছিটকে না গেলে এবারের এশিয়ান গেমসে যাওয়াই হত না তাঁর। অথচ সেই নাওরেম রোশিবিনা দেবীই বৃহস্পতিবার আইচিতে ইতিহাসের পাতায় নাম তুললেন। মহিলাদের উশুর সান্ডা ইভেন্টে ৬০ কেজি ওজন বিভাগে রুপো জিতলেন। সেইসঙ্গে এশিয়াডে ভারতের প্রথম মহিলা হিসেবে পদক জয়ের হ্যাটট্রিকে নজির গড়লেন মণিপুরের রোশিবিনা।

২০১৮ সালের এশিয়াডে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। '২২-এর হ্যাংঝৌ গেমসে রুপো এসেছিল তাঁর। বুধবার ফাইনালে চিনের ঝ্যাং শিয়াওউয়ের বিরুদ্ধে ০-২ ব্যবধানে হারলেও পোডিয়ামে দাঁড়ানো থেকে বঞ্চিত হননি রোশিবিনা। ২৫ বছরের এই অ্যাথলিট প্রাথমিকভাবে এশিয়াডগামী স্কোয়াডেই ছিলেন না। জুনে দিব্যাংশী চৌধুরীর কাছে ট্রায়ালে হেরে গিয়েছিলেন। কিন্তু চোটগ্রস্ত দিব্যাংশীর বদলে শেষমুহূর্তে রোশিবিনার নাম অন্তর্ভুক্ত করে সর্বভারতীয় উশু সংস্থা। যা নিয়ে দিব্যাংশী ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। ১০ সেপ্টেম্বর রোশিবিনা জানতে পারেন, তিনি জাপানগামী বিমানের টিকিট পেয়েছেন। ফলে সেভাবে প্রস্তুতির সুযোগ পাননি তিনি। এদিন পদক জয়ের তৃপ্তির মাঝেও নির্বাচন বিতর্ক রোশিবিনার কথায় উঠে এসেছে। তিনি বলেছেন, 'সিদ্ধান্তটা উশু সংস্থার ছিল। ওরা যেটা ভালো মনে করেছে, সেটাই করেছে। জাপানে আসার সময় বেশকিছু বিষয় নিয়ে মানসিক অশান্তিতে ছিলাম। প্রস্তুতির সেভাবে সময় পাইনি। সময় বেশি পেলে, আরও ভালো সাফল্য আসত।' সোনা জিততে না পারার হতাশাও রয়েছে রোশিবিনার মধ্যে। বলেছেন, 'গত এশিয়াডে রুপো পেয়েছিলাম। এবারও রুপো জিতলাম। তবে দেশকে সোনা দিতে পারলাম না। দেশবাসীর প্রত্যাশাপূরণ করতে ব্যর্থ হলাম।'

রোশিবিনার নজিরের দিনে শুটাররাও হতাশ করেননি। স্কিটের মিক্সড টিম ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতলেন অনন্তজিৎ সিং নারুকা ও পারিনাজ ঢালিওয়াল। তাৎপর্যের বিষয়, এশিয়াডে এই ইভেন্টে এটাই ভারতের প্রথম পদক। হকিতেও অপরাজিত দৌড় অব্যাহত হরমনপ্রীত সিংদের। এদিন তারা ৮-২ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে উড়িয়ে দিয়েছে। এশিয়াডে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে এটাই ভারতীয় পুরুষ দলের বৃহত্তম জয়। জোড়া গোল করেন দিলপ্রীত সিং ও অভিষেক নাইন। কাবাডিতে অপরাজিত থেকেই সেমিফাইনালে নামবে ভারতীয় পুরুষ কাবাডি দল। বৃহস্পতিবার তারা ৩৭-২১ পয়েন্টে চাইনিজ তাইপেকে হারিয়েছে। শুক্রবার শেষ চারে তাদের প্রতিপক্ষ থাইল্যান্ড। মহিলা দল সেমিফাইনাল খেলবে নেপালের বিরুদ্ধে। এদিন তারা ৫০-২৫ পয়েন্টে জাপানের বিরুদ্ধে জয় পায়।

ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের প্রথমদিনই পোডিয়ামে ভারতীয় অ্যাথলিটরা। ১৬ বছরের খরা কাটিয়ে এশিয়াডে মহিলাদের ১০ হাজার মিটার দৌড়ে ভারতকে পদক এনে দিয়েছেন সীমা কুমারী। তিনি ৩২ মিনিট ৫০.০৫ সেকেন্ডে দৌড় সম্পূর্ণ করে ব্রোঞ্জ জিতে নেন। পদকের রং উজ্জ্বল হয়েছে ৪x৪০০ মিটার রিলের মিক্সড ইভেন্টেও। সেখানে বিশাল টিকে, বিথ্যা রামরাজ, মনু সাজি ও এমআর পুভাম্মা ৩ মিনিট ১৪.৪৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে রুপো আদায় করে নেন। পুরুষদের ১০০ মিটারের সেমিফাইনালে উঠেছেন ভারতের দুই সেরা বাজি- অনিমেষ কুজুর ও গুরিন্দারবীর সিং। স্কোয়াশেও দিনটা দুর্দান্ত গিয়েছে। মহিলাদের সিঙ্গলসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন অনাহাত সিং ও তনভি খান্না। শেষ আটে তাঁরাই মুখোমুখি হবেন। পুরুষদের সিঙ্গলসে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছেন অভয় সিং ও বীর চোতরানি। মিক্সড ডাবলসে শেষ আটে উঠেছেন জ্যোৎস্না চিনাপ্পা-ভেলাভান সেন্থিলকুমার। বক্সিংয়ে মহিলাদের ৬৫ কেজিতে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন পারভিন হুডা। তবে ছিটকে গিয়েছেন সাক্ষী চৌধুরী ও সুমিত কুণ্ডু। টেবিল টেনিসে মহিলাদের ডাবলসে সৃজা আকুলা-সিন্ড্রেলা দাস ও যশস্বিনী ঘোরপারে-দিয়া চিতালে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। পুরুষদের সিঙ্গলসে দ্বিতীয় রাউন্ডে পা রেখেছেন মনুষ শা ও মানব ঠক্কর। তবে জিমনাস্টিক্সে হতাশ করেছেন বাংলার প্রণতি নায়েক। মহিলাদের ভল্টের ফাইনালে তিনি ১৩.১০০ স্কোর নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেন।

পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
১	চিন	৮০	৩০	২০	১৩০
২	জাপান	২০	৩৪	৩৭	৯১
৩	দক্ষিণ কোরিয়া	১০	১২	২৮	৫০
৪	কাজাখস্তান	৮	৮	৯	২৫
১৫	ভারত	১	৭	৯	১৭

রোয়িংয়ে ব্রোঞ্জ জিতে বার্তা সৎনামের

খান-সিং মিলে আজ ভারতকে পদক দিল

নাগোয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর : প্রথমবার এশিয়ান গেমসের রোয়িংয়ে ডাবল স্কালসে ভারতকে পদক এনে দিলেন পাঞ্জাবের সৎনাম সিং এবং উত্তরপ্রদেশের সলমন খান। তাঁরা ব্রোঞ্জ জেতেন চিন এবং উজবেকিস্তানের জুটির পর তৃতীয় স্থানে শেষ করে। রেস শেষ করতে সৎনাম-সলমন ৬ মিনিট ১৩:২৫ সেকেন্ড নিয়েছেন।

ঐতিহাসিক পদক জয়ের পরই দেশবাসীর জন্য সম্প্রীতির বার্তা দিলেন সৎনাম। তিনি বলেছেন, 'আজকে একজন খান এবং একজন সিং ভারতকে পদক এনে দিয়েছে। আমি চাই মানুষ এটা মনে রাখুক। আমাদের চলে যাওয়ার পরও, এই ইতিহাস রয়ে যাবে। সলমন আমার ভাইয়ের মতো। আজকাল অনেককিছু দেখা যায়, শোনা যায়, যা আমাদের বিরক্ত করে। আমি চাই দেশবাসী ধর্মের ভিত্তিতে লড়াই যেন বন্ধ করে।'

দেশবাসীকে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েই অবশ্য তাঁরা থেমে থাকেননি। ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন রোয়িং ফেডারেশনের কর্তাদের ওপরও। বলেছেন, 'আমরা কীভাবে ব্রোঞ্জ জিতে সন্তুষ্ট হতে পারি, যখন জানি যে সোনা জিততে পারতাম। শেষ কয়েকদিনে যা হয়েছে, তাতেই আমরা সোনা হারালাম।' তাঁদের ইঙ্গিত ছিল শেষমুহূর্তের জুটি বদলের দিকে। শুরুতে রোয়িং প্রতিযোগিতা চারদিনে শেষ করার কথা ছিল। তবে টাইফুন 'দুজুয়ান'-এর কারণে, দিনসংখ্যা কমিয়ে দুইয়ে আনা হয়। ফলে একাধিক জুটি বদলাতে হয়। যা নিয়ে ক্ষোভ ছিল খেলোয়াড়দের মধ্যে। তবে খেলায় অংশ নেওয়া ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা ছিল না তাঁদের কাছে। সৎনামের মন্তব্য, 'খেলতে না নামলে, আমাদের দেশদ্রোহী তকমা দেওয়া হত।' তবে ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট বলরাজ মারাদাপা বলেছেন, 'কোচের পরামর্শ মেনেই পরিবর্তন করা হয়েছে। যাতে খেলোয়াড়দের বাড়তি পরিশ্রম করতে না হয়।'

পাঞ্জাবের মানসা জেলার ফাত্তা মুলুক গ্রামের বাসিন্দা সৎনাম তাঁর জুটির সঙ্গে গতবারের এশিয়ান গেমসে একই বিভাগে সবার শেষে ছিলেন। ফলে এই ব্রোঞ্জ তাঁর কাছে শাপমুক্তির মতো। অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশের আমেথির বাসিন্দা সলমনের পোডিয়ামে ওঠার কাহিনীও প্রেরণা জোগানোর মতো। ১৮ বছর বয়সে বাবাকে হারান তিনি। তারপর সংসারের দায়িত্ব নিতে উবের চালিয়েছেন। সেখান থেকে ভারতীয় সেনার বম্বে ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপে যোগ দিয়েই ভাগ্য বদলায় তাঁর।

এশিয়ান গেমসে রোয়িংয়ে ডাবল স্কালস ইভেন্টে ভারতকে প্রথম পদক এনে দিলেন সৎনাম সিং ও সলমন খান।

আশা জাগাচ্ছেন আরউইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : ড্যারেল ডাফি, গ্রেগ স্টুয়ার্ট, টম অ্যালড্রেড। তিনজনের খেলার ধরন বা পজিশনে মিল খুঁজতে গেলে ভুল করবেন। তবে মিল যে একেবারেই নেই তা নয়। তিনজনই স্কটিশ ফুটবলার, আর সবুজ-মেরুনে সফল। কোনও অঘটন না ঘটলে ভবিষ্যতে সেই তালিকায় থাকতে পারেন লি আরউইনও। আইএফএ শিল্ডের প্রথম ম্যাচে তাঁর খেলা দেখার পর এটুকু বলাই যায়।

বুধবার শ্রীনিধি ডেকান এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচে পরিবর্ত হিসেবে আরউইনকে মাঠে আনেন প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস। গোলও পেয়েছেন দীর্ঘদেহী এই স্কটিশ স্ট্রাইকার। আর প্রথম দিনই সমর্থকদের প্রশংসা আদায় করে নিয়েছেন। তাঁর নড়াচড়া, ঠিক সময় বলের কাছে পৌঁছে যাওয়ার প্রবণতা সত্যিই চোখে পড়ার মতো।

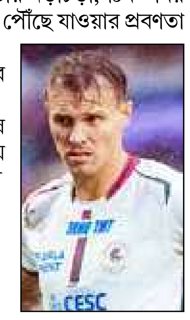

ম্যাচ শেষে লি-কে নিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ প্যানোসের বিশ্লেষণ, 'জেমি ম্যাকলারেন দলে রয়েছেন। আমরা আরও একজন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের স্ট্রাইকারের খোঁজে ছিলাম। সেই কারণেই লি-কে নেওয়া। ও খুব অল্প সময় দলের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। সবে প্রথম ম্যাচ। আমার ধারণা ওর এমন কিছু গুণ আছে যা আমাদের খেলায় বাড়তি শক্তি যোগ করবে।' আসলে আরউইন এমনই একজন ফুটবলার, চাইলে যাঁকে ম্যাকলারেনের সঙ্গেই ব্যবহার করতে পারবেন প্যানোস। প্রথমদিন তাঁর খেলা দেখে যতটুকু মনে হল, লি গোলটা যেমন ভালো চেনেন তেমন প্রয়োজনে বলের জোগানও দিতে পারেন। কাজেই জেমি-লি জুটিও মন্দ হবে না।

ভারত বনাম পানামা

আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : বেঙ্গালুরু
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

শতবর্ষ পালনের পরিকল্পনা শুরু

বৈঠক নিষ্ফলা, আগামীর এসজিএম নিয়েও সংশয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : আলোচনা হল। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলল বৈঠক। তর্ক-বিতর্কও হল বিস্তর।

কিন্তু গ্রহণযোগ্য কোনও সমাধানসূত্র পাওয়া গেল না। এককথায়, বাংলা ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা নিষ্ফলা। ৭০ বছরের বয়সসীমা নিয়ে জট কাটেনি। ৯ বছর পার করে ফেলা সদস্যদের বৈধতা নিয়েও জট কাটেনি। শুধু তাই নয়, বৃহস্পতিবার সিএবি-র এজিএমের শেষে সচিব বাবলু কোলে প্রাক্তন হয়ে গেলেন। যুগ্ম সচিব মদন ঘোষ আগেই প্রাক্তনদের দলে নাম লিখিয়েছেন। এমন অবস্থায় আজ এজিএমের পর পাঁচ সদস্যের কমিটির সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল তিনে। তার মধ্যে সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে আগামীদিনে সক্রিয়ভাবে কতটা পাওয়া যাবে, তা নিয়েও রয়েছে সংশয়।

তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, সিএবি-র সংবিধান মেনে আগামী দুই মাসের মধ্যে কি আদৌ নির্বাচন হওয়া সম্ভব? আপাতত প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব নেই। নির্বাচন করতে হলে আগামী দুই মাসের মধ্যে বিশেষ সাধারণ সভা ডাকতে হবে সিএবি-কে। আর সেই এসজিএম নিয়ে শাসক-বিরোধী, দুই শিবির থেকেই শোনা যাচ্ছে পরস্পর বিরোধী মন্তব্য। এমন অবস্থার মধ্যে আজ সন্ধ্যার এজিএমের আসরে মূল সিদ্ধান্ত হয়েছে দুইটি। এক, বাংলা ক্রিকেট সংস্থার শতবর্ষ পালন। ২০২৭ সাল থেকে শুরু হবে সেই প্রক্রিয়া। সিএবি সূত্রের খবর, ২০২৮ সালে ইডেন গার্ডেন্সে চার-পাঁচটি দলকে নিয়ে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতা করার ভাবনা রয়েছে। দুই, বয়স ভাঁড়ানো নিয়ে আজকের বৈঠকে কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি ফের সরব হয়েছিলেন। সমস্যা পাকাপাকিভাবে মেটানোর জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির দাবিও তিনি তুলেছেন বৈঠকে। রাত আটটার পর শেষ হওয়া এজিএম শেষে সভাপতি সৌরভ বলেছেন, '৭০ বছর বা ৯ বছরের মেয়াদ নিয়ে আমাদের সংবিধানে যা রয়েছে, সেটাই আমরা অনুসরণ করব। কারও সমস্যা মনে হলে আদালতে যেতেই পারেন।' সিএবি-র শতবর্ষে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতা আয়োজন নিয়ে মহারাজ বলেছেন, 'আমরা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে অনুরোধ করব সিএবি-র শতবর্ষের জন্য বিশেষ প্রতিযোগিতা আয়োজনের অনুমতি দিতে।'

দেবদত্তের অর্ধশতরান

পুদুচেরি, ২৪ সেপ্টেম্বর : অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলকে বুধবার প্রথম ইনিংসে ১৭১ রানে গুটিয়ে দিয়ে রাশ নিজেদের হাতে নিয়েছিল ভারতীয় 'এ' দল। বৃহস্পতিবার ১৬৩ রানের লিড নিয়ে খেলতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় 'এ' দল ১৯৯ রানে অল আউট হয়। প্রথম ইনিংসে ৩ রানে আউট হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে 'এ' দলের অধিনায়ক দেবদত্ত পাডিক্কাল ৫৯ রান করেছেন। বি সাই সুদর্শনের অবদান ৩৯ রান। কুমার কুশাগ্র অপরাজিত থাকেন ৪৬ রানে। টড মার্ফি ৪৮ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। ৩৬৩ রানের টার্গেট নিয়ে নেমে তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ায় স্কোর ৫৫/২। ক্রিজে নাথান ম্যাকসুইনি (২৩) ও পিটার হ্যান্ডসকোম্ব (০)। স্যাম কনস্টাস আউট হয়েছেন ২০ রানে। তনুশ কোটিয়ান ও তুষার দেশপান্ডে একটি করে উইকেটে পেয়েছেন।

অর্ধশতরানের পথে দেবদত্ত পাডিক্কাল।

ইস্টবেঙ্গলের জয় নিশ্চিত করে আকাশ হেমরম। ছবি : ডি মণ্ডল

তিন গোলে যাত্রা শুরু ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল এফসি-৩ (রোহিত কুমার, রোহিত দানু, আকাশ)
ক্যালকাটা কাস্টমস-১ (রিকি ঘরামি)

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : সকাল থেকেই দক্ষিণবঙ্গে আকাশের মুখ ভার। সঙ্গে দফায় দফায় বৃষ্টি। দুপুর গড়াতেই বৃষ্টির দাপট খানিক কমল। মেঘ কেটে অল্প রোদের উঁকিঝুঁকি। আইএফএ শিল্ডে ইস্টবেঙ্গল এফসি-ক্যালকাটা কাস্টমস ম্যাচের গতিপ্রকৃতিও যেন আবহাওয়ার সঙ্গে তাল মেলাল। শুরুতে পিছিয়ে পড়েও ৩-১ গোলে জয় দিয়ে শিল্ডে যাত্রা শুরু করল লাল-হলুদ ব্রিগেড।

আশা-আশঙ্কা কাটিয়ে শেষপর্যন্ত সিনিয়ার দলের ছয় ফুটবলারকে প্রথম ম্যাচে খেলার অনুমতি দেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। সেই ছয়জনকেই প্রথম একাদশে রেখে দল সাজান বিনো জর্জ। তবে সৌভিক চক্রবর্তী, জেসিন টিকেরা রিজার্ভ দলের সঙ্গে অনুশীলন না করায় ম্যাচে শুরুর দিকে বিজয় মুর্মু, আকাশ হেমরমদের সঙ্গে তাদের তালমিলের অভাব বেশ চোখে পড়ল। সেখানে বৃষ্টিভেজা কাদামাঠে শুরু থেকেই আক্রমণে ডানা মেলছিল কাস্টমস। তারই ফসল ১২ মিনিটে রিকি ঘরামির গোল। তার আগে ৭ মিনিটে রিকির শট বক্সে মনতোষ চাকলাদারের হাতে লাগলেও সম্ভবত তা রেফারির নজর এড়িয়ে যায়।

ইস্টবেঙ্গল

গৌরব, বরিস, নারিন্দার, চাকলাদার, বিক্রম (জয়), সৌভিক (অনন্থু), রোহিত কুমার (বাতাস), দানু (বিলাল), আকাশ ও জেসিন (রিকি)।

২৯ মিনিটে গোলশোধ ইস্টবেঙ্গলের। বরিস সিং থাংজামের কর্নার হেডারে গোলে পাঠান রোহিত কুমার। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। বরিসের ভাসানো আসা ফ্রি কিকে রোহিত দানুর হেডার ক্রসবারে প্রতিহত হয়। গোল হজমের পরও দমে যায়নি কাস্টমস। প্রথম ৪৫ মিনিট ছন্নছাড়া দেখালেও দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই বেশ গোছানো ফুটবল খেলল বিনো জর্জের ইস্টবেঙ্গল। ৫২ মিনিটে আকাশের নীচু সেন্টার থেকে ছোট্ট টোকায় লক্ষ্যভেদ দানুর। ৮৫ মিনিটে মহম্মদ বিলালের থেকে বল পেয়ে তৃতীয় গোলটি করেন আকাশ। এদিন জেসিন যা সুযোগ পেয়েছিলেন কাজে লাগাতে পারলে নিঃসন্দেহে ম্যাচ শেষে তাঁর নামের পাশে তিনটি গোল থাকত। এরমধ্যে দুইবার বিপক্ষের বক্সে গোলকিপারকে একা পেয়েও লক্ষ্যভেদ করতে পারেননি কেরালাইট স্ট্রাইকার। এক্ষেত্রে অবশ্য কাস্টমস গোলকিপার দেবজিৎ ঘোষালেরও প্রশংসা প্রাপ্য। মাত্র একদিনের প্রস্তুতিতে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যর ছেলেরা যেভাবে লড়াই করল তাতে তারাও প্রশংসার দাবি রাখে।

আন্সেলোত্তির মন্তব্য নিয়ে ভাবছেন না খালিদ

পানামা ম্যাচে প্রমাণ করতে চান গুরপ্রীতরা

সায়ন ঘোষ

পানামা ম্যাচের অনুশীলনে গুরপ্রীত সিং সান্ধু। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুতে।

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : ঘরের মাঠে গ্যালারির চেনা গর্জন। উলটোদিকে সদ্য বিশ্বকাপ খেলে আসা শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। আগামী দশদিন ভারতীয় ফুটবল দল এক স্বপ্নের অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে যাবে। যার প্রথম ধাপটা শুক্রবার পানামা ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে।

আটের দশকে উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনার মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলেছে ভারত। তারপর সেই অর্থে বিশ্ব ফুটবলের শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলা হয়নি। বহুদিন পর সেই সুযোগ এসেছে। দশদিনে তিনটি মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। যেখানে প্রতিপক্ষ দলের নাম পানামা, ব্রাজিল ও উরুগুয়ে। হারজিতের অঙ্ককে সরিয়ে গুরপ্রীত সিং সান্ধুদের কাছে ফুটবলের বিশ্ব মঞ্চে নিজেদের মেলে ধরার এক সুবর্ণ সুযোগ। শুধু পানামা ম্যাচের কথা বলতে হলে, এটা ভারতের জন্য প্রমাণ করার মঞ্চ।

বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে মেগা ম্যাচের আগে কোচ খালিদ জামিলের বক্তব্য, 'পানামা দলে বেশকিছু উচ্চমানের ফুটবলার ও একজন ভালো কোচ রয়েছেন। এমন দলের বিরুদ্ধে খেলাটা আনন্দের বিষয়। আমরা ওদের বিরুদ্ধে খেলতে মুখিয়ে রয়েছি।' অধিনায়ক গুরপ্রীতও বলেছেন, 'পানামা সদ্য বিশ্বকাপ খেলে এসেছে। নিজেদের প্রমাণ করার একটা দারুণ সুযোগ আমরা পাচ্ছি।'

প্রতিপক্ষ পানামা ফিফা র‍্যাংকিংয়ে ৪৪ নম্বরে রয়েছে। নিজেদের ফেভারিট মেনে নিয়ে পানামা কোচ থমাস ক্রিস্টিয়ানসেন বলেছেন, 'প্রতিপক্ষ ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা কিংবা ভারত, যেই হোক না কেন আমাদের জিততে হবে। কাগজে-কলমে আমরাই ফেভারিট সেটা প্রমাণ করতে হবে।' দলে রয়েছে সদ্য বিশ্বকাপে খেলা ১৪ জন ফুটবলার । এর মধ্যে হোসে কর্ডোবা নরউইচ সিটি, আমির মুরিলো বেসিকতাসের মতো ইউরোপের নামী ক্লাবের জার্সিতে খেলছেন। এই ম্যাচে জিততে গেলে সাহাল আব্দুল সামাদ, গুরপ্রীতদের নিজেদের সীমা ছাপিয়ে যেতে হবে।

এদিকে ভারতে খেলতে আসার আগে ব্রাজিল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'ভারতে ফুটবলের সংস্কৃতিই তৈরি হয়ে ওঠেনি।' যা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। কিন্তু এই সব নিয়ে ভাবতে নারাজ খালিদ। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে গুরপ্রীতদের কোচ বলে গেলেন, 'প্রত্যেকের নিজস্ব চিন্তাভাবনা রয়েছে। আমার তাতে কিছু যায় আসে না। আপাতত আমার চোখ শুধু পানামা ম্যাচেই।'

শুক্রবার কি পানামার প্রাচীর ভেঙে ইতিহাস গড়বেন মনবীর সিংরা? তাকিয়ে গোটা দেশ।

আগরকার ছাঁটাইয়ে 'সিলমোহর' সইকিয়ার

২ বছরের চুক্তিতে টাইটেল স্পনসর পেল বিসিসিআই

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : আগামী ২ বছরের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের টাইটেল স্পনসরশিপ পেল আর্থিক সংস্থা মুথুট ফিন্যান্স। ২০২৮ পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ। ইতিমধ্যে ভারতের দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট স্পনসরের তালিকায় এসবিআই লাইফ, চ্যাটজিপিটি, ক্যাম্পার মতো সংস্থা রয়েছে। টাইটেল স্পনসর হিসেবে তালিকায় নতুন সংযোজন মুথুট ফিন্যান্সের।

২ বছরের চুক্তির মেয়াদ ৩১ মার্চ, ২০২৮ পর্যন্ত। এই সময়ে ভারতে অনুষ্ঠিত সমস্ত আন্তর্জাতিক সিরিজ, ম্যাচ এই চুক্তির আওতায় পড়বে। ম্যাচের নিরিখে ঘরের মাঠে টিম ইন্ডিয়া ৩৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবে এর মধ্যে। ১০টি টেস্ট, ১২টি ওডিআই এবং ১৩টি টি২০ ম্যাচ। ২৮ সেপ্টেম্বর শুরু ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওডিআই সিরিজ থেকেই বিসিসিআইয়ের টাইটেল স্পনসর হিসেবে যুক্ত হচ্ছে কোচির এই ফিন্যান্স সংস্থা।

এদিকে, নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে অজিত আগরকারের বিদায়ের জল্পনায় কার্যত সিলমোহর বোর্ডের। অক্টোবরের ৪ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদ। এরপর মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে না। বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়ার কথাতেও সেই ইঙ্গিত পরিষ্কার। অর্থাৎ, আর দিন দশেক পরই বিদায় সুনিশ্চিত আগরকারের।

এনিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, '৪ অক্টোবর আগরকারের চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। ৪ তারিখের পর এই নিয়ে ভাবার অনেক সময় থাকবে আমাদের হাতে। ৪ অক্টোবরের পর খালি হওয়া পদগুলি পূরণ নিয়ে আলোচনায় বসবে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। বিসিসিআই যখনই সিদ্ধান্ত নেবে, প্রকাশ্যে তা জানিয়ে দেওয়া হবে।'

সূত্রের খবর, আগরকার বিদায়ের চিত্রনাট্য তৈরির নেপথ্যে স্বয়ং সইকিয়াই। সমস্যার সূত্রপাত রোহিত শর্মাকে নিয়ে। 'রোহিতকে ছাড়াই দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার' যে দাবি আগরকার করেছিলেন, তা খারিজ করে দেন বোর্ড সচিবই। তারপরই দেওয়াল লিখন পরিষ্কার হয়ে যায় গত তিন বছর নির্বাচক কমিটির দায়িত্বে থাকা আগরকারের। বোর্ডের অন্দরমহলের খবর অনুযায়ী, শূন্যস্থান পূরণের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন পার্থিব প্যাটেল।

উত্তরের খেলা

সোনার পদক নিচ্ছে মণিকা বৈদ্য। ব্রোঞ্জ গলায় দেবরূপ বর্মন (নীচে)।

সোনা মণিকার, ব্রোঞ্জ দেবরূপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : পাটনার পাটলিপুত্র স্পোর্টস কমপ্লেক্সে তিনদিনের পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্স মিটে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির মণিকা বৈদ্য অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে সোনা জিতেছে। সে ৪৪.২৭ মিটার ছুড়েছে। একইসঙ্গে শিলিগুড়ির দেবরূপ বর্মন অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলেদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে ব্রোঞ্জ পেয়েছে। সে ৬০.৩৪ মিটার ছুড়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

বাংলা দলে শিলিগুড়ির ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৬ বাংলা ক্রিকেট দলের প্রাথমিক ২৮ জনের তালিকায় শিলিগুড়ির তিনজনের নাম রয়েছে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই তিনজন হল- নিরুপম বর্মন, প্রবীণ ছেত্রী ও অরিত্র চট্টোপাধ্যায়।

অনুশীলন শুরু, বিরাটের ব্যাটে ‘নজর’ গিল-রোহিতের

সঞ্জুকে বাদ দেওয়ার পর ঘুমোতে পারিনি : গম্ভীর

অনুশীলনের ফাঁকে বিরাট কোহলির ব্যাট দেখছেন শুভমান গিল ও রোহিত শর্মা। বৃহস্পতিবার তিরুবনন্তপুরমে।

তিরুবনন্তপুরম, ২৪ সেপ্টেম্বর : ২০১১ সালের পর কি ২০২৭? ১৬ বছরের অপেক্ষার অবসান কি আগামী বছর হবে? উত্তর আপাতত সময়ের হাতে। তবে গৌতম গম্ভীরের পাখির চোখ ‘১১-র ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিতে। হাতে বছরখানেক সময় থাকলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে রবিবার তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজেই সেই কাজ শুরু করে দিতে চান ভারতীয় দলে হেডস্যর।

এদিন ক্যারিবিয়ান সিরিজের প্রাক-প্রস্তুতিতে নেমেও পড়ল ভারতীয় দল। তিরুবনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পুরোদস্তুর গা ঘামানোর মাঝে বাড়তি অক্সিজেন জোগাচ্ছে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার উপস্থিতি। বেশ কিছুদিন পর নীল জার্সিতে প্রত্যাবর্তন, ফলে বাড়তি তাগিদ রোকোর মধ্যেও। শুভমান গিলের পাশাপাশি কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাদেজার পাশাপাশি নবাগত আকিব নবি দার, নমন ধীরদের ছটফটানি চোখে পড়ার মতো।

সবকিছু ছাপিয়ে এক ফ্রেমে রোকোর সঙ্গে শুভমান। ত্রয়ীর চর্চায় বিরাটের ব্যাট। নেটে ঢোকার আগে রোহিতদের দিকে নিজের ব্যাট এগিয়ে দেন বিরাট। যেদিকে ঝুঁকে পড়ে কিছু দেখার চেষ্টা করছিলেন শুভমান-রোহিত। যা নিয়ে তিনজনকে কথাও বলতে দেখা গেল। পুরোদস্তুর অনুশীলনে কড়া নজর গম্ভীরের। মাঠের বাইরেও রীতিমতো ব্যাট ঘোরাচ্ছেন।

বিশ্বকাপ ভাবনা থেকে রোহিত বা হার্দিক পান্ডিয়া ইস্যুতে সোজা ব্যাটে খেললেন। ভাগ করে নিলেন গত ইংল্যান্ড সফরে সঞ্জু স্যামসনকে বাদ দেওয়ার মানসিক যন্ত্রণার কথা। গম্ভীর বলেছেন, ‘কোচ হিসেবে আমার ২ বছরের জার্নিতে এটাই একমাত্র রাত (সঞ্জুকে বাদ দেওয়ার পর) ছিল, যখন ঘুমোতে পারিনি। সঞ্জুকে যা বলেওছিলাম। বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার সঞ্জু। অথচ, তাঁকেই ৩-৪টি ম্যাচের পর ছেড়ে দেওয়া কঠিন পদক্ষেপ। ঘুমোতে পারিনি যে কারণে। আসলে বৈভব সূর্যবংশী দুর্দান্ত ফর্মে এবং টপ অর্ডারে দ্রুতগতিতে রান করার মতো একজনকে চাইছিলাম। আসলে আমরা সিরিজটা জেতার জন্য ভীষণভাবে মরিয়া ছিলাম।’

রোহিতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়েও মুখ খুলেছেন গম্ভীর। দাবি, ক্রিকেটার-কোচ সম্পর্কের অনেক আগে থেকে পরস্পরকে চেনেন, জানেন তাঁরা। রোহিত যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখেন, তখন ভারতীয় দলের সিনিয়ার খেলোয়াড় ছিলেন। একইসঙ্গে বুঝিয়ে দেন, রোহিত সহ দলে কেউ ‘অটোমেটিক চয়েস’ নন। গম্ভীরের যুক্তি, ‘কোচ হওয়ার অনেক আগে থেকে রোহিতকে জানি। একসঙ্গে খেলার ফলে পরস্পরকে বুঝিও। তবে ভারতীয় দলের স্বার্থই শেষ কথা। দলের পক্ষে যা ভালো হবে, সেটাই অগ্রাধিকার পায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে।’

পুরোদস্তুর ম্যাচ ফিট না হলে হার্দিকের জন্য দরজা বন্ধ থাকছে। গম্ভীরের মতে, আধা-ফিট কাউকে নিয়ে বিশ্বকাপে যাবেন না। বলেছেন, ‘হার্দিক বা জসপ্রীত (বুমরাহ), দক্ষিণ আফ্রিকায় দুইজনেই গুরুত্বপূর্ণ। ১০ ওভারের পাশাপাশি ৬-৭ নম্বরে ব্যাটিং করবে, হার্দিকের মতো প্লেয়ার খুব কম আছে। আইপিএলের পর হার্দিক খুব বেশি ম্যাচ খেলেনি। ওডিআই ফরম্যাটে ফিরতে হলে কিছু ম্যাচ প্র্যাকটিস প্রয়োজন। বিশেষত, বিশ্বকাপের আগে। প্র্যাকটিস শুরু থেকে ছন্দে ফেরা, ম্যাচ খেলা প্রয়োজন। অর্ধেক রান্না হওয়া খাবার কাজে লাগে না। আর বিশ্বকাপ মঞ্চে, যদি, কিন্তুর কোনও জায়গা নেই।’

টোকিওতে হালকা মেজাজে বৈভব সূর্যবংশী।

জাপানেও কার্টুনে মজে বৈভব

টোকিও, ২৪ সেপ্টেম্বর : জাতীয় দলের সঙ্গে মিশন এশিয়ান গেমসের ব্যস্ততার মাঝেও কার্টুনে মজে বৈভব সূর্যবংশী! খুশিটা আরও দ্বিগুণ প্রিয় কার্টুন চরিত্র নবিতার শহর টোকিওতে পা রেখে। খুশিটা সমাজমাধ্যমে সবার সঙ্গে ভাগ করেও নিয়েছেন। ভাইরাল হওয়া পোস্টে বিখ্যাত কার্টুন সিরিজ ‘ডোরেমন’-এর মূল চরিত্র নবিতার সঙ্গে নিজের ছবিও পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘নবিতার শহর থেকে জানাচ্ছি’।

সবে পনেরোয় পা রেখেছেন। ইতিমধ্যে বিশ্ব ক্রিকেটে ঝড় তুললেও শিশুসুলভ কার্টুনের প্রতি টানে এতটুকু ভাটা নেই। হাজারো, লাখো ভারতীয় খুদের মতো বৈভবের প্রিয় কার্টুন চরিত্র ‘নবিতা’। যে চরিত্র সৃষ্টি জাপানের রাজধানী টোকিও থেকেই। গতকাল টোকিওতে পা রেখে নবিতার প্রতি আবেগ আড়াল করতে পারেননি। নবিতা ছাড়াও ডোরেমন কার্টুন সিরিজের অন্যান্য বেশ কিছু চরিত্রের ছবিও পোস্ট করেছেন।

অতীতে কার্টুনের প্রতি ভালোবাসার কথা বারবার বলেছেন। দাবি করেন, এখনও ম্যাচের আগে কার্টুন দেখেন। যা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। কার্টুন দেখলেও ফোকাস কিন্তু খেলাতেই থাকে সবসময়। জাপানে সেই অভ্যাসে ব্রেক লাগাতে রাজি নন। জাপানের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ফ্রেন্ডলি ম্যাচে খেলার সুযোগ পাননি। এশিয়ান গেমসের (২৮ সেপ্টেম্বর ভারতের অভিযান শুরু) প্রথম এগারোয় থাকা নিয়েও অনিশ্চয়তা। যদিও তার ছাপ আদৌ যে বৈভবকে ছুঁতে পারেনি, ‘নবিতার শহর...’ পোস্টেই পরিষ্কার।

কাঠগড়ায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার

লন্ডন, ২৪ সেপ্টেম্বর : কাউন্টি ক্রিকেটের প্রথম সারির দল এসেক্সের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে ধর্ষণের জোড়া অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ৯ অক্টোবর ‘ইনার লন্ডন ক্রাউন কোর্টে’ তোলাও হচ্ছে বছর চব্বিশের রবিন দাসকে। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ২০২৫-এর অগাস্ট মাসে গ্রেপ্তার হলেও জামিন পেয়ে যান কিছুদিনের মধ্যে। ঘটনাক্রম যেভাবে এগোচ্ছে, কড়া শাস্তির খাঁড়া ঝুলছে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারের ওপর। অভিযুক্ত রবিনের বাবা বাংলাদেশের সিলেটের বাসিন্দা। রবিনের জন্ম যদিও ইংল্যান্ডে। এসেক্স অ্যাকাডেমি থেকে মূল দলে ডাক পান। ২০২০ সালে এসেক্সের জার্সিতে অভিষেকের পর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৯টি ম্যাচ খেলেছেন। বর্তমানে ধর্ষণ-অভিযোগে যে কেরিয়ার টলমল।

ম্যাচের সেরা হয়ে প্রীতম দাস। ছবি : সোমনাথ দত্ত

জিতল মুস্তাফা

মালবাজার, ২৪ সেপ্টেম্বর : তেশিমলা যুব সংঘের ফুটবলে বৃহস্পতিবার মুস্তাফা সুপার জায়েন্টস ফুটবল দল ৩-১ গোলে বেতগুড়ি গ্রুপ ইলেভেনকে হারিয়েছে। মুস্তাফার বিবেক মালি, জুলফিকার আলি ও ম্যাচে সেরা প্রীতম দাস গোল করেন। বেতগুড়ির গোলস্কোরার আরিয়ান কুজুর।

স্ক্যান করুন
Flipkart amazon.in -এও উপলব্ধ*
10 YEAR WARRANTY
BAJAJ SECURE +AMC • ROAD SIDE ASSISTANCE
72198 21111

*শর্তাবলি প্রযোজ্য। উল্লিখিত ESRPs হল 125 সিঙ্গল সিট ভ্যারিয়েন্টের জন্য। স্টান্টগুলি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা, পেশাদার তত্ত্বাবধানে, নিয়ন্ত্রিত ও আবদ্ধ পরিবেশে, সাধারণ মানুষ বা সর্বসাধারণের রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় করা হয়েছে। এই স্টান্টগুলি অনুকরণ করার চেষ্টা করবেন না এবং সর্বদা ট্রাফিক ও নিরাপত্তা বিধি মেনে চলুন। E-কম অফার সংশ্লিষ্ট E-কম পার্টনারের শর্তাবলির অধীন। E-কম অফার বিভিন্ন পার্টনার অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে। ছবিগুলো শুধুমাত্র প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত রঙ ভিন্ন হতে পারে।

Authorised Dealers for Bajaj Auto Ltd.: Siliguri Burdwan Road SILIGURI BAJAJ: 9933491111, 7908297705 • Siliguri Sevoke Road SILIGURI BAJAJ: 8101637447, 8170062878 • Jalpaiguri SILIGURI BAJAJ 9800484333, 9717458875 • Alipurduar SILIGURI BAJAJ 9832407999 • Malda PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • Malda PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • Malda PLANET BAJAJ 8016077533/44 • Mangalbari PLANET BAJAJ 9679997998• Balurghat PLANET BAJAJ: 9733310021 • Cooch Behar BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050491/92/93 Mathabhanga BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050493 •Raiganj BAJAJ WHEELS 8391890763 •Kaliyagnaj BAJAJ WHEELS 9382830461 • Tungidighi BAJAJ WHEELS 9547525283 • Karandighi BAJAJ WHEELS 8509047694 • Sahapur BAJAJ WHEELS 9593825338 • Baidara BAJAJ WHEELS 9733715747.